অর্থ বছর
২০২৪-২০২৫

খুলনা সিটি কর্পোরেশন

বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন

অর্থ বছর ২০২৪-২০২৫

খুলনা সিটি কর্পোরেশন

বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন

অর্থ বছর ২০২৪-২০২৫

প্রধান পৃষ্ঠ পোষক

জনাব মোঃ ফিরোজ সরকার

প্রশাসক

খুলনা সিটি কর্পোরেশন, খুলনা

ও

বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা

প্রধান সম্পাদক

জনাব শরীফ আসিফ রহমান

সচিব, কেসিসি

সহযোগী ও সহকারী সম্পাদক

জনাব আবির-উল-জব্বার

চিফ প্লানিং অফিসার, কেসিসি

জনাব শেখ মোহাম্মাদ মাসুদ করিম

নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল), কেসিসি

ড. পেরু গোপাল বিশ্বাস

ভেটেরিনারি অফিসার, কেসিসি

জনাব মোল্লা মারুফ রশীদ

প্রশাসনিক কর্মকর্তা, কেসিসি

জনাব এস কে এম তাছাদুজ্জামান

শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অফিসার, কেসিসি

জনাব শেখ হাসান হাসিবুল হক

আইটি ম্যানেজার, কেসিসি

সহযোগিতায়

জনাব মোঃ আবু হাসান (ডিপ্লোমা ইন ইলেক্ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং)

জনাব মোঃ আবুল কাশেম, নিম্নমান সহকারী হিসেবে কর্মরত

কেসিসি

কম্পিউটার কম্পোজ ও গ্রাফিক্স

জনাব শরীফ মাহমুদ গাউসুল আযম

জনাব মোঃ আঃ রহমান

কেসিসি

কৃতজ্ঞতায়

কেসিসি'র সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

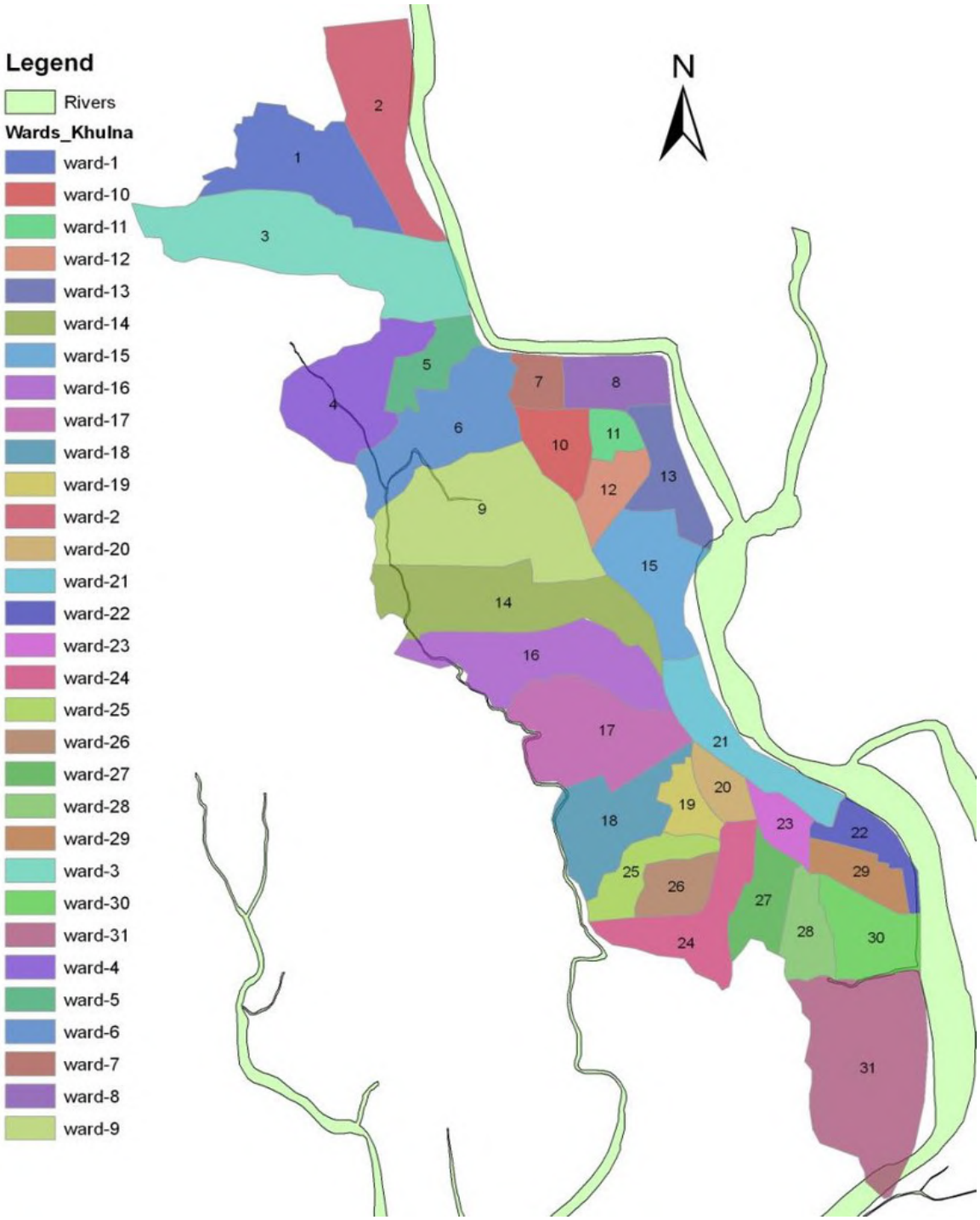

খুলনা সিটি কর্পোরেশন

জনাব মোঃ ফিরোজ সরকার
মাননীয় প্রশাসক
খুলনা সিটি কর্পোরেশন ও বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা।

খুলনা সিটি কর্পোরেশনের বিভাগীয় প্রধানগণ

জনাব শরীফ আসিফ রহমান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত)
খুলনা সিটি কর্পোরেশন।

জনাব মশিউজ্জামান খান
প্রধান প্রকৌশলী
খুলনা সিটি কর্পোরেশন।

জনাব রহিমা সুলতানা বুশরা
প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা
খুলনা সিটি কর্পোরেশন।

জনাব কোহিনুর জাহান
এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ও
প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা
খুলনা সিটি কর্পোরেশন।

জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান
বাজেট-কাম-একাউন্টস অফিসার
খুলনা সিটি কর্পোরেশন।

জনাব ডাঃ শরীফ শামীউল ইসলাম
ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ওয়ার্ড নং - ১৭ ও
প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা

জনাব ড. পেরু গোপাল বিশ্বাস
ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ওয়ার্ড নং - ২৩ ও
ভেটেরিনারি অফিসার

খুলনা সিটি কর্পোরেশনের সম্মানিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ

জনাব আবু সালেহ পাটওয়ারী
ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ওয়ার্ড নং - ০১ ও
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)

জনাব আজিজুন নাহার বেলা
ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ওয়ার্ড নং - ০২ ও
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)

জনাব মোঃ অহিদুজ্জামান খান
ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ওয়ার্ড নং - ০৩ ও
কম্পারভেন্সি অফিসার

জনাব আলমগীর কবির বিশ্বাস
ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ওয়ার্ড নং - ০৪ ও
নিরাপত্তা সুপার

জনাব গাজী সালাউদ্দিন
ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ওয়ার্ড নং - ০৫ ও ০৬ ও
এস্টেট অফিসার

জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ওয়ার্ড নং - ০৭ ও
উপ-সহকারী প্রকৌশলী

জনাব উজ্জ্বল কুমার সাহা
ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ওয়ার্ড নং - ০৮ ও
ট্রোর সুপার

জনাব এফ, এম ফয়সাল
ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ওয়ার্ড নং - ০৯ ও
উপ-সহকারী প্রকৌশলী

জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ওয়ার্ড নং - ১০ ও
সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)

জনাব আসমাউল হুসনা
ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ওয়ার্ড নং - ১১ ও
ষ্ট্রাক্টম্যান

জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান
ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ওয়ার্ড নং - ১২ ও
সহকারী কম্পারভেন্সি অফিসার

জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান রহিম
ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ওয়ার্ড নং - ১৪ ও
সিনিয়র লাইসেন্স অফিসার

জনাব আবির উল জব্বার
ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ওয়ার্ড নং - ১৬ ও
চীফ প্লানিং অফিসার

জনাব ডাঃ শরীফ শামীউল ইসলাম
ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং - ১৭ ও
প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা

জনাব রেজবিনা খানম
ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ওয়ার্ড নং - ১৮ ও
স্থপতি

জনাব নাজমুল হক
ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ওয়ার্ড নং - ১৯ ও
সুপারিনটেনডেন্ট (এ্যাসেসমেন্ট)

জনাব সেলিমুল আজাদ
ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ওয়ার্ড নং - ২০ ও
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

জনাব মোঃ ইমরান হোসেন
ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ওয়ার্ড নং - ২১ ও
সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (অডিট)

জনাব প্রণব কুমার ঘোষ
ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও
এ্যাসেসর
ওয়ার্ড নং - ২২

জনাব ড. পেরু গোপাল বিশ্বাস
ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ওয়ার্ড নং - ২৩ ও
ভেটেরিনারি অফিসার

জনাব মোঃ আনিসুর রহমান
ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ওয়ার্ড নং - ২৪ ও
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা

জনাব এস, কে, এম তাহাদুজ্জামান
ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ওয়ার্ড নং - ২৫ ও
রাজস্ব অফিসার

জনাব মোঃ মিজানুর রহমান
ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ওয়ার্ড নং - ২৬ ও
উপ-সহকারী প্রকৌশলী

জনাব অমিত কান্তি ঘোষ
ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ওয়ার্ড নং - ২৭ ও
উপ-সহকারী প্রকৌশলী

জনাব মোঃ শাহিনুর জামান
ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ওয়ার্ড নং - ২৮ ও
উচ্চমান সহকারী

জনাব শেখ হাফিজুর রহমান
ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ওয়ার্ড নং - ২৯ ও
চীফ এ্যাসেসর

জনাব মোল্লা মারুফ রশীদ
ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ওয়ার্ড নং - ৩০ ও
প্রশাসনিক কর্মকর্তা

জনাব শেখ শফিকুল হাসান দিদার
ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ওয়ার্ড নং - ৩১ ও
বাজার সুপারিনটেনডেন্ট

সূচিপত্র

অধ্যায় ১ : প্রশাসকের বার্তা
১.১ প্রশাসকের শুভেচ্ছা
১.২ বার্ষিক অর্জনসমূহ
১.৩ মন্তব্য
অধ্যায় ২ : এক নজরে সিটি কর্পোরেশন
২.১ ঐতিহাসিক পটভূমি
২.২ প্রধান প্রধান অর্জনসমূহ
অধ্যায় ৩ : ভিশন ও মিশন
৩.১ ভিশন
৩.২ মিশন
অধ্যায় ৪ : সাংগঠনিক কাঠামো ও মানবসম্পদ
৪.১ বিভাগসমূহ ও জনবল
৪.২ কাউন্সিলরগণ
অধ্যায় ৫ : বাজেট ও আর্থিক বিবরণী
৫.১ সংক্ষিপ্ত আর্থিক বিবরণী
৫.২ রাজস্ব আদায়
অধ্যায় ৬ : অবকাঠামো উন্নয়ন
৬.১ উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও প্রধান প্রধান মেরামত সংক্রান্ত কার্যক্রম
৬.২ ক্রমপুঞ্জিত উন্নয়নমূলক অর্জনসমূহ
অধ্যায় ৭ : অবকাঠামো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণসহ অন্যান্য সেবা মূলক কাজ
৭.১ সচিবের দপ্তর
৭.২ রাজস্ব বিভাগ
৭.৩ প্রকৌশল বিভাগ
৭.৪ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
৭.৫ স্বাস্থ্য বিভাগ
৭.৬ সমাজকল্যাণ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি
অধ্যায় ৮ : প্রশাসনিক উন্নতিকরণ
৮.১ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কাজ, উদ্দেশ্য ও ফলাফলসমূহ
৮.২ সক্ষমতা উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)
অধ্যায় ৯ : কর্পোরেশন ও কমিটির সভা
৯.১ সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ সভা
৯.২ স্থায়ী কমিটির সভাসমূহ
অধ্যায় ১০ : নাগরিক সম্পৃক্ততা
১০.১ ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি'র (ডব্লিউএলসিসি) সভা
১০.২ সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি'র (সিএলসিসি) সভা
১০.৩ জনতার মুখোমুখি/জনসভা
১০.৪ সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রচারমূলক কার্যক্রম
১০.৫ নাগরিক মতামত ও অভিযোগ প্রতিকার
অধ্যায় ১১ : ফটো গ্যালারি
সংযোজনী : গত অর্থ বছরের আর্থিক বিবরণী এবং প্রতিবেদন প্রস্তুতের বছরের বাজেট

সম্পাদক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার বক্তব্য

আর্থসামাজিক ও ভৌগলিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের নানা সূচকে খুলনা এখন অপরিহার্য নাম। স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তোরণ এবং সমৃদ্ধ উন্নত দেশের অভিযাত্রায় স্বপ্নের পদ্মাসেতু ও রূপসা নদীর উপর নির্মিত রেলসেতু বাস্তবায়নে খুলনাঞ্চল এখন শক্তিশালী অভিযাত্রী। এ অভিযাত্রায় উন্নত বাংলাদেশ উপহার দিতে পদ্মা সেতুকে কেন্দ্র করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে খুলনা। এছাড়া প্রাকৃতিক ও ভূরাজনৈতিক সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে সড়ক, রেল, নৌ এবং সমুদ্র পথে ভারত, রাশিয়া, নেপাল ও ভূটানসহ অন্যান্য দেশের সাথে খুলনাকে ঘিরে বাণিজ্যিক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা সম্ভব।

খুলনা'র শিল্প, বন্দর ও সুন্দরবনকে কেন্দ্র করেই সমৃদ্ধ হচ্ছে খুলনা'র নগর উন্নয়ন। আর এই সকল কর্মকান্ড খুলনা সিটি কর্পোরেশনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে। তবে ভবিষ্যত প্রেক্ষাপট বিবেচনায় চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রভাব মোকাবেলায় দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টিকে কারিগরি শিক্ষায় দক্ষতা সম্পন্ন জনবল তৈরী এখন সময়ের দাবী।

জলাবদ্ধতা নিরসনসহ নগরবাসীর সার্বিক মান উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে অর্থ বরাদ্দ করছেন। এসকল প্রকল্পের অধিকাংশ কাজ আগামী অর্থ বছরের মধ্যে শেষ হলে খুলনা একটি সমৃদ্ধ জনপদে পরিণত হবে।

বর্তমান খুলনা সিটি কর্পোরেশনের সুযোগ্য প্রশাসক জনাব মোঃ ফিরোজ সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে খুলনাবাসীর সুখ দুঃখের সাথী হয়ে সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে খুলনাকে একটি উন্নত, পরিচ্ছন্ন, শান্তি ও স্বস্তির নগরী হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা তিনি অব্যাহত রেখেছেন।

স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন Capacity Development of City Corporation (C4C) প্রকল্পের মাধ্যমে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের যে বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে, এ প্রতিবেদনের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন তথ্য, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিসহ সরকারী সংস্থা এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে নগর উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমরা মনে করি।

স্বল্প সময়ের মধ্যে এই প্রশাসনিক প্রতিবেদনটি প্রকাশ করতে গিয়ে অনিচ্ছাকৃত ভুল-ভ্রান্তি হয়তো হতে পারে। আমাদের এ অনিচ্ছাকৃত ভুল-ভ্রান্তি সবাই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন বলে আশা রাখি। প্রতিবেদনটি তৈরিতে প্রশাসক মহোদয়, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সহযোগী সম্পাদকগণসহ কেসিসি'র সকল স্তরের সহকর্মীবৃন্দ নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলকে অন্তরের অন্তরস্থল থেকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে এগিয়ে চলার পথে প্রতিবেদন প্রকাশনাটি খুলনা সিটি কর্পোরেশনের নগর উন্নয়ন ও আগামী'র সমৃদ্ধির খুলনা'র সম্ভাবনাগুলোকে কাজে লাগিয়ে যদি কিছুটা ইতিবাচক ভাবনার উন্মেষ ঘটাতে সহায়ক হয়, তবে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

শরীফ আসিফ রহমান
সচিব, কেসিসি
ও
প্রধান সম্পাদক
ও
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

প্রশাসকের শুভেচ্ছা বার্তা

বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন (২০২৩-২৪) প্রকাশনার জন্য সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশসহ আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। খুলনাবাসীর সুখ-দুঃখের সাথী হয়ে খুলনা মহানগরীকে একটি উন্নত, পরিচ্ছন্ন, শান্তি ও স্বস্তির নগরী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আমরা কেসিসি পরিবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। খুলনা সিটি কর্পোরেশন একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। ৩১টি ওয়ার্ডের প্রায় ১৫লক্ষ জন অধ্যুষিত মানুষের বসবাস। এছাড়া প্রতিদিন পাশ্ববর্তী অঞ্চল হতে জীবিকার তাগিদে প্রতিনিয়ত হাজার হাজার মানুষ শহর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, ফলে নগরবাসীর সেবা প্রদানের পাশাপাশি শহরের নিকটবর্তী এলাকার মানুষের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে খুলনা সিটি কর্পোরেশনকে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে হয়। ১৮৮৪ সালের ১২ ডিসেম্বর খুলনা পৌরসভা হিসেবে যে সেবামূলক প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছিল আজ তা খুলনা সিটি কর্পোরেশনে রূপান্তরিত হয়েছে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এ প্রতিষ্ঠান নগরবাসীর সেবা দিয়ে যাচ্ছে। ৪৫.৬৫ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের খুলনা সিটি কর্পোরেশনের চৌহদ্দি না বাড়লেও এ কর্পোরেশনের লোক সংখ্যা হু-হু করে বাড়ছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে উপকূল এলাকায় মানুষ ব্যাপক হারে শহরমুখি হওয়ায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। খুলনা মহানগরীর উপর জনসংখ্যার চাপ বাড়ছে। পরিকল্পিত নগরায়নের স্বার্থে মহানগরী এলাকার সীমানা বৃদ্ধি ছাড়া এখন গত্যন্তর নেই। এমনই বাস্তবতায় সরকারের নিকট খুলনা মহানগরী এলাকার সীমানা বৃদ্ধির প্রস্তাব রাখা হয়েছে। জনগুরুত্বপূর্ণ এ প্রস্তাবটির অনুমোদন এখন সময়ের দাবি বলে আমি মনে করি।

উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় প্রায় ৮২৩.৭৬ কোটি টাকা ব্যয়ে খুলনা শহরের জলাবদ্ধতা দূরীকরণে ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন (প্রথম পর্যায়) ও প্রায় ৬৫২.৩৩ কোটি টাকা ব্যয়ে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের গুরুত্বপূর্ণ ও ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তা উন্নয়ন ও পূণর্বাসন প্রকল্পের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। দক্ষিণাঞ্চলের উন্নয়নে এখন ধারাবাহিকভাবে যে সকল প্রকল্প বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে সেগুলো আগামী খুলনাকে সমৃদ্ধ করবে। সুতরাং খুলনার সম্ভাবনাময় ভৌগলিক অবস্থানকে কার্যকর ভাবে কাজে লাগাতে পারলে আগামী ১০/১৫ বছরের মধ্যে খুলনা একটি স্মার্ট নগরীতে পরিণত হবে, যা বাংলাদেশের মধ্যে একটি রোল মডেল হিসেবে পরিগণিত হবে।

খুলনাঞ্চলের সম্ভাবনা : মাওয়ায় পদ্মা সেতু, মোংলা সমুদ্র বন্দর, পায়রা সমুদ্র বন্দর, মোংলায় রপ্তানী প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল, পাইপ লাইনে গ্যাস সরবরাহ, ফয়লায় বিমান বন্দর, সুন্দরবনের পর্যটন শিল্প, রামপালে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনার আধুনিক রেলষ্টেশনসহ রূপসা নদীর উপর রেলসেতু নির্মাণ আগামীতে নতুন এক খুলনাকে উপহার দিবে। এ খুলনা প্রাকৃতিক এবং ভূ-রাজনীতির সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে সড়ক, রেল, নৌ, এবং সমুদ্র পথে ভারত, নেপাল, ভুটানের সাথে বাণিজ্যিক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে পারে। পাইপ লাইনের মাধ্যমে গ্যাস, পর্যটন শিল্প, বন্ধ মিল কলকারখানা চালুর মধ্য দিয়ে একুশ শতকের উপযোগী সমৃদ্ধ জনপদে পরিণত করতে সক্ষম হতে পারে খুলনা।

মহানগরীতে চলমান প্রকল্প বাস্তবায়ন, বিশ্বমানের ত্রিমাত্রিক যোগাযোগ অবকাঠামো গড়ে তোলা, আকাশ/নৌ/সড়ক পথে বহুমাত্রিক পরিবহনের নিশ্চয়তা, বাণিজ্য উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি, সমুদ্র বন্দর ভিত্তিক সুযোগগুলো সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারলে শুধু আঞ্চলিক নয় জাতীয় অর্থনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে আমাদের এই খুলনা।

আমরা মনে করি খুলনার উন্নয়ন মানেই দেশের উন্নয়ন। সে লক্ষ্যে খুলনার মাটি ও মানুষের জন্য নিবেদিত হয়ে আমরা কাজ করি। আসুন সকলে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমাদের প্রিয় নগরী খুলনাকে জলবায়ু সহিষ্ণু, টেকসই ও পরিবেশ বান্ধব হিসেবে গড়ে তুলি।

মোঃ ফিরোজ সরকার
প্রশাসক
খুলনা সিটি কর্পোরেশন

১.২ ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কর্পোরেশনের অর্জনসমূহ

- সড়ক মেরামত/উন্নয়ন-৪২.২২ কিঃ মিঃ
- ড্রেন মেরামত ও উন্নয়ন-৪৬.৯৫ কিঃ মিঃ
- ড্রেন/খালের পেড়ি মাটি উত্তোলন- ৪৫.৫০ কিঃ মিঃ
- নগর এলাকায় বর্জ্য সংগ্রহ-৯০%
- মানব বর্জ্য ব্যবস্থা-১৯%
- বৃক্ষরোপন-১২০০টি
- খাল খনন-১০.৭৪ কিঃ মিঃ
- সড়ক বাতি স্থাপন/মেরামত ৯০৪.০০ কিঃ মিঃ
- ইপিআই টিকাদান কার্যক্রম-১০০.০০ %
- ভিটামিন এ+ ক্যাম্পেইন-১০০.০০%
- জাতীয় কৃমি নিয়ন্ত্রণ সপ্তাহ কার্যক্রম-১০০.০০%
- ক্ষুদে ডাক্তার কর্তৃক শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা কার্যক্রম-১০০.০০%

১.৩ ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের জন্য প্রতিশ্রুতি

- ৩৫.০০ কিঃ মিঃ সড়ক মেরামত/ উন্নয়ন
- ৪৫.০০ কিঃ মিঃ ড্রেন নির্মাণ
- ৬.০০ কিঃ মিঃ খাল খনন
- সড়ক বাতি নতুন/মেরামত ২০,০০০টি
- ৯২% কভারেজ এরিয়ায় বর্জ্য অপসারণ
- বৃক্ষরোপন কর্মসূচি : ১২৫০টি
- বড় ড্রেন/খালের পেড়ি মাটি উত্তোলন: ২৫ কিঃ মিঃ
- ইপিআই টিকাদান কার্যক্রম-১০০%
- ভিটামিন এ+ ক্যাম্পেইন-১০০%
- জাতীয় নিয়ন্ত্রণ সপ্তাহ কার্যক্রম-১০০%
- ক্ষুদে ডাক্তার কর্তৃক শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা কার্যক্রম-১০০%

অধ্যায় ২ : এক নজরে সিটি কর্পোরেশন

প্রতিষ্ঠার বছর :	১২ ই ডিসেম্বর ১৮৮৪
সিটি কর্পোরেশনের মোট আয়তন :	৪৫.৬৫ বর্গ কিলোমিটার (১৭.৬২ বর্গমাইল)
ওয়ার্ডের সংখ্যা :	৩১টি
অঞ্চলের সংখ্যা :	২টি
মোট জনসংখ্যা (বিবিএস শুমারি ও প্রক্ষেপণের ভিত্তিতে) :	১৫ লক্ষ (প্রায়)
মোট হোল্ডিং সংখ্যা (হোল্ডিং ট্যাক্সের জন্য নিবন্ধিত) :	৭৬,৬২৮টি

পৌরসভা সৃষ্টির তারিখ	১২ ই ডিসেম্বর ১৮৮৪
মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন হিসেবে উন্নীত	১২ ই ডিসেম্বর ১৯৮৪
সিটি কর্পোরেশন হিসেবে উন্নীত	৬ই আগস্ট ১৯৯০
মোট আয়তন	৪৫.৬৫ বর্গ কিলোমিটার (১৭.৬২ বর্গমাইল)
জনসংখ্যা	১৫ লক্ষ (প্রায়)
ওয়ার্ড	৩১টি
মেয়র	১জন
প্যানেল মেয়র	৩ জন
ওয়ার্ড কাউন্সিলর (সাধারণ আসন)	৩১ জন
কাউন্সিলর (সংরক্ষিত আসন)	১০ জন
মোট সড়ক সংখ্যা	১২১৫টি
সড়কের মোট দৈর্ঘ্য	৬৪০.৬৮ কিলোমিটার
ড্রেনের মোট দৈর্ঘ্য	১১৬৫.৪৮ কিলোমিটার
সড়ক বাতির পয়েন্ট	২১,৮০০ টি
ক) হেড ল্যাম্প	১৪,০০০ টি
খ) লিড টিউব লাইট	৫,৬০০টি
গ) বাল্ব পয়েন্ট	৫০০টি
ঘ) টিউব লাইট পয়েন্ট	৪,৫০০টি
ঙ) এনার্জি সেভার ল্যাম্প	৯,৮০০টি
হোল্ডিং সংখ্যা	৭৬,৬২৮টি
ট্রেড লাইসেন্স সংখ্যা	১৯,৮৭৫টি
লাইসেন্সধারী রিক্সার সংখ্যা	১৭,০০০ টি
সুপার মার্কেট/বিপণী বিতান	৪টি
ওয়ার্ড অফিস/কমিউনিটি সেন্টার	২৬টি
প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কেন্দ্র	২৭টি
ইউডিসি (UDC)	৪৬টি
আধুনিক শিশু পার্ক	১টি
পার্ক	৮টি
কসাইখানা	২টি
কবরস্থান	৭টি
শ্মশান	৩টি
বাজার	১৬টি
সম্পত্তি	২৮৬.০০ একর
লাইসেন্সধারী ইজিবাইক	৭,৮৯৮টি
মালবাহী ইজিবাইক	২,০৯৬ টি

২.১ খুলনার ঐতিহাসিক পটভূমি ও মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ :

ঐতিহাসিক পটভূমি: সুন্দরবন এবং বঙ্গোপসাগর বেষ্টিত শিবসা-পশুর (কালক্রমে ভৈরব-রূপসা নামেও কিছু অংশ পরিচিত) জলাভূমির তীরে গড়ে উঠা পলিতে অতীতে বসবাসের অযোগ্য ছিল বলে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। কিন্তু জীবিকার সন্ধানে একসময় এই জলাভূমিতে মানুষের আনাগোনা শুরু হয় এবং বসতি স্থাপন করে বন উজাড় করার ফলে সুন্দরবন ছোট হতে হতে দূরে সরে যাচ্ছে। ঐ জলাভূমিতে বসবাসরত জনগন নানা প্রকার প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। এই অঞ্চলে যে লোকালয় গড়ে উঠে তার ক্রমবিবর্তনের ফলে সৃষ্ট জনপদ আজকের খুলনা নগরী। আজকের খুলনা এক সময় জশরের (যশোর) অন্তর্গত ছিল। খুলনার প্রাচীন অধিবাসী, পাঠান, মোগল, বারভূঁইয়া ও মুর্শিদাবাদ শাসন পরবর্তী ব্রিটিশরাজের হাতে পড়ার পরই প্রকৃতপক্ষে খুলনাতে প্রথম পৃথক মহকুমা ও পরে পৃথক জেলা এবং সবশেষে বিভাগীয় সদর স্থাপিত হয়। এই ধারাবাহিকতায় লেগেছে কম-বেশি দুইশ বছর।

মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ: কালক্রমে ভৈরব-রূপসা নদীর অববাহিকায় খুলনা শহর গড়ে উঠেছে। এ জেলার দক্ষিনে রয়েছে নৈস্বর্গিক দৃশ্যে ভরা এবং প্রাকৃতিকভাবে গড়ে ওঠা বিশ্ব প্রাকৃতিক ঐতিহ্য সুন্দরবন ও বিশ্ব বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগারের আবাস ভূমি, যার শিয়রে গড়ে উঠেছে দেশের অন্যতম মোংলা সমুদ্র বন্দর। এই সমুদ্র বন্দর ও সুন্দরবনকে ঘিরে গড়ে উঠেছে শিল্প এবং বন্দর নগরী এই খুলনা।

বিভিন্ন ঐতিহাসিক/জনসাধারণের কাছে **''খুলনা''** নামকরণের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানান মত রয়েছে। সবচেয়ে বেশী আলোচিত মতগুলো হলোঃ মৌজা 'কিসমত খুলনা' থেকে খুলনা; ধনপতি সওদাগরের দ্বিতীয় স্ত্রী খুল্লনার নামে নির্মিত 'খুল্লনেশ্বরী কালী মন্দির' থেকে খুলনা; ১৭৬৬ সালে 'ফলমাউথ' জাহাজের নাবিকদের উদ্ধারকৃত রেকর্ডে লিখিত Culnea, শব্দ থেকে খুলনা। ইংরেজ আমলের মানচিত্রে লিখিত Jessore-Culna' শব্দ থেকে খুলনা,- কোনটি সত্য তা গবেষকরা নির্ধারণ করবেন। তবে খুলনা পৌরসভার জন্ম বৃত্তান্তে আসতে গেলে দেখা যায় যে, খুলনা পৌর এলাকা অতীতে জশর (যশোর) জেলার মুরলী থানার অন্তর্গত ছিল। পরে রূপসা নদীর পূর্ব পাড়ে তালিমপুর, শ্রীরামপুর (রহিমনগর) এর কাছে সুন্দরবনের জঙ্গল কেটে নতুন থানা স্থাপন করা হয় এবং নাম দেওয়া হয় নওবাদ (নয়াবাদ)। কারো মতে এ নতুন থানা ১৭৮১ খ্রিঃ আবার কারো মতে ১৮৩৬ খ্রিঃ সৃষ্টি হয়। ১৮৪২ সালে খুলনা মহাকুমার জন্ম হয়। উল্লেখ্য, তখনকার অবিভক্ত বাংলার প্রথম মহাকুমা হলো খুলনা। পরে তার পরিধি সম্প্রসারিত হয়ে বর্তমানের খুলনা ও বাগেরহাট জেলা দুটি নিয়ে ছিল খুলনা মহাকুমা। ১৮৬৩ সালে বাগেরহাটে স্বতন্ত্র মহাকুমার কার্য্যালয় স্থানান্তরিত হয় এবং ১৮৪৫ সালে সেখানে প্রথম দালান কোঠা ওঠে যা আজকে জেলা প্রশাসকের বাসভবন। প্রথম প্রশাসক ছিলেন ডেপুটি মিঃ শোর এবং দ্বিতীয় মহকুমা হাকিম ছিলেন সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি এই বাসভবনে বসে তাঁর উপন্যাস ''দুর্গেশ নন্দিনী'' রচনা করেছিলেন। পরে ১৮৮২ সালের ২৫ এপ্রিলের সরকারী বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী খুলনা জেলার জন্ম হয় এবং তৎকালীন যশোর জেলার খুলনা ও বাগেরহাট মহাকুমা দুটি এবং ২৪ পরগণা জেলার সাতক্ষীরা মহাকুমা নিয়ে ঐ সালের ১ জুন থেকে এ নতুন জেলার কাজ শুরু হয়। প্রথম জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন মিঃ ডব্লুউ, এম, ক্লে তার নামানুসারে শহরের ক্লে রোড হয়েছে।

বর্তমানে খুলনা, জেলা শহর হলেও একথা অনেকের জানা নেই যে, এ জেলার প্রথম মিউনিসিপ্যালিটি হলো সাতক্ষীরায় ১৮৬৯ সালের ১ এপ্রিল। জেলার দ্বিতীয় মিউনিসিপ্যালিটি হলো দেবহাটায় ১৮৭৬ সালে এবং তা ১৯৫৫ সালে বাতিল হয়ে ইউনিয়ন বোর্ডে পরিণত হয়।

খুলনা সিটি কর্পোরেশনের উৎপত্তি : সাতক্ষীরা জেলার তৃতীয় মিউনিসিপ্যালিটিতে খুলনা উন্নীত হয় ১৮৮৪ সালে, যা বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের তথ্য সূত্রে জানা যায়। ১৮৮৪ সালের ১৬ ডিসেম্বর মিউনিসিপ্যালিটির দ্বিতীয় সভায় ভাইস চেয়ারম্যান বাবু কৈলাসচন্দ্র কাঞ্জিলালের বাড়ি সত্যচরণ হাউস এ সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে মিউনিসিপ্যালিটির অফিস স্থাপন করা হয় এবং সেখানে কাজ চলতে থাকে। সে ভবনের অস্তিত্ব আজ আর নেই, তবে কারো কারো মতে ভবনটি বর্তমান পৌর ভবনের কাছে ছিল।

খুলনা মিউনিসিপ্যালিটির জন্ম বৃত্তান্ত খুঁজতে গিয়ে একশো বছর আগের গেজেট কোলকাতা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। তাতে দেখা যায় যে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে বাংলার লেফটেন্যান্ট-গভর্নর ১৮৭৬ সালের এ্যাক্ট, ৫ (বিসি) এর ৮নং ধারা মতে ১৮৮৪ সালের ১ জুলাই থেকে কয়লাঘাট ও হিলাতলা (হেলাতলা) সহ খুলনা, বানিয়াখামার, টুটপাড়া, গোবরচাকাসহ শিখপাড়া (শেখপাড়া), নুরনাগুর (নূরনগর) চারাবাটিসহ শিববাটি, বারিয়াপাড়াসহ ছোট বয়রা গ্রামসমুহ নিয়ে খুলনাকে ২য় শ্রেণীর মিউনিসিপ্যালিটি করার জন্য ১৮৮৪ সালের ১৮ মে এক বিজ্ঞপ্তি জারী করেন এবং ঐ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে গ্রহণযোগ্য আপত্তি উত্থাপিত না হলে, প্রস্তাব কার্যকর করা হবে বলে জানানো হয়। 'দি ক্যালকাটা গেজেটে ১৮৮৪ সালের ২৮ মে সংখ্যার ৬৩৮ পাতার মূদ্রিত মিউনিসিপ্যালিটির প্রস্তাবিত চৌহদ্দী ছিলঃ উত্তরে- ভৈরব নদী, পূর্বে- ভৈরব ও রূপসা নদীসমুহ, দক্ষিণে- মতিয়াখালী খাল, লবনচরা খাল, নাওদারার খাল এবং মইয়া নদীর উত্তরাংশ এবং পশ্চিমে- বড় বয়রার দক্ষিন পূর্ব অংশ, গোয়ালপাড়া এবং মুফগুন্নি (মুজগুন্নি)।

পরবর্তীতে ১৮৮৪ সালের ৮ সেপ্টেম্বরের বিজ্ঞপ্তি দ্বারা বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর খুলনাকে মিউনিসিপ্যালিটি ঘোষণা করেন। এ বিজ্ঞপ্তিটি দি ক্যালকাটা গেজেটে ১৮৮৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর ৯৫৩ পাতায় মুদ্রিত হয়। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী কারণসম্মত আপত্তি পড়ায় শেখপাড়াসহ গোবরচাকা এবং নূরনগর বাদ দিয়ে কয়লাঘাটাসহ খুলনা, হেলাতলা, বানিয়াখামার, টুটপাড়া, চারাবাটিসহ শিববাটি এবং বারিয়াপাড়াসহ ছোট বয়রা নিয়ে খুলনা মিউনিসিপ্যালিটি ১৮৮৪ সালের ১ অক্টোবর থেকে কার্যকর করা হয়। এ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ১৮৮৪ সালের ১৩ ডিসেম্বর থেকে খুলনা মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম চেয়ারম্যান হিসাবে রেভারেন্ড গগণচন্দ্র দত্ত কার্যভার গ্রহণ করেন।

নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানা গেছে যে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি বোর্ড প্রথমে খুলনা মিউনিসিপ্যালিটির পরিচালনায় ছিল, যার মধ্যে ১০ জন নির্বাচিত সদস্য, ৪ জন পদাধিকার বলে এবং একজন মনোনীত ছিলেন। শুরুতে ৪.৬৪ বর্গ মাইল এলাকা নিয়ে শুরু হয় খুলনা মিউনিসিপ্যালিটির যাত্রা। ১৯০১-০২ সালে যে দশক শেষ হয় তার গড় বাৎসরিক আয় ছিল ২১,৬০০ টাকা এবং ব্যয় ছিল ১৯,৮০০ টাকা অর্থাৎ গড় উদ্বৃত্ত ১,৮০০ টাকা। পক্ষান্তরে ১৯৮৩-৮৪ সালে আয় ছিল ৩,৩৮,৪৩,৪৫৯ টাকা এবং ব্যয় ৩,৩২,১৮,৪১০ টাকা অর্থাৎ উদ্বৃত্ত ৬,২৫,০৪৯ টাকা। প্রথম বছরে মিউনিসিপ্যালিটির আয়ের উৎস ছিল করদাতাদের বাৎসরিক আয়ের উপর ১% কর, হোল্ডিং-ঘর ও জমির উপর ১২% কর। এর পরের বছরে মিউনিসিপ্যালিটি ৩৫,০০০ টাকা ব্যয় করে এসব খাতে- পানি সরবরাহ ১৪,০০০, কঞ্জারভেন্সী ৬,০০০, চিকিৎসা খাতে ৬,২০০ ও অন্যান্য ৪,৪০০ টাকা।

১৯৬০ সালে ''মিউনিসিপ্যাল এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অর্ডিন্যান্স'' অনুযায়ী খুলনা মিউনিসিপ্যাল কমিটি পুনর্গঠিত হয় এবং সীমানা ৪.৬৪ বর্গ মাইল থেকে ১৪.৩০ বর্গ মাইলে সম্প্রসারিত হয়। শুরুতে মাত্র ৬ হাজারের মত পৌরবাসী থাকলেও ১৯৬১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী পৌরবাসীর সংখ্যা দাঁড়ায় ২,২৯,১৯৯ জন । ১৯৬০ সালে মিউনিসিপ্যাল কমিটিতে সদস্য সংখ্যা ছিল ২৮ এর মধ্যে ১৪ জন নির্বাচিত এবং ১৪ জন মনোনীত। ঐ সময়ে মিউনিসিপ্যালিটি ১৪টি ওয়ার্ডে বিভক্ত ছিল এবং সর্বময় কর্তৃত্বে ছিলেন বিভাগীয় কমিশনার। পৌরসভার চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ এর কাজ পরিচালনা করতেন। মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে তখন ছিল ৬৯ মাইল পাকা রাস্তা, ৫৩ মাইল কাঁচা রাস্তা, ১৫টি বাজার, ১০টি ফেরিঘাট, ৬টি গোরস্থান, ৫টি শ্মশানঘাট, ৫টি কমিউনিটি সেন্টার, ৬টি দাতব্য চিকিৎসালয়, ২টি গণপাঠাগার, ১০টি উচ্চ বিদ্যালয়, ৬টি বালিকা বিদ্যালয়, ৯টি নিম্নবিদ্যালয় এবং ৪০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়। পক্ষান্তরে বর্তমানে রয়েছে ৮৪.৪৩ মাইল পাকা রাস্তা। কাঁচা রাস্তা ৪৫.৫৮ মাইল, পাকা ড্রেন ৩৯.৪৪ মাইল, কাঁচা ড্রেন ১২৯ মাইল, কমিউনিটি সেন্টার ৬টি, পার্ক ৭টি, বাজার ১৫টি, কবরস্থান ৪টি, শ্মশান ঘাট ৫টি, মাদ্রাসা ৯৮টি, প্রাথমিক স্কুল ১৯টি।

১৯৭২ সালে খুলনা মিউনিসিপ্যালিটির সর্বশেষ বিবর্তন ঘটে। বাংলাদেশ লোকাল কাউন্সিলস্ এবং মিউনিসিপ্যাল কমিটিজ অর্ডার ১৯৭২ অনুযায়ী ১৯৭২ সালের ২০ জানুয়ারি নাম পরিবর্তন হয়ে খুলনা পৌরসভা হয়। বাংলাদেশ হওয়ার পর নির্বাচন দিলে ২০.০২.১৯৭৪ সালে ন্যাপ নেতা গাজী শহীদুল্লাহ এবং আওয়ামীলীগ নেতা জনাব জাহিদুর রহমান জাহিদ যথাক্রমে চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। গাজী শহীদুল্লাহ ১৪.০৯.১৯৭৬ পর্যন্ত চেয়ারম্যান ছিলেন। পরে ৫৯ তম চেয়ারম্যান হিসাবে সংসদ সদস্য ও আওয়ামীলীগ নেতা এ্যাডভোকেট মোঃ এনায়েত আলী চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। সামরিক শাসন জারীর পর দেশের সকল পৌরসভার কমিটি বাতিল করে দিলে ২২.০৯.১৯৮২ তারিখে তাঁর কার্য্যকালের সমাপ্তি ঘটে। পরে ৩১/৫/১৯৮৪ তারিখে সার্কিট হাউজ ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় তখনকার চেয়ারম্যান জনাব সিরাজুল ইসলাম রাষ্ট্রপতির হাতে যে মানপত্র অর্পন করেন তার মধ্যে ''কর্পোরেশন'' এ উন্নীত করনের দাবী করেন।

অবশেষে ১২ ডিসেম্বর শহীদ হাদিসপার্কের সমাপ্তি অনুষ্ঠানের সুসজ্জিত মঞ্চে রাষ্ট্রপতি লেঃ জেঃ এইচ এম এরশাদ খুলনা মিউনিসিপ্যালিটি কে খুলনা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে উন্নীত করেন। পরবর্তীতে ৬ই আগষ্ট ১৯৯০ ইং তারিখ সিটি কর্পোরেশনে উন্নীত করা হয়।

আঞ্চলিক/জাতীয় প্রেক্ষাপটে শহরের প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ

বর্তমানে খুলনা শহর ভৈরব ও রূপসা নদীর মিলনস্থ তীরে অবস্থিত। এ দুটি নদীর প্রবাহ উত্তর দক্ষিণ দিক হয়ে থাকে অর্থাৎ জোয়ারের সময় নদীর পানি উত্তর দিক এবং ভাটার সময় দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়। এখানকার প্রধান জলাশয়গুলো হলো ময়ুরনদী, নিরালা দিঘী, হাদিস পার্ক পুকুর, আন্দির পুকুর, সোনাডাঙ্গা সোলার পার্ক পুকুর, খালিশপুর ওয়ান্ডাররান্ড পার্ক দিঘী ইত্যাদি। এ নগরীর মাটি দোঁয়াশ ও বেলে দোঁয়াশ জাতীয়। এখানে আম, জাম, বাবলা, লিচু, মেহগনি, তাল, নারকেল, সুপারি ইত্যাদিসহ নানা প্রকার গাছ-গাছালি জন্মায়। খুলনার রূপসা, শিবসা, ভৈরব নদী এবং বঙ্গোপসাগরে ইলিশসহ বিভিন্ন ধরণের মাছ পাওয়া যায়। তাছাড়া নানা জাতীয় সাগরের মাছ এখানে বিদ্যমান। বঙ্গোপসাগরের তলদেশে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

আঞ্চলিক/জাতীয় প্রেক্ষাপটে শহরের আর্থসামাজিক বৈশিষ্ট্য

এ নগরের মোট আবাসিক জনসংখ্যা আনুমানিক ১৫ লক্ষ। জনসংখ্যার ঘনত্ব ৩২৬০৯.০০ প্রায়। এখানে মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ইত্যাদি ধর্মালম্বী লোক বাস করে। সিটি কর্পোরেশন এলাকার বাইরে থেকে আনুমানিক প্রায় তিনলক্ষ লোক প্রতিদিন দিনের বেলায় শহরে জীবিকার জন্য আসে। বহিরাগত ও এ নগরের বাসিন্দাদের মধ্যে চাকুরিজীবিদের সংখ্যা (সরকারি ও বেসরকারি) আনুমানিক প্রায় ৭০/৮০ হাজার। এ শহরের খালিশপুর এলাকায় চট তৈরির মিল-কারখানায় অন্তত: ৪০/৫০ হাজার শ্রমিক কাজ করতেন। নাগরিকদের প্রধান পেশা চাকুরি ও ব্যবসা, তবে কিছু নাগরিক দৈনিক মজুরির কাজ ও মৎস্য চাষ করেও জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। শহরের সামাজিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে সামাজিক বা সাংস্কৃতিক ক্লাব, সমিতি, এনজিও, অন্যান্য সামাজিক দল, খুলনা চেম্বার অব কমার্স, অন্যান্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান তাদের উল্লেখযোগ্য চলমান রয়েছে। এখানে অনেক প্রাইমারি স্কুল ও কিন্ডার গার্টেন, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ রয়েছে। এখানে বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ ও একাধিক হাসপাতাল এবং বিশেষায়িত হাসপাতাল আছে। বিভাগীয় শিশু হাসপাতাল, বিভাগীয় শহর হিসেবে খুলনায় বিভাগীয় কমিশনার অফিস, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ল'কলেজ, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি কলেজ ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কোর্ট কাছারি মৎস্য প্রক্রিয়াজাত অঞ্চল, অর্থনৈতিক জোন।

আঞ্চলিক/জাতীয় প্রেক্ষাপটে শহরের প্রধান প্রধান শিল্প-বানিজ্য

খুলনা শহরকে শিল্প নগরী বলা হয়। এখানে কয়েকটি পাটকল যা পুরোদমে চালূ হলে এবং তাতে চট তৈরি করে বিদেশে রপ্তানী করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে পারবে। এখানে প্লাস্টিক বস্তা তৈরির ফ্যাক্টরি, সিমেন্ট তৈরির ফ্যাক্টরি, হালকা ছোট ও মাঝারি লোহা ইস্পাত শিল্প, দুগ্ধ ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্লাস্টিক সামগ্রী উৎপাদন, ব্যাটারি তৈরির ফ্যাক্টরি, কৃষিজ দ্রব্য ধান, পাট, ইক্ষু, গুড়, রবিশস্য ইত্যাদি উৎপাদন পাইকারী ও খুচরা ক্রয় বিক্রয়সহ গুদাম জাতকরণ ইত্যাদি বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। তাতে ব্যবসায়ীগণ বেশ লাভবান হন। ব্যক্তিগত উদ্যোগে জামা- কাপড়, প্যান্ট-শার্ট তৈরির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান আছে। কিন্তু কোন বড় আকারের গার্মেন্ট নাই। এখানে পদ্মা ব্রীজ এর সাথে সংযোগকৃত বিশ্বমানের হাইওয়ে রোড থাকায় বড় বড় শিল্প কারখানা তৈরি হলে খুলনায় অদূর ভবিষ্যতে অফুরন্ত বাণিজ্যিক সম্ভাবনার দ্বার উম্মোচন হবে।

২.২ ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

অবকাঠামো উন্নয়ন	খুলনা সিটি কর্পোরেশনের গুরুত্বপূর্ণ ও ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা উন্নয়ন ও পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে RADP তে প্রাপ্ত ৬৫.০৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৫.০০ কি.মি. রাস্তা মেরামত ও উন্নয়ন করা হয়েছে । প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৬৩৬.৫৫ কোটি টাকা যা মোট প্রকল্প বরাদ্দের ৯৭.৯৮% এবং ভৌত অগ্রগতি ১০০%। খুলনা শহরের জলাবদ্ধতা দূরীকরণে ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন (১ম পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে RADP তে প্রাপ্ত ৯৩.৭২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৫.০০ কি.মি. ড্রেন মেরামত ও উন্নয়ন করা হয়েছে । প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৭২৯.৬০ কোটি টাকা যা মোট প্রকল্প বরাদ্দের ৮৮.৫৭% এবং ভৌত অগ্রগতি ৮৯%।
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	আধুনিক STS নির্মান : ১০ টি (ওয়ার্ড নং- ০৩, ০৯,১০, ১১, ১৩, ১৪, ১৭, ১৮, ২১ ও ২৪) ওপেন STS সংখ্যা : ৩০ টি প্রায় যানবাহন সংখ্যা : ৬০ টি গার্বেজ ট্রাক : ০৬ টি গার্বেজ লোডার : ০২ টি স্কীড লোডার • বর্তমানে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য অনেক আধুনিক ইকুপমেন্ট ও যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন: ০১ টি লংবুম স্কেভেটর, ০১ টি চেইনডোজার, ০২ টি বুলডোজার, ০৩ টি স্কীড লোডার, ০৫ টি ১০ চাকার গার্বেজ ট্রাক, ০৪ টি পে- লোডার ও ০১ টি ওয়াটার মাস্টার ক্রয় করা হয়েছে। • মানব বর্জ্য ট্রিটমেন্ট প্লান্ট- রাঁজবাধ, মানব বর্জ্য শোধনাগার প্লান্ট ২০১৭ সাল থেকে অদ্যবদি সফলতার সহিত কার্যক্রম চলমান।

জনস্বাস্থ্য (সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণসহ)	• খুলনা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনেশন কার্যক্রম ১ম ডোজঃ ১৫ জন ২য় ডোজঃ ১২ জন ৩য় ডোজ (বুস্টার ডোজ): ২৯৬ জন ৪র্থ ডোজ (বুস্টার ডোজ): ৪৪২ জন
সমাজকল্যাণ, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	• খুলনা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় গরিব, দু:স্থ ও অসচ্ছল ব্যাক্তিদের মাঝে সরকার কর্তৃক প্রদেয় স্বল্প মূলে চাল, আটা প্রদান কার্যক্রম কার্ডের মাধ্যমে সম্পন্ন করার সুপারিশ করা হয়। • খুলনা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় গরিব, দু:স্থ ও অসচ্ছল ব্যাক্তিদের মাঝে সরকার কর্তৃক প্রদেয় স্বল্প মূলে চাল, আটা প্রদান কার্যক্রম কার্ডের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়।
কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষন ও দক্ষতা উন্নয়নসহ প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষা	• খুলনা সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ হতে প্রতিমাসে প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, টোলে কর্মরত শিক্ষকদের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষন ও দক্ষতা উন্নয়ন এবং ফোরকানিয়া মাদ্রাসায় শিশু, কিশোর, প্রাপ্তবয়স্কসহ সকল স্তরের শিক্ষার্থীদেরদের শিক্ষা দেওয়ার বিনিময়ে মাসিক ভাতা প্রদান করা হয়ে থাকে এবং আবেদনের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে।
সম্পত্তি অধিগ্রহণ	• বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নতুন গ্যারেজ নির্মাণের জন্য ১০.০০ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে।
শিশু পার্ক, পার্ক (উদ্যান) ও বনায়ন	• ৭টি পার্ক, আধুনিক একটি শিশু পার্ক, ১২০০টি বৃক্ষ রোপন করা হয়েছে।
প্রশাসনিক উন্নতিকরণ	• খুলনা সিটি কর্পোরেশন প্রশাসনিক কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে আইটি সেক্টরকে আধুনিকায়ন করা হয়েছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা অর্জনে প্রশিক্ষণ, নগরবাসীর অধিকতর সেবার মান ও জীবন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আর্থিক লেনদেন সহজ ও ফিডব্যাক প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে ডিজিটালাইজেশন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
নাগরিক সম্পৃক্ততা	• খুলনা সিটি কর্পোরেশন খুলনাকে আধুনিকায়ন, জলাবদ্ধতা নিরসন, স্বাস্থ্য সেবা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা কার্যক্রমসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণে খুলনা নাগরিক সংগঠনের সাথে মত বিনিময় ও যৌক্তিক পরামর্শ গ্রহণ করে থাকে, খুলনা নাগরিক সংগঠনের মধ্যে বৃহত্তর খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি, নাগরিক ফোরাম, উন্নয়ন ফোরাম, নাগরিক সমাজ, বৃহত্তর আমরা খুলনাবাসি সহ খুলনার বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও পোশাজীবী সংগঠনের সাথে খুলনা সিটি কর্পোরেশন সম্পৃক্ত থেকে নগর পরিকল্পনা ও সেবার কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে।
অন্যান্য উদ্ভাবনিমূলক অর্জন	বর্জ্য থেকে সার, ডিজেল, বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য খুলনাস্থ সলুয়ায় জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে।

অধ্যায় ৩ : ভিশন ও মিশন

৩.১ ভিশন : আধুনিক, টেকসই এবং বাসযোগ্য খুলনা মহানগরী গড়ে তোলা

৩.২ মিশন:

- আর্থিক লেন-দেন সহজ ও ফিডব্যাক প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে অন-লাইন পেমেন্টের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- সহজে ও দ্রুত সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে প্রতিটি ওয়ার্ডে পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন।
- নাগরিক সেবার মান বৃদ্ধি ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের সকল কার্যক্রম অটোমেশনের আওতায় আনা।
- খুলনা মহানগরীর জলাবদ্ধতা দূরীকরণে ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন।
- বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের লক্ষ্যে সড়ক বাতিতে LED স্থাপন, ট্রাফিক সিগনাল নির্মাণ ও কেসিসি'র ভবনে সোলার প্যানেল স্থাপন।
- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত মোকাবেলায় শহর রক্ষা বাঁধ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন।
- জোনাল অফিস, ওয়ার্ড অফিস ও কমিউনিটি সেন্টার, রেস্ট হাউজ নির্মাণ।
- পাবলিক হল ও খুলনা সিটি ট্রেড সেন্টার নির্মাণ।
- আধুনিক কসাইখানা নির্মাণ।
- শহরবাসীর জন্য নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চিতকরণ।
- খেলার মাঠ ও বিনোদন পার্ক নির্মাণ।
- সকল রাস্তার বাতি Central Intelligent Control পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা।
- মহানগরীর দূষণ নিয়ন্ত্রন ও পরিচ্ছন্ন সবুজ নগরী গড়ে তোলা।
- নগর বাসীর স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়ন।
- আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।
- যোগযোগ ও ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নয়ন ও যানজট মুক্ত নগরীতে রুপান্তর।
- আধুনিক শিক্ষিত ও সমৃদ্ধ নগরী।
- নগরবাসীর চিত্ত বিনোদন ব্যবস্থার উন্নয়ন।
- নগরবাসীর অধিকতর সেবার মান ও জীবন ব্যবস্থার উন্নয়ন নিশ্চিত করণ।
- বন্যার ক্ষতি থেকে শহর রক্ষা করা।
- মহানগরীর জলাবদ্ধতা দূরীকরনের ব্যবস্থা।
- জলাবদ্ধতা ও বন্যামুক্ত নগরী গড়ে তোলা।
- Web based KCC গড়ে তোলা।
- মহানগরীর সড়ক, ফুটপাত ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন।
- ওয়ার্ড অফিস, কমিউনিটি সেন্টার এবং অন্যান্য ভৌত অবকাঠামোগত ব্যবস্থার উন্নয়ন।
- বৃক্ষ রোপন ও বৃক্ষ সংরক্ষণের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা।
- কাঁচা বাজার ও ইকো পার্ক তৈরী ও উন্নয়ন।
- নাগরিকদের অংশগ্রহনের মাধ্যমে নগর উন্নয়ন ।
- নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন ।
- আধুনিক স্থাপত্য শৈলী সমৃদ্ধ পার্ক তৈরী।
- আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সেন্টার ও মেটারনিটি ক্লিনিক হাসপাতাল করে স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করণ।
- IT Sector Development এর মধ্যে কেসিসি'র কার্যক্রমে আরো গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা আনায়ন।

অধ্যায় ৪ : সাংগঠনিক কাঠামো ও মানবসম্পদ :

৪.১ বিভাগ ও জনবল :

৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত

বিভাগ/শাখা	কর্মকর্তা-কর্মচারী ও চুক্তিভিত্তিক জনবলের সংখ্যা										
	প্রথম শ্রেণি (গ্রেড-১-৯)		দ্বিতীয় শ্রেণি (গ্রেড-১০)		তৃতীয় শ্রেণি (গ্রেড-১১-১৬)		চতুর্থ শ্রেণি (গ্রেড-১৭-২০)		চুক্তিভিত্তিক		মাস্টাররোলে কর্মরত কর্মী
	অনুমোদিত	পূরণকৃত	অনুমোদিত	পূরণকৃত	অনুমোদিত	পূরণকৃত	অনুমোদিত	পূরণকৃত	স্টাফ	কর্মী	
মেয়রের/প্রশাসকের কার্যালয়	সম্মানিত পদ-৩	১	-	-	৪	০	৮	৮	-	-	
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার দপ্তর	১	০	-	-	১	০	২	২	-	-	২
সচিবের দপ্তর	১	১	২	১	৪২	১৮	১১৫	৯৮	২		৫১
রাজস্ব	২	২	২	০	১২২	৫৭	১৭	১৩			৯০
হিসাব	১	১	২	০	১৮	৮	৪	৩			১০
প্রকৌশল	১৩	৫	১৭	৭	৮৩	৪২	৬১	৪৪			৮৫
জনস্বাস্থ্য	৭	২	০	০	৬৯	৩৩	১৫	৯			৭০
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	১	১	২	২	২৫	৮	৪৮৬	১৮৯			৩২৩
সমাজকল্যাণ	-	-	-	-	-	-	-	-			
ওয়ার্ড অফিস	-	-	-	-	৩১	২৬	৩১	২৩			
আইসিটি									২		
ম্যাজিস্ট্রেসী দপ্তর	১	১	০	০	১	১	০	২			
মোট											

সার-সংক্ষেপ (জুন ২০২৫ পর্যন্ত)

সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনের মাস/বছর	অনুমোদিত মোট পদের সংখ্যা	মোট পূরণকৃত পদের সংখ্যা	মোট শূন্য পদের সংখ্যা	চুক্তিভিত্তিক কর্মীর সংখ্যা		মাস্টাররোলে (নো-ওয়ার্ক-নো-পে) কর্মীর সংখ্যা
				স্টাফ	কর্মী	
০৮/১২/১৯৮৭	১১৯৭	৬১০	৫৮৭	২	-	৬৩১

সাংগঠনিক কাঠামো ও স্টাফ সম্পর্কে বক্তব্য : ১৯৮৭ সালের অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুসারে মোট স্থায়ী পদ ছিল ১১৯৭ জন, কিন্তু বর্তমানে কর্মরত রয়েছেন ৬১০ জন। বর্তমানে সিটি কর্পোরেশনে কাজের পরিধি ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। খুলনা সিটি কর্পোরেশন নাগরিকের জন্মের পূর্ব থেকে মৃত্যুর পর পর্যন্ত প্রায় সকল ধরনের সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। কাজের পরিধি বৃদ্ধির ফলে পূর্বের সাংগঠনিক কাঠামোর জনবল দিয়ে বর্তমানে সিটি কর্পোরেশন পরিচালনা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাড়িয়েছে। যুগের প্রয়োজনে নাগরিকের সঠিকভাবে সেবা প্রদানের নিমিত্তে পূর্বের সাংগঠনিক কাঠামো পরিবর্ধন, পরিমার্জন প্রয়োজন।

৪.২ কাউন্সিলর/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা :

ক্রমিক নং	ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম	ওয়ার্ড নং	মোবাইল
১	জনাব আবু সালেহ পাটওয়ারী	ওয়ার্ড নং-১	০১৭১২-০২৫৩১৪
২	জনাব আজিজুন নাহার বেলা	ওয়ার্ড নং-২	০১৭২৯-৫৫২৫৫৩
৩	জনাব মোঃ অহিদুজ্জামান খান	ওয়ার্ড নং-৩	০১৭১৬-৯৫৩৮৪৪
৪	জনাব মোঃ আলমগীর কবির বিশ্বাস	ওয়ার্ড নং-৪	০১৯১২-৯০৬২৯৮
৫	জনাব গাজী সালাউদ্দিন	ওয়ার্ড নং-৫	০১৭১২-৬৫২২৮৭
৬	জনাব গাজী সালাউদ্দিন	ওয়ার্ড নং-৬	০১৭১২-৬৫২২৮৭
৭	জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	ওয়ার্ড নং-৭	০১৭১১-৩৯৮৯৫২
৮	জনাব উজ্জ্বল কুমার সাহা	ওয়ার্ড নং-৮	০১৭১২-০৪১৫২২
৯	জনাব এফ এম ফয়সাল	ওয়ার্ড নং-৯	০১৭১১-৭৮৩১১৫
১০	জনাব মোস্তাফিজুর রহমান	ওয়ার্ড নং-১০	০১৭১১-৪০৯৩৯৪
১১	জনাব আসমাউল হুসনা	ওয়ার্ড নং-১১	০১৩০৫-০০৯৫০৭
১২	জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান	ওয়ার্ড নং-১২	০১৭১৭-০০৭৭০৫
১৩	মিসেস কাজল রানী দাস	ওয়ার্ড নং-১৩	০১৭১১-০১৮৪৪০
১৪	জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান রহিম	ওয়ার্ড নং-১৪	০১৭১১-৩৮৫১৭৩
১৫	জনাব আব্দুল মাজেদ মোল্লা	ওয়ার্ড নং-১৫	০১৮১৬-৮৩৯৩৫৯
১৬	জনাব আবির-উল-জববার	ওয়ার্ড নং-১৬	০১৭১১-৩১০৩১৭
১৭	ডা: শরীফ শাম্মী উল ইসলাম	ওয়ার্ড নং-১৭	০১৭১৫-২৯৫১০৪
১৮	জনাব রেজবিনা খানম	ওয়ার্ড নং-১৮	০১৯১১-৭৪৭২৩৪
১৯	জনাব মোঃ নাজমুল হক	ওয়ার্ড নং-১৯	০১৭১২-১৬৬৯২০
২০	জনাব সেলিমুল আজাদ	ওয়ার্ড নং-২০	০১৬৭৪-৬৬৮৫৮৯
২১	জনাব মুহ: ইমরান হোসেন	ওয়ার্ড নং-২১	০১৭১৫-৩৩৪০০৮
২২	জনাব প্রণব কুমার ঘোষ	ওয়ার্ড নং-২২	০১৭৫৩০৪৩১২০
২৩	ড. পেরু গোপাল বিশ্বাস	ওয়ার্ড নং-২৩	০১৭১৭-২৫৯৫১৫
২৪	জনাব মোঃ আনিসুর রহমান	ওয়ার্ড নং-২৪	০১৭১১-৯৮১৫৫১
২৫	জনাব এস কে এম তাছাদুজ্জামান	ওয়ার্ড নং-২৫	০১৭১১-২৭৫২৫৫
২৬	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	ওয়ার্ড নং-২৬	০১৭৮১-২১০০৮৭
২৭	জনাব অমিত কান্তি ঘোষ	ওয়ার্ড নং-২৭	০১৭৪০-৫৬৫৬৪৪
২৮	জনাব মোঃ শাহীনুর জামান	ওয়ার্ড নং-২৮	০১৭১০৮৪৮৯৯৬
২৯	জনাব শেখ হাফিজুর রহমান	ওয়ার্ড নং-২৯	০১৭১১-৩৪৫১৯৯
৩০	জনাব মোল্লা মারুফ রশীদ	ওয়ার্ড নং-৩০	০১৭১১-৯৭৩০৩৪
৩১	জনাব শেখ শফিকুল হাসান	ওয়ার্ড নং-৩১	০১৭২৪-৯৫৬৯২২

৫. বাজেট ও আর্থিক বিবরণী

৫.১ সংক্ষিপ্ত আর্থিক বিবরণী

(১) প্রাপ্তি/আয়

(ইউনিট: লক্ষ টাকা)

	অর্থবছর ২০২৪-২৫			
	প্রাক্কলিত বাজেট (খ)	প্রকৃত (আনুমানিক) (ক)	প্রকৃত প্রাপ্তির হার (আনুমানিক) (ক/খ × ১০০)	প্রকৃত (আনুমানিক) অংশের শতকরা হার
রাজস্ব (পুনরাবৃত্ত) খাতে প্রাপ্তি	১৯৩৬৪.৮৫	১১৯৪৯.৭৫	৬২%	%
উন্নয়ন খাতে প্রাপ্তি (পানিসহ)	৫২৯৪৫.১১	২৫৫৯১.৮৩	৪৮%	%
মোট প্রাপ্তি			%	১০০%

	অর্থবছর ২০২৩-২৪ (পূর্ববর্তী বছর)			
	প্রাক্কলিত বাজেট (খ)	প্রকৃত (ক)	প্রকৃত প্রাপ্তির হার (ক/খ × ১০০)	প্রকৃত (আনুমানিক) অংশের শতকরা হার (%)
রাজস্ব (পুনরাবৃত্ত) প্রাপ্তি	১৬৩৭২.২৫	১৪৮০৪.২৮	৯০ %	%
উন্নয়ন খাতে প্রাপ্তি	৭৩৬০৬.৬৭	৪৯২২৬.৪০	৬৭ %	%
মোট প্রাপ্তি	**৭৭৪,০৪.৮৮**	**৬৯০,৮৫.৩০**	**৮৯.২৫ %**	**১০০%**

বি:দ্র: পানি সরবরাহ নিয়ে খুলনা সিটি কর্পোরেশন কোন কাজ করে না। এই কাজটি খুলনা ওয়াসা করে থাকে, যা একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান।

(২) পরিশোধ (ব্যয়)

(ইউনিট: লক্ষ টাকা)

	অর্থবছর ২০২৪-২৫			
	প্রাক্কলিত বাজেট (খ)	প্রকৃত-(আনুমানিক) (ক)	প্রকৃত পরিশোধের হার (আনুমানিক) (ক/খ × ১০০)	প্রকৃত-(আনুমানিক) অংশের শতকরা হার (%)
রাজস্ব (পুনরাবৃত্ত) খাতে পরিশোধ/ব্যয়	২১১০৫.৪৫	১১৫০৩.৭৮	৫৫%	%
উন্নয়নখাতে ব্যয়	৫২৯৪৫.১১	২৫৫৯১.৮৩	৪৮%	%
মোট পরিশোধ/ব্যয়			%	১০০%

	অর্থবছর ২০২২-২৩ (পূর্ববর্তী বছর)			
	প্রাক্কলিত বাজেট (খ)	প্রকৃত (ক)	প্রকৃত পরিশোধের হার (ক/খ × ১০০)	প্রকৃত অংশের শতকরা হার (%)
রাজস্ব (পুনরাবৃত্ত) খাতে পরিশোধ/ব্যয়	১৮৭৮৭.৩৩	১০২২৩.৮৭	৫৪%	%
উন্নয়ন খাতে ব্যয়	৭৩৬০৬.৬৭	৪৯২২৬.৪০	৬৭%	%
মোট পরিশোধ			%	১০০%

বি:দ্র: পানি সরবরাহ নিয়ে খুলনা সিটি কর্পোরেশন কোন কাজ করে না। এই কাজটি খুলনা ওয়াসা করে থাকে, যা একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান।

৫.২ রাজস্ব আদায় :

৫.২ রাজস্ব আদায়

(১) হোল্ডিং ট্যাক্স

(ইউনিট : টাকা হাজারে)

হোল্ডিং ট্যাক্স -এর উপাদান	অর্থ বছর ২০২৩-২৪ পূর্ববর্তী বছর	অর্থ বছর ২০২৪-২৫ (প্রতিবেদন প্রস্তুতের বছর)		
	প্রকৃত	দাবী (ক)	আদায় (খ)	সংগ্রহের হার ক/খ x ১০০(%)
ভূমি ও ইমারতের উপর কর (৭%)	২০,০৭,৮৭	১৯,৬৮,৭৫	২২৫৯৭৪	১১৪.৭৮
কঞ্জারভেন্সী রেইট (৬%)	১৭,২১,০৪	১৬,৮৭,৫০	১৯৩৬৯২	১১৪.৭৮
বাতির রেইট (৩%)	৮,৬০,৫২	৮,৪৩,৭৫	৯৬৮৪৬	১১৪.৭৮
মোট হোল্ডিং ট্যাক্স (১৬%)	৪,৫৮,৯৩	৪৫,০০,০০	৫১৬৫১৩	১১৪.৭৮

(২) হোল্ডিং ট্যাক্স দাবী ও আদায়ের বিভাজন

(ইউনিট : লক্ষ টাকা)

বর্ণনা		অর্থবছর ২০২৪-২৫ (প্রতিবেদন প্রস্তুতের বছর)
দাবী (অর্থবছরের শুরুতে)		
চলিত দাবী	২৭,১০,৯৯	অর্থবছর ২০২৪-২৫
বকেয়া দাবী	১৭,৮৯,০১	অর্থবছর ২০২৪-২৫
	৪৫,০০,০০ মোট দাবী (ক)	
প্রকৃত আদায়		
চলতি আদায়	৩১,২০,১৯	অর্থবছর ২০২৪-২৫
বকেয়া আদায়	২০,৪৪,৯৪	অর্থবছর ২০২৪-২৫
	৫১,৬৫,১৩মোট আদায় (খ)	অর্থবছর ২০২৪-২৫
আদায়ের হার : খ/ক*১০০ (%) ১১৪.৭৮		-

(৩) ওয়ার্ড ভিত্তিক হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়

(ইউনিট : টাকা হাজারে)

ওয়ার্ড নং	অর্থ বছর ২০২৩-২৪ (পূর্ববর্তী অর্থ বছর	অর্থ বছর ২০২৪-২৫ (প্রতিবেদন প্রস্তুতের অর্থবছর)		
	প্রকৃত আদায়	দাবী (ক)	প্রকৃত আদায় (খ)	আদায়ের হার (দক্ষতা) : ক/খ*১০০(%)
ওয়ার্ড ০১	৩৪,৯০	৩৫,০০	৩৪,০৮	৯৭.৩৭
ওয়ার্ড ০২	২৬,৪৯	৩০,০০	২৯,৪৯	৯৮.৩০
ওয়ার্ড ০৩	৪৩,২৯	৫০,০০	৪৭,৭৯	৯৫.৫৮
ওয়ার্ড ০৪	৪৩,৬৫	৫০,০০	৪২,১৩	৮৪.২৫
ওয়ার্ড ০৫	৭৪,৬২	৮০,০০	৭৬,৪১	৯৫.৫১
ওয়ার্ড ০৬	৮২,৩৫	৮০,০০	৭৮,৯২	৯৮.৬৫
ওয়ার্ড ০৭	১৫,৪০	১৫,০০	১৪,০১	৯৩.৪০
ওয়ার্ড ০৮	৬,৪২	৫,০০	৪,০৫	৮১.০০
ওয়ার্ড ০৯	১,৮৩,৬১	২,০০,০০	১,৯৮,৪৪	৯৯.২২
ওয়ার্ড ১০	১,১৩,০২	১,৫০,০০	১,২৫,০৭	৮৩.৩৮
ওয়ার্ড ১১	১৪,৮১	১৫,০০	১২,৪৯	৮৩.২৭
ওয়ার্ড ১২	৬১,৬০	৭৫,০০	৭১,৬৪	৯৫.৫২
ওয়ার্ড ১৩	১৫,১৪	১৫,০০	১৪,০৭	৯৩.৮০
ওয়ার্ড ১৪	১,৯৪,৮০	২,০০,০০	১,৯৫,৫১	৯৭.৭৫
ওয়ার্ড ১৫	৪৬,৮৫	৭০,০০	৫৮,৪৩	৮৩.৪৭
ওয়ার্ড ১৬	১,৩৪,৮৮	১,৮০,০০	১,৬৫,১০	৯১.৭২
ওয়ার্ড ১৭	৪,৩৯,৫৩	৫,০০,০০	৪,৯৫,৩১	৯৯.০৬
ওয়ার্ড ১৮	২,৭৪,৪৩	২,৫০,০০	২,৪৯,০১	৯৯.০৬
ওয়ার্ড ১৯	১,২৩,৬৮	১,৭০,০০	১,৬৭,৯৪	৯৮.৭৯
ওয়ার্ড ২০	১,৬৮,৬৭	২,০০,০০	১,৯৫,৫৩	৯৭.৭৬
ওয়ার্ড ২১	১,৭১,৫৫	১,৮০,০০	১,৭৫,৫৫	৯৭.৫৩
ওয়ার্ড ২২	১,১৬,৫৮	১,৮০,০০	১,৩১,২৮	৭২.৯৩

ওয়ার্ড ২৩	২,৪৬,২০	৩,০০,০০	২,৯১,০৩	৯৭.০১
ওয়ার্ড ২৪	৩,২৭,২১	৫,০০,০০	৪,২৪,৭০	৮৪.৯৪
ওয়ার্ড ২৫	১,১৫,৫০	১,৫০,০০	১,৩০,৯৬	৮৭.৩১
ওয়ার্ড ২৬	৮৯,০৪	১,৫০,০০	৯৪,৮১	৬৩.২১
ওয়ার্ড ২৭	১,৫৯,০৭	১,৮০,০০	১,৭৬,৬১	৯৮.১১
ওয়ার্ড ২৮	৯৮,০১	১,০০,০০	৮২,৯৮	৮২.৯৮
ওয়ার্ড ২৯	১,৬৪,৮০	১,৮০,০০	১,৭৭,৭৭	৯৮.৭৬
ওয়ার্ড ৩০	১,০২,০২	১,৩০,০০	১,০৩,০২	৭৯.২৫
ওয়ার্ড ৩১	৬৪,৮২	৮০,০০	৫২,৫৫	৬৫.৬৯
০১-৩১ নং ওয়ার্ডের চেক আদায়	৮,৩১,৪৯	-	১০,৪৮,৪৫	-
মোট :	৪৫,৮৯,৪৩	৪৫,০০,০০	৫১,৬৫,১৩	১১৪.৭৮%

(৪) ওয়ার্ড ভিত্তিক হোল্ডিং ট্যাক্স বকেয়া ও চলতি আদায়

(ইউনিট: লক্ষ টাকা)

ওয়ার্ড নং	অর্থ বছর ২০২৪-২৫ (প্রতিবেদন প্রস্তুতের অর্থবছর)						
	দাবী			প্রকৃত আদায়			আদায়ের হার (দক্ষতা: খ/ক*১০০ (%)
	চলতি দাবী	বকেয়া দাবী	মোট (ক)	চলতি আদায়	বকেয়া আদায়	মোট (খ)	
০১	২২০৯	১২৯১	৩৫০০	২১৩০	১২৭৮	৩৪০৮	৯৭.৩৭
০২	২১৯০	৮১০	৩০০০	২১৫০	৭৯৯	২৯৪৯	৯৮.৩০
০৩	৩০০০	২০০০	৫০০০	৩২৭৯	১৫০০	৪৭৭৯	৯৫.৫৮
০৪	১৭০০	৩৩০০	৫০০০	১৪০৩	২৮১০	৪২১৩	৮৪.২৫
০৫	৪৮০০	৩২০০	৮০০০	৪৫৮৫	৩০৫৬	৭৬৪১	৯৫.৫১
০৬	৫০০০	৩০০০	৮০০০	৪৯০০	২৯৯২	৭৮৯২	৯৮.৬৫
০৭	৯০০	৬০০	১৫০০	৮৪০	৫৬১	১৪০১	৯৩.৪০
০৮	৩০০	২০০	৫০০	২৪৩	১৬২	৪০৫	৮১.০০
০৯	১২০০০	৮০০০	২০০০০	১১৯০৬	৭৯৩৮	১৯৮৪৪	৯৯.২২
১০	৯০০০	৬০০০	১৫০০০	৭৫০৫	৫০০২	১২৫০৭	৮৩.৩৮
১১	৯০০	৬০০	১৫০০	৭৫০	৪৯৯	১২৪৯	৮৩.২৭
১২	৪৫০০	৩০০০	৭৫০০	৪২৯৯	২৮৬৫	৭১৬৪	৯৫.৫২
১৩	৯০০	৬০০	১৫০০	৮৮২	৫২৫	১৪০৭	৯৩.৮০
১৪	১২০০০	৮০০০	২০০০০	১১৭৩০	৭৮২১	১৯৫৫১	৯৭.৭৫
১৫	৪২০০	২৮০০	৭০০০	৩৫০৬	২৩৩৭	৫৮৪৩	৮৩.৪৭
১৬	১০৮০০	৭২০০	১৮০০০	৯৯৩০	৬৫৮০	১৬৫১০	৯১.৭২
১৭	৩০০০০	২০০০০	৫০০০০	২৯৯৫৮	১৯৫৭৩	৪৯৫৩১	৯৯.০৬
১৮	১৫০০০	১০০০০	২৫০০০	১৪৯৪১	৯৯৬০	২৪৯০১	৯৯.০৬
১৯	১০২০০	৬৮০০	১৭০০০	১০০৭৭	৬৭১৭	১৬৭৯৪	৯৮.৭৮
২০	১২০০০	৮০০০	২০০০০	১১৭৩০	৭৮২৩	১৯৫৫৩	৯৭.৭৬
২১	১০৮০০	৭২০০	১৮০০০	১০৫৩৩	৭০২২	১৭৫৫৫	৯৭.৫৩
২২	১০৮০০	৭২০০	১৮০০০	৭৮৭৬	৫২৫২	১৩১২৮	৭২.৯৩
২৩	১৮০০০	১২০০০	৩০০০০	১৭৪৬০	১১৬৪৩	২৯১০৩	৯৭.০১
২৪	৩০০০০	২০০০০	৫০০০০	২৫৪৮২	১৬৯৮৮	৪২৪৭০	৮৪.৯৪
২৫	১১০০০	৪০০০	১৫০০০	১০০৯৬	৩০০০	১৩০৯৬	৮৭.৩১
২৬	৯০০০	৬০০০	১৫০০০	৫৬৮৮	৩৭৯৩	৯৪৮১	৬৩.২১
২৭	১০৫০০	৭৫০০	১৮০০০	১০৩০০	৭৩৬১	১৭৬৬১	৯৮.১১
২৮	৬০০০	৪০০০	১০০০০	৪৯৭৮	৩৩২০	৮২৯৮	৮২.৯৮
২৯	১০৮০০	৭২০০	১৮০০০	১০৬২০	৭১৫৭	১৭৭৭৭	৯৮.৭৬
৩০	৭৮০০	৫২০০	১৩০০০	৬১৮২	৪১২০	১০৩০২	৭৯.২৫
৩১	৪৮০০	৩২০০	৮০০০	৩১৫৩	২১০২	৫২৫৫	৮০.০০
০১-৩১ নং ও. প্র. চেকে আদায়	-	-	-	৬২৯০৭	৪১৯৩৮	১০৪৮৪৫	-
মোট	**২৭১০৯৯**	**১৭৮৯০১**	**৪৫০০০০**	**৩১২০১৯**	**২০৪৪৯৪**	**৫১৬৫১৩**	

(৫) সময়মত হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় বৃদ্ধির জন্য উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ সমূহ :

(১) মাননীয় মেয়র মহোদয় গত ইং ২৭/০৪/২৩ খ্রি: তারিখে অন-লাইন পৌরকর আদায়ের শুভ উদ্বোধন করেন।
(২) প্রতি কোয়ার্টারে সময়মত হোল্ডিংমালিকদের নিকট পৌরকরের বিল জারী করা।
(৩) সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে পৌরকরের বিল ও পত্র প্রদানসহ ফোন আলাপ করা।
(৪) পৌরকর খেলাপী মালিকদের নিকট দাওয়ার নোটিশ জারীর পর যে সকল হোল্ডিং মালিকগন ট্যাক্স পরিশোধ করেন নাই তাদের মালামাল ক্রোকের মাধ্যমে আদায়ের পরিকল্পনা।
(৫) সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নিকট বকেয়া টাকা আদায়ের সহযোগিতার জন্য তালিকাসহ পত্র প্রদান।
(৬) আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিটি ওয়ার্ডে তদারকী কর্মকর্তা বকেয়া টাকা আদয়ের জন্য হোল্ডিং মালিকদের তাগিদ প্রদান।
(৭) জুন মাসে আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে সম্পূর্ন টাকা পরিশোধ শর্তে সারচার্জ মওকুফের পরিকল্পনা এবং মাইকিং ও স্থানীয় প্রত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া।

(৬) নিজস্ব রাজস্ব আয়ের অন্যান্য উৎস

	অর্থবছর ২০২৩-২৪ (পূর্ববর্তী অর্থবছর)	অর্থবছর ২০২৪-২৫ (প্রতিবেদন প্রস্তুতের বছর)		
	প্রকৃত আদায়	দাবী (ক)	আদায় (খ)	পার্থক্য খ/ক X ১০০ (%)
ট্রেড লাইসেন্স	৫,৬১,৮২৮৩৪	৬,৫০,০০০০০	৬৫৭৭৩৭৭২	১০১.২৯
বিজ্ঞাপন কর	৭৮,৯৮,১০৭/-	১,৫০,০০,০০০/-	১,০৪,৬৯,৩৩০/-	৬৯.৮০%
সম্পত্তি হতে আদায়	১৯৮২৯১.৫২ হাজার	২৩৪০৫০.০০ হাজার	১৭২৬১৮.০৬ হাজার	২৬.২৪% (-)

৭. নিজস্ব রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করার জন্য অন্যান্য উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ

১.	বিজ্ঞাপন রেটের উপর হাইকোর্টে মামলা চলমান থাকায় নতুন রেটে বিজ্ঞাপন কর আদায় করা সম্ভব হচ্ছে না। কেসিসি কর্তৃক হাইকোর্টে নিযুক্ত আইনজীবীর সাথে মামলা নিষ্পত্তির ব্যাপারে কার্যক্রম চলমান আছে।
২.	বিজ্ঞাপন কর বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন সময় অভিযান চালিয়ে বোর্ড, প্যানা অপসারণ করা হয়। উক্ত কার্যক্রম চলমান আছে।
৩.	রিক্সার আয় বৃদ্ধির জন্য মাইকিং করা হয়। অভিযান চালানো হয়। উক্ত কার্যক্রম চলমান আছে।

অধ্যায় ৬ অবকাঠামো উন্নয়ন

৬.১ প্রতিবেদন প্রস্তুতের বছরের অবকাঠামো গত উন্নয়ন প্রকল্প/কাজসমূহ (গৃহীত ও চলমান)

(কোটি টাকায়)

ক্রমিকনং	প্রকল্পের নাম/অর্থায়নের উৎস /আর্থিক সংশ্লেষ/সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	লক্ষ্য মাত্রা (ডিপিপি অনুযায়ী)		অগ্রগতি (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	খুলনা শহরের জলাবদ্ধতা দূরীকরণে ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন (১ম পর্যায়) জিওবি মেয়াদকালঃ জানুয়ারি, ২০১৯ হতে জুন ২০২৭ পর্যন্ত	খুলনা শহরের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ	১০০%	৯৩.৭২	১০০%	৯৩.৭২
২	খুলনা সিটি কর্পোরেশনের গুরুত্বপূর্ণ ও ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা উন্নয়ন ও পুনর্বাসন জিওবি মেয়াদকালঃ জানুয়ারি, ২০১৯ হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন	১০০%	৬৫.০৬	১০০%	৬৫.০৬
৩	খুলনা সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন জিওবি মেয়াদকালঃ জানুয়ারি, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত	পরিবেশ ব্যবস্থার উন্নয়ন	১০০%	৩৩.৩৫	১০০%	৩৩.৩৫
৪	জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব মোকাবেলায় খুলনা শহর এলাকার উন্নয়ন (ফেজ-২) জিওবি মেয়াদকালঃ জানুয়ারি, ২০২৩ হতে ডিসেম্বর, ২০২৭ পর্যন্ত	জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব মোকাবেলা	১০০%	৪.২০	১০০%	৪.২০%

৬.১ (২) ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প এবং উল্লেখযোগ্য মেরামত সংক্রান্ত কার্যক্রম:

(ইউনিট টাকা হাজারে)

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	আইডিপি থেকে গৃহীত * (হ্যাঁ/না)	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়	অর্থের উৎস	২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে শেষ নাগাদ অগ্রগতি (% সম্পন্ন)	
						ভৌত	আর্থিক
উন্নয়ন প্রকল্প							
	যানবাহন						
১।	প্রযোজ্য নয়	না	নাই	নাই	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
	নর্দমা						
২।	প্রযোজ্য নয়	না	নাই	নাই	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
	পানি সরবরাহ						
৩।	প্রযোজ্য নয়	না	নাই	নাই	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা						
৪।	খুলনা সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প	হ্যাঁ	৪৩১১.০০ লক্ষ	৩৩৪৬.০০ লক্ষ	জিওবি	৮০%	৭৮%
	স্যানিটেশন						
৫।	প্রযোজ্য নয়	না	নাই	নাই	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
উল্লেখযোগ্য মেরামত সংক্রান্ত কাজ (পুনঃ মেরামত)							
	যানবাহন						
১।	খুলনা সিটি কর্পোরেশনের দাপ্তরিক যানবাহন ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি, কঞ্জারভেন্সি কাজে রত যানবাহন ও যন্ত্রপাতি এবং এ্যাসফল্ট প্লান্ট এর রক্ষণাবেক্ষণ	হ্যাঁ	১৫৪৪৫.০০	২৩৫.০০	কেসিসি'র নিজস্ব তহবিল এবং এ্যাসফল্ট প্লান্টের আয় থেকে	৫৫%	৫৩%
	নর্দমা						
২।	প্রযোজ্য নয়	না	নাই	নাই	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
	পানি সরবরাহ						
৩।	প্রযোজ্য নয়	না	নাই	নাই	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা						
৪।	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের ডিমাউন্টেবল কন্টেইনার ক্রয়, ভ্যানগাড়ি ক্রয়, ফগার মেশিন ক্রয় ও মেরামত, স্প্রে মেশিন ক্রয় ও মেরামত, মশক নিধনের জন্য লার্ভিসাইড, এ্যাডাল্টি সাইড, কালো তেল, ডিজেল এবং পেট্রোল ক্রয়	হ্যাঁ	১২০০০.০০	১১৮৫০.০০	কেসিসি'র নিজস্ব তহবিল এবং এডিপি এর থোক এবং বিশেষ বরাদ্দ থেকে	৯৯%	৯৫%
	স্যানিটেশন						
৫।	প্রযোজ্য নয়	না	নাই	নাই	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
২০২৪-২৫ অর্থবছরে গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচি এবং উল্লেখযোগ্য মেরামত-সংক্রান্ত কার্যক্রম							
	যানবাহন						
১।	প্রযোজ্য নয়	না	নাই	নাই	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
	নর্দমা						
২।	প্রযোজ্য নয়	না	নাই	নাই	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
	পানি সরবরাহ						
৩।	প্রযোজ্য নয়	না	নাই	নাই	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা						
৪।	খুলনা সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প	হ্যাঁ	৪৩১১.০০ লক্ষ	৩৩৪৬.০০ লক্ষ	জিওবি	৮০%	৭৮%
	স্যানিটেশন						
৫।	প্রযোজ্য নয়	না	নাই	নাই	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়

৬.২ ক্রমপুঞ্জিত উন্নয়ন সম্পর্কিত অর্জনসমূহঃ

(নোট: নিচের সারনিতে সরাসরি সিটি কর্পোরেশন কতৃক পরিচালিত/বাস্তবায়িত অবকাঠামো এবং /বা প্রদেয় পরিষেবামূলক কার্যক্রম দেখানো হয়েছে)

	অর্থবছর ২০২৩-২৪ শেষে মোট অর্জন (পূর্ববর্তী অর্থ বছর)	অর্থবছর ২০২৪-২৫ শেষে মোট অর্জন (প্রতিবেদন প্রস্তুতের বছর)	আগের বছর থেকে বৃদ্ধি/পরিবর্তন
মোট রাস্তা	৫০.৩০ কি.মি.	৩৫.০০ কি.মি.	১৩.০৫ মি.
বিসি (বিটু মিনাস কার্পেটিং	৭.২৫ কি.মি.	৬.৫০ কি.মি.	০.৭৫ কি.মি.
সিসি (সিমেন্ট কংক্রিট)	১৮.৮০ কি.মি.	১০.৫০ কি.মি.	৮.৩০ কি.মি.
আরসিসি (রড-সিমেন্ট-কনক্রিট)	২৪.২৫ কি.মি.	১৮.২৫ কি.মি.	৬.০০ কি.মি.
নর্দমা	৩৬.১০ কি.মি.	৫১.৫০ কি.মি.	১৫.৪০কি.মি.
ব্রিক	৭.০০ কি.মি.	১১.০০ কি.মি.	৪.০০ কি.মি.
আরসিসি	১৪.০০ কি.মি.	২৫.০০ কি.মি.	১১.০০ কি.মি.
কাঁচা	৪.০০ কি.মি.	৭.০০ কি.মি.	৩.০০ কি.মি.
খাল	৪.২০ কি.মি.	২.০০ কি.মি.	২.২০ কি.মি.
সেতু			
মোটসংখ্যা	-	-	-
মোটদৈর্ঘ্য	-	-	-
কালভার্ট			
মোট সংখ্যা	৮টি	৬টি	২টি
সড়ক বাতি			
সড়ক বাতি পুলের সংখ্যা ২৬,৯৫১টি	৮৫০.২৬ কি.মি.	৮৯৫.০০ কি.মি.	৪৪.৭৪ মি.
উদ্যান/পার্ক	০৮ টি	০৮ টি	০
কমিউনিটি সেন্টার	১৪ টি	১৪ টি	০
কবরস্থান	০৭ টি	০৭ টি	০
শশ্মান	০৩ টি	০৩ টি	০
গনশৌচাগার	০৮ টি	০৮ টি	০

অধ্যায়- ৭: অবকাঠামো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সহ অন্যান্য পরিসেবামূলক কার্যক্রম

৭.১। উল্লেখযোগ্য পরিষেবাসমূহ।

৭.১ : সচিবের দপ্তর :

(১) উল্লেখযোগ্য পরিষেবাসমূহ :

উল্লেখযোগ্য পরিষেবাসমূহ	বর্ণনা
বাজার ব্যবস্থাপনা	সরকারীভাবে ইজারা দেয়া বাজারের সংখ্যা ০৯টি কেসিসি কর্তৃক পরিচালিত ১০টি । এছাড়া ফুটপথের বাজার হতে কেসিসি টোল আদায় করে থাকে।
যানজট নিয়ন্ত্রণ (এই কাজটি মূলত রাজস্ব বিভাগে অধীনে লাইসেন্স (যানবাহন) করে থাকে)	খুলনা শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে বিভিন্ন বাজারে ট্রাফিক নিযুক্ত করে পুলিশ কর্তৃক যানজট নিরসনে কেএমপিকে খুলনা সিটি কর্পোরেশন সহায়তা করে থাকে।
নাগরিক তথ্যসেবা কেন্দ্র (সিআইএসসি)	কেসিসি অধিক্ষেত্রে বসবাসকারী নাগরিকদের সেবা গ্রহণের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি সমাধানের জন্য তথ্য ও সেবা কেন্দ্র তাৎক্ষনিক সেবা প্রদান করা হয়। বানিজ্যিক লাইসেন্স, ঠিকাদারী লাইসেন্স, ঠিকাদারী কাজের বিভিন্নস্তর ও যন্ত্রপাতির প্রয়োজন, পৌরকর বিষয়ক, ব্যক্তিগত ঘরবাড়ী ও কর্পোরেশনের সম্পত্তির বরাদ্দ মালিকের নাম পত্তন বিষয়ক, কর্পোরেশনের রাস্তা চত্বর/স্থান ব্যবহারের অনুমতি প্রাপ্তির বিষয়ে, সিটি কর্পোরেশন অধিক্ষেত্রে বহুতল ভবন নির্মাণের অনাপত্তি সহ ডি-স্যালাজ বা সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিস্কারসহ অন্যান্য কার্যাদি করা হয়। সিটি কর্পোরেশন অধিক্ষেত্রে বসবাসকারী জনসাধারণের যে কোন অভিযোগ গ্রহণ করা হয়। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে তাৎক্ষনিক অভিযোগের বিষয় সমাধান করা হয়।
সাংস্কৃতিক কার্যক্রম প্রচার	• খুলনা সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ হতে জাতীয় দিবসগুলি উদযাপন উপলক্ষে খুলনা সিটি কর্পোরেশন এলাকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (শিশুদের মাঝে চিত্রাংকণ, সকল শিক্ষার্থিদের মাঝে রচনা প্রতিযোগিতা, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও অন্যান্য অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য খুলনা সিটি কর্পোরেশন এলাকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন সমূহকে সহযোগিতা করা হয়। • খুলনা সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ হতে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ক্রীড়া ও অন্যান্য অনুষ্ঠান সমূহ স্পনসর ব্যতিত নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

(২) অর্জনের সূচকসমূহ :

সেবাসমুহ	সূচক ও অর্জন সংক্রান্ত তথ্য		
	সূচক	অর্থবছর ২০২৩/২৪	অর্থবছর ২০২৪/২৫
অভিযোগ ও মতামত (অসুস্থ ও পাগলা কুকুর সংক্রান্ত অভিযোগ, পরিবেশ দূষণ, নিরাপদ খাদ্য নিয়ে অভিযোগ ইত্যাদি	অর্থবছরে প্রাপ্ত অভিযোগ ও মতামতের মোট সংখ্যা	১১৩ টি	১২৯ টি
	অর্থবছরে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ ও মতামতের মোট সংখ্যা	১১৩ টি	১২৯ টি

(৩) পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সম্পর্কে ব্যাখ্যা:

- কেসিসি'র ১০ নং ওয়ার্ডের অবস্থিত খালিশপুর পৌর সুপার মার্কেটটি ভেঙে একটি আধুনিক কিচেন মার্কেট তৈরি করা হয়েছে।
- রুপসা পাইকারী মৎস্য বাজার, দৌলতপুর বাজারসহ বিভিন্ন বাজারের রাস্তা ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হয়েছে।
- শেখপাড়া ও কেসিসি মুজগুন্নি বাস্তহারা বাজারগুলি ভেঙে আধুনিক মার্কেট তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

* ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে উচ্ছেদের সংখ্যা-১০টি

৭.২ রাজস্ব বিভাগ :

০২ উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ:

উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ:	বর্ণনা
ট্রেড লাইসেন্স প্রদান	ব্যবসায়ীগণ খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ট্রেড লাইসেন্স আইডি kcctl.gov.bd এর মাধ্যমে অনলাইনে ঘরে বসেই ট্রেড লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদন করতে পারেন এবং দাপ্তরিক অনুমোদন ক্রমে বিকাশ,নগদ অথবা ব্যাংকে লাইসেন্স ফিস এর টাকা জমা দিয়ে ট্রেড লাইসেন্স গ্রহন করতে পারেন। এ ছাড়া ব্যবসায়ীগণ দপ্তরে এসেও নির্ধারিত ফরম পূরনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারেন। অনলাইনে অথবা অফলাইনে আবেদন প্রাপ্তির পর লাইসেন্স পরিদর্শকগন সরোজমিনে তদন্ত করে "আদর্শ কর তফসিল" ২০১৬ মোতাবেক ফিস নির্ধারন করে দপ্তরের অনুমোদন সাপেক্ষে গ্রাহককে বিল প্রদান করেন। গ্রাহকগণ বিলের টাকা নগদ/ বিকাশ বা ব্যাংকের মাধ্যমে জমা প্রদান করে ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ করেন।
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স প্রদান	২০২৪-২৫ অর্থবছরে নতুন কোন লাইসেন্স প্রদান করা হয় নাই। পুরাতন লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে ৬৯১টি
বাজার ব্যবস্থাপনা	সরকারীভাবে ইজারা দেয়া বাজারের সংখ্যা ০৯টি কেসিসি কর্তৃক পরিচালিত ১০টি । এছাড়া ফুটপথের বাজার হতে কেসিসি টোল আদায় করে থাকে।
কসাইখানার ব্যবস্থাপনা	নিরাপদ মাংস ও মাংসজাত পণ্য নগরবাসীকে সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে, ভেটেরিনারি দপ্তর কর্তৃক ০২টি কসাইখানা পরিচালনা করা হয়ে থাকে। কসাইখানায় ভেটেরিনারি ইন্সপেকসন সাপেক্ষে হালাল পদ্ধতিতে পশু জবাই পূর্বক, আদর্শ কর তফশীল-২০১৬ অনুসারে সিটি কর্পোরেশনের আদায় রশিদের মাধ্যমে নির্ধারিত ফি (গরু-মহিষ=১০০/- এবং ছাগল-ভেড়া=২৫/-) আদায় করা হয়। সপ্তাহে ০৬ দিন খোলা থাকে (সোমবার ব্যতিত)।

(২) অর্জনের সূচক সমূহ:

সেবা সমূহ	সূচক ও অর্জন		
	সূচক	অর্থবছর ২০২৩-২০২৪	অর্থবছর ২০২৪-২০২৫
ট্রেড লাইসেন্স	নতুনভাবে ইস্যুকৃত ট্রেড লাইসেন্সের সংখ্যা	৪১২৩	৪৫৬৬
	নবায়নকৃত ট্রেড লাইসেন্সের সংখ্যা	১৬৬৫৩	১৬২৭৮
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স	অযান্ত্রিক যানবাহনের (মোটর-বিহীন গাড়ীর) জন্য ইস্যুকৃত লাইসেন্সের সংখ্যা	১৭০০০ (পূর্বে) টি	১৭০০০ (পূর্বে) টি
	নবায়নকৃত লাইসেন্সের সংখ্যা	১২৯৫টি	৬৯১টি
কসাইখানার ব্যবস্থাপনা	কসাইখানার মোট সংখ্যা	০২ টি	০২ টি
	কসাইখানা ব্যবস্থাপনার জন্য চুক্তিবদ্ধ হওয়ার মোট সংখ্যা	কেসিসি'র নিজস্ব কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাধ্যমে কসাইখানা ০২ টি পরিচালিত হয়	কেসিসি'র নিজস্ব কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাধ্যমে কসাইখানা ০২ টি পরিচালিত হয়
গণশৌচাগার	নতুন ইজারা চুক্তির আওতায় পরিচালিত গণশৌচাগারের সংখ্যা	৭ টি ১০৯২.০০ হাজার	৭ টি ১০৮২.২১ হাজার
	নবায়নকৃত ইজারা চুক্তির মাধ্যমে পরিচালিত গণশৌচাগারের সংখ্যা	০১ টি ১০০.০০ হাজার	০১ টি ১০০.০০ হাজার

(৩) * পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় চলতি অর্থ বৎসরে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পেয়েছে।
* ব্যাটারী চালিত রিক্সা চলাচলের কারণে অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স নবায়নে গ্রাহকগণ অনিহা প্রকাশ করছে।

৭.৩ প্রকৌশল বিভাগ :

(১) (ক) অবকাঠামো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং অন্যান্য পরিষেবা :

উল্লেখযোগ্য পরিষেবাসমূহ	বর্ণনা
রাস্তা মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	খুলনা সিটি কর্পোরেশনের গুরুত্বপূর্ণ ও ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তা উন্নয়ন ও পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে RADP তে প্রাপ্ত ৬৫.০৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৫.০০ কি.মি. রাস্তা মেরামত ও উন্নয়ন করা হয়েছে । প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৬৩৬.৫৫ কোটি টাকা যা মোট প্রকল্প বরাদ্দের ৯৭.৯৮% এবং ভৌত অগ্রগতি ১০০%।
ড্রেনেজ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	খুলনা শহরের জলাবদ্ধতা দূরীকরণে ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন (১মপর্যায়) প্রকল্পের আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে RADP তে প্রাপ্ত ৯৩.৭২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৫.০০ কি.মি. ড্রেন মেরামত ও উন্নয়ন করা হয়েছে । প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৭২৯.৬০ কোটি টাকা যা মোট প্রকল্প বরাদ্দের ৮৮.৫৭% এবং ভৌত অগ্রগতি ৮৯%।
সেতু মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	খুলনা সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন কোনো সেতু বিদ্যমান নাই বিধায় সেতু মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন হয় নাই।
সড়কবাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	২০২৪-২৫ অর্থ বছরে ২.১৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮৯৫ কি.মি. সড়ক বাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে।
গণশৌচাগার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	২০২৪-২৫ অর্থ বছরে ৫৬.১৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে চরেরহাট মেইন রোড ও ডাকবাংলা মোড়ে ২টি পাবলিক টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে।
জনসাধারণের বিনোদনের স্থান (পাবলিক পার্কস) মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	খুলনা সিটি কর্পোরেশনের গুরুত্বপূর্ণ ও ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তা উন্নয়ন ও পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে নিরালা পার্ক, সোনাডাঙ্গা সোলার পার্ক ও সোনাডাঙ্গা পার্ক বিনোদনের জন্য উন্নয়ন করা হয়েছে।
নাগরিকদের জন্য কমিউনিটি সেন্টার অথবা অন্যান্য নাগরিক সুবিধাদি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	২০২৪-২৫ অর্থ বছরে নাগরিকদের সেবা নিশ্চিত করতে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে ক্ষতিগ্রস্থ ওয়ার্ডসমূহ মেরামতসহ অন্যান্য ওয়ার্ড অফিস ও কমিউনিটি সেন্টার এডিপি (থোক বরাদ্দ) বাবদ প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
পানি সরবরাহ ও পানি সরবরাহ জনিত সুবিধাদির মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৪৫.০০ কি.মি. ড্রেন পানি সরবরাহের সুবিধার জন্য মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে।
ভবন নিয়ন্ত্রণ	প্রযোজ্য নহে (কেডিএ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত)
ঝুঁকি পূর্ণ ভবন নিয়ন্ত্রণ	৫৮ টি ঝুঁকি পূর্ণ ভবনে লালসাইন বোর্ড্া নিয়ে সচেতনতাসহ বিভিন্ন কার্যাদি নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে এবং ২০/০২/২০২৫ খ্রি. তারিখ অনুষ্ঠিত সভায় কেসিসি'র মালিকানাধীন ৩টি ঝুঁকিপূর্ণ ভবন ও ১টি টিন সেড স্থাপনা ঝুঁকি চিহ্নিত করে স্থাপনাসমূহ কনডেম ঘোষণার লক্ষ্যে কনডেমনেশন কমিটির সভায় উপস্থাপনের জন্য সভার দিনক্ষণ নির্ধারনের লক্ষ্যে নথি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ বরাবর উপস্থাপন করা হয়েছে, কার্যক্রম চলমান।

(২) অর্জনে সূচক :

পরিষেবাসমূহ	সূচক ও অর্জন		
	সূচক	অর্থবছর ২০২৩-২৪	অর্থবছর ২০২৪-২৫
ভবন নিয়ন্ত্রণ	অনুমোদিত ভবনের সংখ্যা	বহুতল ভবন ৪টি	বহুতল ভবন ৬টি
অস্বাস্থ্যকর ঝুঁকিপূর্ণ ভবন	অস্বাস্থ্যকর ঝুকিঁপূর্ণ ভবন পরিদর্শনের সংখ্যা	৬টি	৪টি

(৩) পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় উল্লেখ যোগ্য পরিবর্তন সম্পর্কে ব্যাখ্যা

১	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে এডিপি/আর এডিপি বরাদ্দ কমের কারণে ভৌত লক্ষ্যমাত্রা হ্রাস করা হয়েছে।
২	নতুন বাড়ীঘর তৈরী হওয়ায় জনসাধারণের চলাচলের রাস্তায় নতুন লাইট স্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়ায় নতুন লাইট স্থাপন করা হয়েছে।

(২) অর্জনে সূচকসমূহ :

পরিষেবাসমূহ	সূচক ও অর্জন		
	সূচক	অর্থবছর ২০২২-২৩	অর্থবছর ২০২৩-২৪
ভবন নিয়ন্ত্রণ	অনুমোদিত ভবনের সংখ্যা	বহুতল ভবন ৪টি	বহুতল ভবন ৫টি
অস্বাস্থ্যকর ঝুঁকিপূর্ণ ভবন	অস্বাস্থ্যকর ঝুঁকিপূর্ণ ভবন পরিদর্শনের সংখ্যা	৩টি	৬টি

(৩) পুর্ববর্তী বছরের তুলনায় উল্লেযোগ্য পরিবর্তন সম্পর্কে ব্যাখ্যা

১.	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ কমের কারণে ভৌত লক্ষ্যমাত্রা হ্রাস করা হয়েছে।
২.	নতুন বাড়ীঘর তৈরী হওয়ায় জনসাধারণের চলাচলের রাস্তায় নতুন লাইট স্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়ায় নতুন লাইট স্থাপন করা হয়েছে।

৭.৪ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ :

(১) উল্লেখযোগ্য পরিষেবাসমূহ

উল্লেখযোগ্য পরিষেবাসমূহ	বর্ণনা
বাজার ও গৃহস্থালী বর্জ্য সংগ্রহ	বাজার ও গৃহস্থালী বর্জ্য প্রতিদিন স্ব স্ব ওয়ার্ডে পরিচ্ছন্নতাকর্মী দ্বারা অপসারণ করা হচ্ছে। কার্যক্রম চলমান।
সড়ক ও ড্রেনেজ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং মনিটরিং করা	রাস্তা ও নর্দমা স্ব স্ব ওয়ার্ডে পরিচ্ছন্নতাকর্মী দ্বারা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করা হচ্ছে কেন্দ্রিয় অফিস হতে বড় বড় ড্রেন ও খাল সমূহের পেড়িমাটি উত্তোলন করা হয় এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাগন মনিটরিং এর দায়িত্বে আছেন।
মেডিক্যাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	খুলনা মহানগরী এলাকার হাসপাতাল ও ক্লিনিকের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজে ০২ টি এনজিও সংস্থা-প্রদীপন এবং স্বাদিচ্ছা মানব কল্যাণ সংস্থার মাধ্যমে অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
গনশৌচাগার পরিচ্ছন্ন রাখা ও মনিটরিং	কেসিসি'র গণশৌচাগারগুলো নিয়মিত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হচ্ছে এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাগন মনিটরিং এর দায়িত্বে আছেন।
ল্যান্ডফিল ব্যবস্থাপনা	রাঁজবাধ, শলুয়া, মাথাভাঙ্গা ল্যান্ডফিল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম অব্যহত আছে।

(২) অর্জনের সূচকসমূহ

পরিষেবা সমূহ	সূচক এবং অর্জন		
	সূচক	**অর্থবছর ২০২৩/২৪**	**অর্থবছর ২০২৪/২৫**
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	সংগৃহিত বর্জ্যের পরিমান (আনুমানিক)	৮০০ থেকে ১,০০০ টন (প্রতিদিন)	৯০০ থেকে ১,০৫০ টন (প্রতিদিন)
মেডিক্যাল বর্জ্য	সংগৃহিত হাসপাতাল বর্জ্যের পরিমান (আনুমানিক)	৯.০০ থেকে ১০.০০ টন (প্রতিদিন)	১০ থেকে ১০.০৫ টন (প্রতিদিন)
সড়ক ও ড্রেনেজ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং মনিটরিং করা	নিয়মিত পরিস্কার করে এমন রাস্তার পরিমান (আনুমানিক দুরত্ব)	০৯ থেকে ১০ কি:মি: (প্রতিদিন)	১০ থেকে ১২ কি:মি: (প্রতিদিন)
	নিয়মিত পরিস্কার করে এমন নর্দমার পরিমান (আনুমানিক দুরত্ব)	১০ থেকে ১২ কি:মি: (প্রতিদিন)	১২ থেকে ১৪ কি:মি: (প্রতিদিন)
গণশৌচাগার	নিয়মিত পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম চলে এমন গনশৌচাগারের সংখ্যা	১৮-২০ টি (প্রতিদিন)	২০-২২ টি (প্রতিদিন)

৩. পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সম্পর্কে ব্যাখ্যা:

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	আধুনিক STS নির্মান : ১০ টি (ওয়ার্ড নং- ০৩, ০৯,১০, ১১, ১৩, ১৪, ১৭, ১৮, ২১ ও ২৪) ওপেন STS সংখ্যা : ৩০ টি প্রায় যানবাহন সংখ্যা : ৬০ টি গার্বেজ ট্রাক : ০৬ টি গার্বেজ লোডার : ০২ টি স্কিড লোডার ● বর্তমানে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য অনেক আধুনিক ইকুপমেন্ট ও যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন: ০১ টি লংবুম স্কেভেটর, ০১ টি চেইনডোজার, ০২ টি বুলডোজার, ০৩ টি স্কিড লোডার, ০৫ টি ১০ চাকার গার্বেজ ট্রাক, ০৪ টি পে- লোডার ও ০১ টি ওয়াটার মাস্টার ক্রয় করা হয়েছে। ● মানব বর্জ্য ট্রিটমেন্ট প্লান্ট- রাঁজবাধ, মানব বর্জ্য শোধনাগার প্লান্ট ২০১৭ সাল থেকে অদ্যবদি সফলতার সহিত কার্যক্রম চলমান। ● "কেসিসি'র বর্জ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প" নামে একটি প্রকল্প ১৭/১১/২০২০ খ্রি: তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। যার প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৯৩৪০.৬০ লক্ষ টাকা। - প্রতিদিন ১৫ টন কম্পোস্ট সার তৈরী হবে। - প্রতিদিন প্লাস্টিক ওয়েস্ট থেকে ৫,০০০ লিটার ডিজেল তৈরী হবে। - লিচেট পরিশোধন করা হবে। - বায়োগ্যাস থেকে ৩০০ কি:ও: ঘন্টা বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে। ● শলুয়ায় আধুনিক কন্ট্রোলড ল্যান্ডফিল তৈরী করা LGED কর্তৃক CRDP-2 প্রকল্প। - কন্ট্রোল ল্যান্ডফিল তৈরী করা। - কম্পোস্ট সার, বিদ্যুৎ এবং প্লাস্টিক বর্জ্য থেকে ডিজেল তৈরী করা। ● মাথাভাঙ্গা ডাম্পিং পয়েন্টে 3R পাইলট প্রকল্প। - পাইলট আকারে কম্পোস্টসার এবং প্লাস্টিক বর্জ্য থেকে ডিজেল তৈরী করা।

৭.৫ স্বাস্থ্য বিভাগ :

(১) উল্লেখযোগ্য পরিষেবাসমূহ

উল্লেখযোগ্য পরিসেবা সমূহ	বর্ণনা
উল্লেখযোগ্য	
ইপিআই কার্যক্রম	ইপিআই টিকা প্রাপ্তি শিশুর সংখ্যা - ১৪৯৮৬ জন (অর্জিত সাফল্য ১০০%) টিডিটি টিকা প্রাপ্ত মহিলা (গর্ভবতী) - ৫৮৭১ জন টিডিটি টিকা প্রাপ্ত মহিলা (১৫-৪৯ বছর) - ১৯৩১৬ জন
মৃত্যু নিবন্ধন	মৃত্যু নিবন্ধন : ৩৮৩৯ জন
নিরাপদ খাদ্য	নগরবাসীকে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে খাদ্য নিরাপত্তার অংশ হিসাবে ভেটেরিনারি দপ্তর কর্তৃক কসাইখানার মাধ্যমে নিরাপদ মাংস ও মাংসজাত পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, নিরাপদ দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের উৎপাদন-বিপনন ইত্যাদি নিশ্চিতকরণ, নিরাপদ ডিম ও ডিমজাত পণ্য সহ অন্যান্য নিরাপদ খাদ্যদ্রব্যের নিশ্চিতকরণ। এ ছাড়াও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে হোটেল-রেস্তোরা, বেকারী ও অন্যান্য খাদ্য উৎপাদন-বিপননকারী প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, নমুনা সংগ্রহ, পরিবীক্ষণ, প্রশিক্ষণ, GHP বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ ইত্যাদি কর্মকান্ড পরিচালিত হয়ে থাকে। অধিকন্তু নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের নিমিত্তে ভ্রাম্যমান আদালতকে সহযোগিতা করা হয়।
শিক্ষার্থীদের জন্য মেডিকেল চেক-আপ	প্রাথমিক পর্যায়- ৩৩৬১২ জন (৯৮%) মাধ্যমিক পর্যায়- ৪২৬৭৭ জন (৯৯%)
অস্বাস্থ্যকর ভবন নিয়ন্ত্রণ	নিয়মিত সচেতনতা বৃদ্ধিসহ আইনগত পদক্ষেপও নেয়া হচ্ছে।
সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ	• কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনেশন কার্যক্রম • খাবার স্যালাইন বিতরণ • জলাতঙ্ক রোগ প্রতিষেধক ভ্যাকসিন প্রদান (চলমান)

(২) অর্জনের সূচক

সেবাসমুহ	সূচক ও অর্জন সংক্রান্ত তথ্য		
	সূচক	অর্থবছর ২০২৩/২৪	অর্থবছর ২০২৪/২৫
ইপিআই টিকা	ইপিআই	ইপিআই টিকা প্রাপ্তি শিশুর সংখ্যা - ১৪৯৮৬ জন (অর্জিত সাফল্য ১০০%) টিডিটি টিকা প্রাপ্ত মহিলা (গর্ভবতী) - ৫৮৭১ জন টিডিটি টিকা প্রাপ্ত মহিলা (১৫-৪৯ বছর) - ১৯৩১৬ জন	লক্ষ্যমাত্রা – ১৪২৩২ জন শিশু (২বছরের নীচে)
শিক্ষার্থীদের মেডিক্যাল চেক আপ			
খাদ্যে ভেজাল নিয়ন্ত্রণ	পরিবীক্ষণ করা হয়েছে এমন সরবরাহকারীদের মোট সংখ্যা	০৬ টি	০৮ টি
	পরিদর্শন করা হয়েছে এমন সরবরাহকারীদের মোট সংখ্যা	৮১৮৪ টি	৮২৬৪ টি
মশক নিয়ন্ত্রণ	মোট এলাকা (বর্গ কি: মি:) যা স্প্রে করা হয়েছে	৩৫ বর্গ কি: মি:	৪৫ বর্গ কি: মি:
কসাইখানা	সিটি কর্পোরেশন যে সকল পশু জবাইয়ের পূর্বে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেছিল তার মোট সংখ্যা	(গরু-১২,৬৬৪ টি+ ছাগল-১৭,৭০০ টি+মহিষ ৫৬ টি)= মোট ৩০,৪১০ টি	(গরু-১৩,২০৬ টি+ ছাগল-১৫,৭৩০ টি+মহিষ ২৮ টি)= মোট ২৮,৯৬৪ টি

৭.৫ (১.১) (ভেটেরিনারি দপ্তর):

উল্লেখযোগ্য পরিষেবাসমুহ	বর্ণনা
কসাইখানা ব্যবস্থাপনা	নগরবাসীর নিরাপদ মাংস ও মাংসজাত পণ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে, ভেটেরিনারি দপ্তর কর্তৃক ০২ টি কসাইখানা পরিচালনা করা হয়ে থাকে। কসাইখানায় ভেটেরিনারি ইন্সপেকসন সাপেক্ষে হালাল পদ্ধতিতে পশু জবাই পূর্বক, আদর্শ কর তফশীল-২০১৫ অনুসারে সিটি কর্পোরেশনের আদায় রশিদের মাধ্যমে নির্ধারিত ফি (গরু/মহিষ=১০০/- এবং ছাগল/ভেড়া=২৫/-) আদায় করা হয়। সপ্তাহে ০৬ দিন খোলা থাকে (সোমবার ব্যতিত)।
নিরাপদ খাদ্য	খাদ্য নিরাপত্তার অংশ হিসাবে নগরবাসীকে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ভেটেরিনারি দপ্তর কর্তৃক কসাইখানার মাধ্যমে নিরাপদ মাংস ও মাংসজাত পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, নিরাপদ দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের উৎপাদন-বিপনন ইত্যাদি নিশ্চিতকরণ, নিরাপদ ডিম ও ডিমজাত পণ্য সহ অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের নিশ্চিতকরণ। এ ছাড়াও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে হোটেল-রেস্তোরা, বেকারী ও অন্যান্য খাদ্য উৎপাদন-বিপননকারী প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, নমুনা সংগ্রহ, পরিবীক্ষণ, প্রশিক্ষণ, Good Hygiene Practice বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ ইত্যাদি কর্মকান্ড পরিচালিত হয়ে থাকে। অধিকন্তু নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের নিমিত্তে ভ্রাম্যমান আদালতকে সহযোগিতা করা হয়।
জুনোটিক রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ	সংক্রামক রোগ-জুনোটিক ডিজিজ (যে সকল রোগ প্রাণী থেকে মানুষে ছড়ায়) বিশেষ করে জলাতংক রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য ভেটেরিনারি দপ্তরের মাধ্যমে অসুস্থ (Infected by incurable and painful diseases)/পাগলা প্রাণী অপসারণ করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, জলাতংক রোগ নিয়ন্ত্রণের নিমিত্তে কুকুর, বিড়াল ইত্যাদির গণ টিকাও প্রদান করা হয়ে থাকে।
অন্যান্য কার্যাবলীঃ	➢ কোরবানীর পশুর হাটে আগত প্রাণীর চিকিৎসা সেবা প্রদান। ➢ দেশের দূর্যোগকালীন অবস্থায় এবং খুলনা সিটি কর্পোরেশনের প্রয়োজনে আপদকালীন প্রাণী চিকিৎসা সেবা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়। ➢ দুধ, মাংস, ডিম ও অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যের ফিজিক্যাল পরীক্ষা ইত্যাদি। ➢ নিরাপদ খাবার সম্পৃক্ত যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা। ➢ নির্দিষ্ট স্থানে পশু কোরবানীর নিমিত্তে প্রচার-প্রচারণা চালানো হয়। ➢ নিরাপদ খাদ্য ও জুনোটিক রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য জনসচেতনতায় বিভিন্ন প্রচার-প্রচারণা চালানো হয়।
খাদ্যে ভেজাল নিয়ন্ত্রণ	২০২৪-২৫ বছরে ১২টি নমূনা পরিবীক্ষণ করা হয়েছে।

(১.২) অর্জনের সূচকসমূহ (ভেটেরিনারি দপ্তর)

জনস্বাস্থ্য: জলাতংক রোগ (সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ) নিয়ন্ত্রণে কুকুর সহ অন্যান্য প্রাণীর টিকা প্রদানঃ	২০২৪-২৫ অর্থ বছরে দুই শতাধিক প্রাণীর টিকা প্রদানসহ জলাতঙ্ক সচেতনতা তৈরীতে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।
জনস্বাস্থ্য (সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ)	• কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনেশন কার্যক্রম • খাবার স্যালাইন বিতরণ • জলাতঙ্ক রোগ প্রতিষেধক ভ্যাকসিন প্রদান (চলমান) • বিভিন্ন সংক্রামক রোগ প্রতিরোধে সচেতনতার জন্য প্রচার কার্যক্রম চলমান রয়েছে

(২) অর্জনের সূচক: (স্বাস্থ্য বিভাগ)

ইপিআই টিকা	টিকা দেয়া হয়েছে এমন শিশুদের সংখ্যা	ইপিআই টিকা প্রাপ্ত শিশুর সংখ্য – ১৫৪৫৮ জন টিটি টিকা প্রাপ্ত মহিলা (গর্ভবতী) – ৫৯৫৪ জন টিটি টিকা প্রাপ্ত মহিলা (১৫-৪৯ বছর) – ১৬৭৯৮ জন অর্জন- ১০০%	ইপিআই টিকা প্রাপ্ত শিশুর সংখ্য – ১৫০১২ জন টিটি টিকা প্রাপ্ত মহিলা (গর্ভবতী) – ৫৮৩৪ জন টিটি টিকা প্রাপ্ত মহিলা (১৫-৪৯ বছর) – ১৬৭১৫ জন
জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন	নিবন্ধনের সংখ্যা	মৃত্যু ৩৯০৫ জন	মৃত্যু নিবন্ধন- ৩৮৩৯ জন
খাদ্যে ভেজাল নিয়ন্ত্রণ	পরিবীক্ষণ করা হয়েছে এমন সরবরহকারীদের মোট সংখ্যা	৮৬৭০	৮১৮৪
	পরিদর্শন করা হয়েছে এমন সরবরহকারীদের মোট সংখ্যা	-	-
মেডিকেল চেকআপ	মেডিক্যাল চেকআপ করা হয়েছে এমন শিক্ষার্থীর সংখ্যা	-	প্রাথমিক পর্যায়- ৩৩৬১২ জন (৯৮%) মাধ্যমিক পর্যায়- ৪২৬৭৭ জন (৯৯%)
মশক নিয়ন্ত্রণ	মোট এলাকা (বর্গ কি: মি:) যা স্প্রে করা হয়েছে	২২ বর্গ কি: মি:	৩৫ বর্গ: কি: মি:
কসাইখানা	মোট কসাইখানা পরিদর্শনের সংখ্যা	৩২৩ (কর্মদিবস অনুযায়ী)	৩২৫ (কর্মদিবস অনুযায়ী)

(৩) পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন থাকলে তার ব্যাখ্যা প্রদান

বিষয়বস্তু	লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জিত
এইচপিভি ক্যাম্পেইন -২০২৪ (জরায়ুমুখ ক্যান্সার প্রতিষেধক টিকা) ১০- ১৪ বছর বয়সী মেয়েদের	১০- ১৪ বছর বয়সী মেয়ে লক্ষ্যমাত্রা – ৩২৭৪৩ জন ভ্যাকসিনেশন – ২৫০৬৯ জন অর্জিত সাফল্য – ৭৬.৬%

৭.৬ সমাজ কল্যাণ, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক :

(১) উল্লেখযোগ্য পরিষেবাসমূহ

উল্লেখযোগ্য পরিষেবাসমূহ	বিবরণ
দু:স্থদের জন্য জনকল্যাণ কেন্দ্র, আশ্রয় কেন্দ্র, এতিমখানা, বিধবা নিবাস ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান পরিচালনা	খুলনা সিটি কর্পোরেশনের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক শাখা হতে এ জাতীয় কোন কাযর্ক্রম গ্রহণ করা হয় না।
কর্পোরেশনের নিচ খরচে নগরীতে দু:স্থ এবং পরিচয়হীন মৃত ব্যক্তিদের মৃতদেহ দাফন ও দাহের ব্যবস্থা করা :	খুলনা সিটি কর্পোরেশনের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক শাখা হতে এ জাতীয় কোন কাযর্ক্রম গ্রহণ করা হয় না।
ভিক্ষাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি, জুয়া, মাদকদ্রব্য সেবন, মদ্যপান, কিশোর অপরাধ এবং অন্যান্য সামাজিক অনাচার প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা :	ওয়ার্ড ভিত্তিক বিভিন্ন এনজিও'র মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।
শিক্ষা কার্যক্রম (প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, দক্ষতা উন্নয়নসহ প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষা এবং শিক্ষা বৃত্তি)	খুলনা সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ হতে প্রতিমাসে প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, টোল এবং ফোরকানিয়া মাদ্রাসার শিক্ষকদের মাসিক ভাতা প্রদান করা হয়ে থাকে এবং আবেদনের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে।
সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া ও সামাজিক কার্যক্রম	খুলনা সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ হতে জাতীয় দিবসগুলি উদযাপনে উপলক্ষে খুলনা সিটি কর্পোরেশন এলাকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (শিশুদের মাঝে চিত্রাংকণ, সকল শিক্ষার্থীদের মাঝে রচনা প্রতিযোগিতা, জাতীয় দিবসের উপর প্রামান্য চিত্র প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করাসহ পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান, রক্তদান কর্মসূচি, র‍্যালি, ইত্যাদি সামাজিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। খুলনা সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ হতে ক্রিকেট/ফুটবল টিম গঠন করে লীগ খেলায় অংশগ্রহণ করা হয় এবং মেয়র গোল্ডকাপ আয়োজন করা, সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাঝে বছরে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, জেলা ক্রীড়া সংস্থা ও বিভিন্ন ক্রীড়া সংগঠন সমূহে অনুদান প্রদান করাসহ স্কুল পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ফুটবল ও ক্রিকেট প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

(২) অর্জনের সূচকসমূহ

সেবাসমূহ	সূচক ও অর্জন সংক্রান্ত তথ্য		
	সূচক	অথ বছর ২০২৪/২০২৫	অথ বছর ২০২৫/২০২৬
নি:স্ব ব্যক্তিদের মৃতদেহ দাফন ও দাহের ব্যবস্থা করা	মৃত ব্যক্তির দাফন ও দাহ	০	০

পাঠাগার (সিটি কর্পোরেশন লাইব্রেরি)	খুলনা সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ	১০০%	৫০%
দু:স্থদের জন্য সহায়তা	আবেদনের প্রেক্ষিতে খুলনা সিটি কর্পোরেশনে বসবাসরত দু:স্থদের মাঝে সহায়তা প্রাদাণ করা হয়	১০০%	১০০%

(৩) পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সম্পর্কে ব্যাখ্যা

১.	সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে যথাযথ মর্যাদায় অনুষ্ঠান ও নির্দেশনা সমূহ যথাসময়ে সম্পন্ন করা হয়েছে।

অধ্যায়-৮: প্রশাসনিক উন্নয়ন :

৮.১ : লক্ষিত কার্যাবলী, উদ্দেশ্যে ও ফলাফলসমূহ :

(১) কার্যপ্রণালী উন্নয়ন
(ক)

লক্ষিত কাজ: প্রশাসনিক কাজ ত্বরান্বিতকরণ।
উদ্দেশ্য: সেবার মান বৃদ্ধি করা।
ফলাফল : প্রশাসনিক উন্নয়নে খুলনা সিটি কর্পোরেশন বদ্ধ পরিকর। প্রশাসনিক কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে আই.টি সেক্টরকে আধুনিকায়ন করা হয়েছে। হোল্ডিং ট্যাক্স, ট্রেড লাইসেন্সসহ রাজস্ব আদায় অন লাইন ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব চলমান রয়েছে। এছাড়া প্রশাসনিক কার্যক্রম গতিশীল আনয়নে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করে নোট লিখন, নথি উপস্থাপন, পত্র লিখন, সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবনী, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অভিযোগ প্রতিকার, জিআরএস সফটওয়্যার ব্যবহারে প্রশিক্ষণ, সেবাদান প্রতিশ্রুতি, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, শুদ্ধাচার (নৈতিকতা) ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ কেসিসি (অভ্যন্তরীণ) হতে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ৪০+৪০+৩৩=১১৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ১০ এর অধিক কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

লক্ষিত কাজ : প্রশাসনিক তথ্য প্রাপ্তি সহজিকরণ ও সহজে কর প্রদানে সহজীকরণ।

লক্ষিত কাজ:	কর ধার্য ও কর আদায় কার্যক্রম ডিজিটালকরণ	
উদ্দেশ্য:	কর ধার্য ও কর আদায় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দ্রুততার সাথে সম্পন্নকরণ	
সূচক:	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১. কর ধার্য ও কর আদায়ের জন্য আলাদা সফটওয়্যার তৈরীকরণ	১.১: ৩০/১২/২০২২ ১-২:	১.১ (কার্যক্রম চলমান) ১-২:
২. বিভিন্ন পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে কর আদায়	২-১: ৩০/১২/২০২২	২-১: (কার্যক্রম চলমান)

(৩) বাজেট ব্যবস্থাপনা

লক্ষিত কাজ : বাজেট বাস্তবায়ন		
উদ্দেশ্য : আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা		
সূচক	লক্ষ্য মাত্রা	অর্জন
১. এডিপি তহবিল ১.২ বিশেষ প্রকল্প	১-১ :- ১০০% ১-২ :- ১০০%	১-১ ১-২
২. রাজস্ব তহবিল	২-১ :- ৮০%	২-১

নাগরিক উদ্বুদ্ধকরণ

লক্ষিত কাজ: মহানগরীর জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে সেবার মান, ক্ষেত্র বৃদ্ধি এবং সেবা সহজিকরণ।
উদ্দেশ্য: নাগরিক সেবার মান বৃদ্ধি।
ফলাফল : সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন নীতি নির্ধারণে সভায় বিভিন্ন শ্রেণীর পেশার মানুষের মতামত, পরামর্শ ইত্যাদি গ্রহণ এবং এ বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বিবিধ কার্যাদি জনকল্যাণে বাস্তবায়ন করা হয়। খুলনা সিটি কর্পোরেশন নগর উন্নয়ন সর্বদা নগরবাসীর মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে খুলনা নাগরিক সংগঠন ও বিভিন্ন এনজিওদের সাথে সর্বদা সেমিনার, সেম্পুজিয়াম ও বিভিন্ন মতামতের ভিত্তিতে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডসহ নাগরিক সমস্যা সমাধানে সিটি কর্পোরেশন সর্বদা সচেষ্ট থাকেন। খুলনায় নাগরিক সংগঠনের মধ্যে বৃহত্তর খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি, নাগরিক ফোরাম, উন্নয়ন ফোরাম, বৃহত্তর আমরা খুলবাবাসী, সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক), দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটিসহ বিভিন্ন সামাজিক এবং পেশাজীবী সংগঠনের সাথে খুলনা সিটি কর্পোরেশন নাগরিক সম্পৃক্ততা বজায় রাখে। কেসিসি-তে আন্তর্জাতিক দুর্নীতিমুক্ত দিবসে দুর্নীতি বিরোধী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আইনি উপকরণ (প্রবিধান ও উপ-আইন)

লক্ষিত কাজ : প্রবিধান ও বিভিন্ন উপ-আইন প্রণোয়ন করা হয়।
উদ্দেশ্যে : জনকল্যাণে ও কার্যার্থে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় আইনের প্রবিধান ও উপ-আইন প্রণয়ন।
ফলাফল : সিটি কর্পোরেশন আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬০নং আইন) এর ধারা ১২২ এর উপ-ধারা (২) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে খুলনা সিটি কর্পোরেশন মার্কেট উপ-আইন, ২০১৪ নামে অভিহিত। (১) অন্য কোন আইন বা বিধিতে ভিন্নতর যাহা কিছু থাকুক না কেন, কর্পোরেশন দোকানের ভাড়া প্রতি ৩(তিন) বছর পর পর বরাদ্দ কমিটির সুপারিশক্রমে বৃদ্ধি বা পুন:নির্ধারণ করিতে পারিবে। (২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন ভাড়া বা ফি বৃদ্ধি বা পুন:নির্ধারণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকায় অনুরূপ মার্কেটে প্রচলিত ভাড়া বা বিভিন্ন ফি এর হার বিবেচনায় লইতে হইবে।

৮.২ সক্ষমতা উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ) :

ক্রম	প্রশিক্ষণ শিরোনাম	প্রশিক্ষণ প্রদানকারী (সিসি বা এক্সটারনাল)	ফ্যাসিলিটেটর (অভ্যন্তরীণ বা বহিরাগত)	শুরুর তারিখ (দিন/মাস /বছর)	মোট দিন	ঘন্টা/প্রতিদিন	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	
							কর্মকর্তা/ কর্মচারী	নির্বাচিত প্রতিনিধি
১	১। ক) সরকারি কর্মচারী (নিয়মিত উপস্থিতি) বিধিমালা, ২০১৯ খ) সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম ব্যবহার বিধি	জনাব মোঃ ফিরোজ সরকার মাননীয় প্রশাসক, কেসিসি	অভ্যন্তরীন	২৩/১২/২৪	১দিন	১ ঘন্টা/দিন	৪০জন	
	২। ক) সরকারী চাকুরী আইন, ২০১৮ খ) সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮	জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব), কেসিসি	অভ্যন্তরীন	২৩/১২/২৪	১দিন	১ঘন্টা/দিন	৪০জন	
২	১। বিভাগীয় মামলা	জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব), কেসিসি	অভ্যন্তরীন	২৪/১২/২৪	১দিন	১ঘন্টা/দিন	৪০জন	
	২। খুলনা সিটি কর্পোরেশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী বিধিমালা ১৯৯৩	জনাব শরীফ আসিফ রহমান সচিব , কেসিসি	অভ্যন্তরীন	২৪/১২/২৪	১দিন	১ ঘন্টা/দিন	৪০জন	
৩	১। তথ্য প্রযুক্তি কম্পিউটার ও কেসিসি	জনাব শেখ হাসান হাসিবুল হক আই.টি ম্যানেজার, কেসিসি	অভ্যন্তরীন	২৬/১২/২৪	১দিন	১ঘন্টা/দিন	৪০জন	
	২। সেবাদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার)	জনাব আবির উল জব্বার প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তা,কেসিসি	অভ্যন্তরীন	২৬/১২/২৪	১দিন	১ ঘন্টা/দিন	৪০জন	
৪	১। তথ্য অধিকার আইন	জনাব জান্নাতুল আফরোজ স্বর্ণা এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, কেসিসি	অভ্যন্তরীন	২৯/১২/২৪	১দিন	১ঘন্টা/দিন	৪০জন	
	২। নোট লিখন ও নথি উপস্থাপন, দাপ্তরিক পত্র লিখন রীতি প্রেরণ ইত্যাদি	জনাব শরীফ আসিফ রহমান সচিব , কেসিসি	অভ্যন্তরীন	২৯/১২/২৪	১দিন	১ ঘন্টা/দিন	৪০জন	
৫	১। বেতন নির্ধারণ ও অবসরত্তোর আনুতোষিক এবং ছুটি বিধি/ভ্রমণ ভাতা	জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান বি এ ও, কেসিসি	অভ্যন্তরীন	৩০/১২/২৪	১দিন	১ঘন্টা/দিন	৪০জন	
	২। (ক) কর্মকর্তা/কর্মচারী অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) (খ) GRS সফটওয়্যার ব্যবহার	ড. পেরু গোপাল বিশ্বাস ভেটেরিনারি অফিসার, কেসিসি	অভ্যন্তরীন	৩০/১২/২৪	১দিন	১ঘন্টা/দিন	৪০জন	
৬	১। ই-গভার্নেন্স ও উদ্ভাবনী প্রশিক্ষণ	জনাব শেখ হাসান হাসিবুল হক আই.টি ম্যানেজার, কেসিসি	অভ্যন্তরীন	৩১/১২/২৪	১দিন	১ ঘন্টা/দিন	৪০জন	
	২। (ক) অফিস নিরাপত্তা (খ) অফিস পরিচ্ছন্নতায় উন্নত বিশ্বের অনুসরণীয় উদহারণ	জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) ও প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা কেসিসি	অভ্যন্তরীন	৩১/১২/২৪	১দিন	১ঘন্টা/দিন	৪০জন	
৭	১। ভান্ডার ব্যবস্থাপনা	জনাব শরীফ আসিফ রহমান সচিব , কেসিসি	অভ্যন্তরীন	০১/০১/২৫	১দিন	১ ঘন্টা/দিন	৪০জন	
	২। (ক) ডিজিটাল স্মারক (খ) পরীক্ষা	জনাব রহিমা সুলতানা বুশরা প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা কেসিসি	অভ্যন্তরীন	০১/০১/২৫	১দিন	১ঘন্টা/দিন	৪০জন	
৮	১। PPA ২০০৬, PPR, ২০০৮ ক্রয় প্রক্রিয়া	জনাব মশিউজ্জামান খান প্রধান প্রকৌশলী, কেসিসি	অভ্যন্তরীন	০২/০১/২৫	১দিন	১ঘন্টা/দিন	৪০জন	
	২। অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আচরণ	জনাব মোল্লা মারুফ রশীদ প্রশাসনিক কর্মকর্তা, কেসিসি	অভ্যন্তরীন	০২/০১/২৫	১দিন	১ঘন্টা/দিন	৪০জন	

ক্রম	প্রশিক্ষণ শিরোনাম	প্রশিক্ষণ প্রদানকারী (সিসি বা এক্সটারনাল)	ফ্যাসিলিটেটর (অভ্যন্তরীন বা বহিরাগত)	শুরুর তারিখ (দিন/মাস /বছর)	মোট দিন	ঘন্টা/প্রতিদিন	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	
							কর্মকর্তা/ কর্মচারী	নির্বাচিত প্রতিনিধি
১	১। ক) সেবা গ্রহীতাদের সঙ্গে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আচরণ খ) সরকারি কর্মচারী (নিয়মিত উপস্থিতি) বিধিমালা, ২০১৯ গ) সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম ব্যবহার বিধি	জনাব মোঃ ফিরোজ সরকার মাননীয় প্রশাসক, কেসিসি	অভ্যন্তরীন	১২/০৫/২৫	১দিন	১ ঘন্টা/দিন	৪০জন	
	২। ক) সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ খ) সিটি কর্পোরেশন (কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলরদের দায়িত্ব, কার্যাবলী ও সুযোগ সুবিধা) বিধিমালা, ২০১২	জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব), কেসিসি	অভ্যন্তরীন	১২/০৫/২৫	১দিন	১ঘন্টা/দিন	৪০জন	
২	১। ক) স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ খ) খুলনা সিটি কর্পোরেশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী বিধিমালা ১৯৯৩	জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব), কেসিসি	অভ্যন্তরীন	১৩/০৫/২৫	১দিন	১ ঘন্টা/দিন	৪০জন	
	২। জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনে সিটি কর্পোরেশনের ভূমিকা	ডাঃ শরীফ শাম্মীউল ইসলাম প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, কেসিসি	অভ্যন্তরীন	১৩/০৫/২৫	১দিন	১ঘন্টা/দিন	৪০জন	
৩	১। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার	জনাব শেখ হাসান হাসিবুল হক আই.টি ম্যানেজার, কেসিসি	অভ্যন্তরীন	১৪/০৫/২৫	১দিন	১ ঘন্টা/দিন	৪০জন	
	২। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG)-এ সিটি কর্পোরেশনের ভূমিকা	জনাব আবির উল জব্বার প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তা,কেসিসি	অভ্যন্তরীন	১৪/০৫/২৫	১দিন	১ঘন্টা/দিন	৪০জন	
৪	১। স্থানীয় সরকারের মূল ধারায় জেন্ডার সম্পৃক্তকরণ	জনাব কোহিনুর জাহান এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, কেসিসি	অভ্যন্তরীন	১৫/০৫/২৫	১দিন	১ ঘন্টা/দিন	৪০জন	
	২। নোট লিখন ও নথি উপস্থাপন, দাপ্তরিক পত্র লিখন রীতি প্রেরণ ইত্যাদি	জনাব শরীফ আসিফ রহমান সচিব , কেসিসি	অভ্যন্তরীন	১৫/০৫/২৫	১দিন	১ঘন্টা/দিন	৪০জন	
৫	১। বেতন নির্ধারণ ও অবসরত্তোর আনুতোষিক এবং ছুটি বিধি/ভ্রমণ ভাতা, অডিট আপত্তি	জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান বি এ ও, কেসিসি	অভ্যন্তরীন	১৮/০৫/২৫	১দিন	১ঘন্টা/দিন	৪০জন	
	২। (ক) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) (খ) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯	ড. পেরু গোপাল বিশ্বাস ভেটেরিনারি অফিসার কেসিসি	অভ্যন্তরীন	১৮/০৫/২৫	১দিন	১ ঘন্টা/দিন	৪০জন	
৬	১। পরিবেশ দূষণ রোধ ও পরিবেশ সংরক্ষণে নাগরিক সমাজ ও কর্পোরেশনের ভূমিকা	ড. পেরু গোপাল বিশ্বাস ভেটেরিনারি অফিসার কেসিসি	অভ্যন্তরীন	১৯/০৫/২৫	১দিন	১ঘন্টা/দিন	৪০জন	
	২। স্যানিটেশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নাগরিক সম্পৃক্তকরণ	জনাব কোহিনুর জাহান এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ও প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা, কেসিসি	অভ্যন্তরীন	১৯/০৫/২৫	১দিন	১ ঘন্টা/দিন	৪০জন	
৭	১। ক) ভান্ডার ব্যবস্থাপনা খ) অফিস নিরাপত্তা ও পরিচ্ছন্নতা	জনাব শরীফ আসিফ রহমান সচিব , কেসিসি	অভ্যন্তরীন	২০/০৫/২৫	১দিন	১ঘন্টা/দিন	৪০জন	
	২। ক) সিটি কর্পোরেশন আদর্শ কর তফসিল, ২০১৬ খ) সিটি কর্পোরেশনের কর ও অন্যান্য সম্পদ আহরণ ব্যবস্থাপনা	জনাব রহিমা সুলতানা বুশরা প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা কেসিসি	অভ্যন্তরীন	২০/০৫/২৫	১দিন	১ঘন্টা/দিন	৪০জন	
৮	১। ক) PPA ২০০৬, PPR, ২০০৮ ক্রয় প্রক্রিয়া (গুরুত্বপূর্ণ ধারা ও বিধিসমূহ) খ) পূর্ত কাজ তদারকি ও ব্যবস্থাপনা	জনাব মশিউজ্জামান খান প্রধান প্রকৌশলী কেসিসি	অভ্যন্তরীন	২১/০৫/২৫	১দিন	১ ঘন্টা/দিন	৪০জন	
	২। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্ব	জনাব এস কে এম তাছাদুজ্জামান শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অফিসার ও রাজস্ব কর্মকর্তা, কেসিসি	অভ্যন্তরীন	২১/০৫/২৫	১দিন	১ঘন্টা/দিন	৪০জন	

অধ্যায় ৯. কর্পোরেশন ও কমিটির সভা

৯.১ সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ সভা

সভার আলোচ্য বিষয় ও প্রধান প্রধান সিদ্ধান্তসমূহ

১ম সভা

তারিখ	আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
৩১/১২/২৪	২। খুলনা সিটি কর্পোরেশন স্থায়ী কমিটি প্রবিধান, ২০২৪ অনুমোদন প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)** খুলনা সিটি কর্পোরেশন স্থায়ী কমিটি প্রবিধান, ২০২৪ অনুমোদন সংক্রান্ত বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন এবং বলেন, এটা জাইকার সহযোগিতায় C4C-2 প্রকল্পের কাজ। কেসিসিতে স্থায়ী কমিটি প্রবিধান-২০২৪ তৈরির জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল এবং উক্ত কমিটি মডেল স্থায়ী কমিটি প্রবিধান এর ভিত্তিতে উল্লিখিত খসড়া প্রবিধান প্রণয়ন করেছে। বর্ণিত খসড়া প্রবিধানটি সাধারণ সভায় অনুমোদন করে তা স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। **প্রশাসক**সহ উপস্থিত সকলেই খুলনা সিটি কর্পোরেশন স্থায়ী কমিটি প্রবিধান-২০২৪ অনুমোদনে সহমত ব্যক্ত করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে খুলনা সিটি কর্পোরেশন স্থায়ী কমিটি প্রবিধান, ২০২৪ অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	৩।সিটি কর্পোরেশন আইন-২০০৯ এর ৪৩ ধারা অনুযায়ী খুলনা সিটি কর্পোরেশনে প্রস্তুতকৃত “বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন ২০২৩-২৪” অনুমোদন সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)** সিটি কর্পোরেশন আইন-২০০৯ এর ৪৩ ধারা অনুযায়ী খুলনা সিটি কর্পোরেশনে প্রস্তুতকৃত “বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন ২০২৩-২৪” অনুমোদন সংক্রান্ত বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন এবং বলেন, বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন নির্দেশিকা অনুসারে বিগত বছরের সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়ন ও বার্ষিক আর্থিক বিবরণীসহ এ “বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন ২০২৩-২৪” প্রস্তুত করা হয়েছে। এক্ষণে, তা সাধারণ সভায় অনুমোদন করে স্থানীয় সরকার বিভাগে পাঠাতে হবে। **প্রশাসক** এবং উপস্থিত সকলেই উক্ত “বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন ২০২৩-২৪” অনুমোদনে একমত পোষণ করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে সিটি কর্পোরেশন আইন-২০০৯ এর ৪৩ ধারা অনুযায়ী খুলনা সিটি কর্পোরেশনে প্রস্তুতকৃত “বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন ২০২৩-২৪” অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	৪।খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ডের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের দায়িত্ব পালন করার জন্য সম্মানী ভাতা প্রদান প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)** খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ডের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের দায়িত্ব পালন করার জন্য সম্মানী ভাতা প্রদান সংক্রান্ত বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন এবং বলেন, তাদের ভাতা প্রদানের বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার। **জনাব শেখ হাফিজুর রহমান, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ২৯নং ওয়ার্ড এবং প্রধান কর নির্ধারক,** কেসিসি বলেন, ওয়ার্ডের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অফিস খরচ, কম-বেশি বিভিন্ন সাহায্য-সহযোগিতা দেয়া, সম্মানিত ওয়ার্ডবাসীকে আপ্যায়ন করা ইত্যাদি কাজে তাদের আর্থিক ব্যয় হয়ে যায়। ওয়ার্ড এলাকায় কেসিসি’র কার্যক্রম পরিচালনা ও নাগরিক সেবা প্রদানের জন্য পূর্বে কাউন্সিলরগণকে প্রতিমাসে ৪০,০০০/-(চল্লিশ হাজার) টাকা করে সম্মানী দেয়া হতো। তাদেরকে একই দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে এবং একই কার্যক্রম পরিচালনা করতে হচ্ছে। তাই তিনি অন্তত: ওয়ার্ডের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদেরকে মাসিক ২০,০০০/-(কুড়ি হাজার) টাকা সম্মানী প্রদানের দাবী জানান। **জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান, বাজেট কাম একাউন্টস অফিসার** কেসিসি বলেন, সিটি কর্পোরেশন আইন-২০০৯ এর ৭৫নং ধারায় আইনে বলা আছে ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রশাসক/মেয়র মহোদয়ের বিশেষ ক্ষমতা আছে। এই ক্ষমতা বলে তিনি ভাতা প্রদান করতে পারবেন। **প্রশাসক:** বিধি মোতাবেক উক্ত সম্মানী ভাতা দিতে রাজি আছেন। বিধির বাইরে তিনি কোন কিছু করতে পারবেন না। ওয়ার্ডের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সম্মানী দেয়ার বিষয়ে কোন আইন বা সার্কুলার নাই এবং মন্ত্রণালয়ের কোন নির্দেশনাও নাই বিধায় তিনি তাদের সম্মানী ভাতা দেয়ার বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগে পত্র প্রেরণের অভিমত ব্যক্ত করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ডের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের দায়িত্ব পালন করার জন্য সম্মানী ভাতা প্রদানের বিষয়ে উপস্থিত সকলেই একমত পোষণ করেন। কিন্তু এ বিষয়ে কোন আইন/সার্কুলার/মন্ত্রণালয়ের কোন নির্দেশনা না থাকায় বিষয়টি সম্পর্কে স্থানীয় সরকার বিভাগে পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

তারিখ	আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
৩১/১২/২৪	৯।বিনিয়োগ প্রবৃদ্ধি অর্জন, বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়ন ও বিনিয়োগকারীদের ব্যবসা কার্যক্রম সহজীকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিনিয়োগ কর্তৃপক্ষ (বিডা) এর সাথে কেসিসি কর্তৃক প্রদত্ত ট্রেড লাইসেন্স সেবা সংযুক্ত করার লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)** বিনিয়োগ প্রবৃদ্ধি অর্জন, বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়ন ও বিনিয়োগকারীদের ব্যবসা কার্যক্রম সহজীকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিনিয়োগ কর্তৃপক্ষ (বিডা) এর সাথে কেসিসি কর্তৃক প্রদত্ত ট্রেড লাইসেন্স সেবা সংযুক্ত করার লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর সংক্রান্ত বিষয়টি উপস্থাপন করেন এবং বলেন, শিল্প খাতে বরাদ্দ ক্ষেত্রে ট্রেড লাইসেন্স অনলাইন সিস্টেমে পাওয়া সহজতর করার লক্ষ্যে কেসিসির সফট্ওয়ার এর সাথে সংযুক্ত হতে চায়। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) বিধিমালা ২০২০ এর আলোকে কেসিসির সাধারণ সভায় অনুমোদন পূর্বক তাদের সাথে একটা সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর প্রয়োজন। **জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান রহিম, সিনিয়র লাইসেন্স অফিসার,** কেসিসি বলেন, বিডা এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরে তার কোন আপত্তি নাই। বাংলাদেশে এখন অন স্টপ সার্ভিস ও স্মার্ট সার্ভিস সকলেই চায়। ইতোমধ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় এই সার্ভিসের আওতায় এনে অনেক দ্রুত মানুষের কাছে সার্ভিস পৌঁছে দিচ্ছে। এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর শুধু খুলনা সিটি কর্পোরেশনে হচ্ছে কিনা দেখা দরকার। এটা অনুমোদনের আগে বিভাগীয় শহরের সিটি কর্পোরেশনগুলোতে এবং অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনে এ রকম আঙ্গিকে চুক্তি হয়েছে কিনা খতিয়ে দেখা দরকার। তিনি লিগ্যাল এ্যাডভাইজারের মতামতের ভিত্তিতে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের বিষয়ে অনুমোদন করার প্রস্তাব করেন। **প্রশাসক** খুলনা সিটি কর্পোরেশনের প্যানেল আইনজীবীর মতামত গ্রহণ করার পর সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুমোদনের বিষয়ে বিবেচনা করা হবে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশ বিনিয়োগ কর্তৃপক্ষ (বিডা) এর সাথে কেসিসি কর্তৃক প্রদত্ত ট্রেড লাইসেন্স সেবা সংযুক্ত করার লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর সংক্রান্ত বিষয়ে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের প্যানেল আইনজীবীর মতামত গ্রহণ করার পর উক্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর বিষয়ে বিবেচনা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	১৩। খুলনাস্থ ডাক বাংলা মোড়ের যানজট নিরসন প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)** খুলনাস্থ ডাক বাংলা মোড়ের যানজট নিরসন এর বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন। **জনাব এস,কে,এম তাছাদুজ্জামান, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অফিসার** বলেন, ডাক বাংলো মোড় থেকে পাওয়ার হাউজ মোড় পর্যন্ত সব সময় রাস্তার উপর ইজিবাইক, সিএনজি ও রিক্সা রাখে বিধায় যানজট সৃষ্টি হয়। ডাক বাংলোর মোড়ে কিছু দোকানও আছে। সেখানে একটা বাথরুম ছিল। সেটা এখন নাই বিধায় তদস্থলে ছোট পরিসরে একটা বাথরুম করা দরকার। ঐ বেবিস্ট্যান্ডের নেতাদের কারণে সেখানে কোন কাজ করতে পারা যায়নি। উক্ত স্থানের রাস্তা আরো চওড়া করতে পারলে কিছুটা যানজট নিরসন হবে। **জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান রহিম, সিনিয়র লাইসেন্স অফিসার** বলেন, ডাক বাংলো মোড়ে বেবিস্ট্যান্ডের জায়গাটি রোডস এন্ড হাইওয়ের জায়গা এবং এর কিছু অংশ জমি সিটি কর্পোরেশনের। বড় বাজার এলাকায় অনেকগুলো মার্কেট এবং ক্লে-রোড এসব জায়গায়ও মারাত্মক যানজট হয়। ডাক বাংলাকে কেন্দ্র করে ইঞ্জিন চালিত রিক্সা, অটো রিক্সা, সিএনজি এসব একই জায়গায় আবদ্ধ থাকে। ঐ স্ট্যান্ডের পাশে অব্যবহৃত অনেক স্পেস আছে। উক্ত জায়গাটাকে বিউটিফিকেশনের আওতায় এনে অটো রিক্সা/রিক্সা এবং সিএনজি একদিক দিয়ে ঢুকবে এবং অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে যাবে। পূর্ত বিভাগ ও বিউটিফিকেশনের কাজ যারা করে তাদের দিয়ে এ রকম সেট-আপ করে দিতে পারলে যানজট নিরসন করা যেতে পারে। এ জায়গাগুলো নিয়ন্ত্রণে এনে সুন্দর একটি আধুনিক স্ট্যান্ড বানানো যায়। অটোরিক্সা, সিএনজি অনেক অনিয়ন্ত্রিত হয়ে গেছে। এসব কাজ পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতা পেলে ফেব্রুয়ারি '২৫ মাসের মধ্যে যানজট নিরসন করা সম্ভব। **জনাব গাজী সালাউদ্দিন, এস্টেট অফিসার** বলেন, ডাকবাংলো মোড়ে কেসিসি'র বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট এর নেতৃত্বে কেএমপি'র সহযোগিতায় অনেকগুলো অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। অভিযানকালে সেখানে মনে হয়েছে ডাকবাংলো মসজিদের কোনা থেকে ফেরিঘাট মোড় পর্যন্ত রাস্তার বামপাশে বেশ বড় একটা জায়গা বেবি রাখার মত স্থান আছে, যা ফাঁকা থাকে। এটাকে দুটো কারণ চিহ্নিত করা যায়। ঐ স্পেসটা একটু সংস্কার করে বেবি/সিএনজি/মাহিন্দ্রা রাখার জায়গা বানানো যায়। ঐ স্থানে খোয়া একটু উঠে যাবার কারণে ভঙ্গুর স্থানে গাড়ি রাখে না। সেখানে কিছু সংস্কার বা উন্নয়ন করা দরকার। এক সময় অটো রিক্সা ডাকবাংলো পর্যন্ত আসতো না, তারা ফেরিঘাট পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকতো। পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে ৫ আগস্টের পরে তারা ডাকবাংলোয় ঢুকেছে, সেখানে কিছু উন্নয়নমূলক কাজ করতে হবে এবং বেবি ইউনিয়নের লোকসহ একটি কমিটি করে দুই ইউনিয়নের লোকদেরকে নিয়ে মিটিং করে উক্ত জায়গাটি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হবে।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে খুলনা শহরে অটো রিক্সা/ইজিবাইক চলাচলে শৃঙ্খলা আনায়নের লক্ষ্যে ইজিবাইকের ড্রাইভারদের প্রশিক্ষণ ও GR সম্বলিত নেমপ্লেট দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৪র্থ সাধারণ সভা : **২৫/০৩**/২০২৫ খ্রি. তারিখ ।

তারিখ	আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
২৫/০৩/২৫	১।গত ৩১/১২/২০২৪ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত ১ম সভার কার্যবিবরণী পঠন ও নিশ্চিতকরণ। (উক্ত কার্যবিবরণীর ৬নং আলোচ্যসূচির বিপরীতে গৃহীত সিদ্ধান্তে ইউএনডিপি'র ৭৫ জনের স্থলে জিওবি ইউনিসেফ সাহায্যপুষ্ট ইউডিসি'র ২৮+২৫=৫৩ জনের বিষয়ে সংশোধন)।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, কেসিসি**, উপস্থিত সকলকে সালাম ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন পূর্বক বলেন, গত ৩১/১২/২০২৪ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত ১ম সভার কার্যবিবরণীর ৬নং আলোচ্যসূচির বিপরীতে অলোচনা অংশে (১১ পৃষ্ঠায়) প্রশাসনিক কর্মকর্তার বক্তব্যে ইউএনডিপি'র ৭৫ জন স্থলে "জিওবি ইউনিসেফ সাহায্যপুষ্ট ইউডিসি'র ২৮ জন কো-অর্ডিনেটরদের আত্মীকরণ করার পরেও পরবর্তীতে তাদের বেতন-ভাতা কেসিসি থেকে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং উক্ত প্রকল্পের নো-ওয়ার্ক-নো-পে ভিত্তিতে ২৫ জন কর্মচারীসহ মোট (২৮+২৫)=৫৩জন কর্মচারী মহামান্য হাইকোর্টে রীট মামলা দায়ের করে রায় প্রাপ্ত হয়, যা বর্তমানে মহামান্য আপিল বিভাগে শুনানীর অপেক্ষায় আছে" কথাটি সংশোধন হবে। এ ছাড়া সিদ্ধান্তে "ইউএনডিপি'র ৭৫ জনের বিষয়ে আদালতের রায় সম্পর্কে কথাটির স্থলে "জিওবি ইউনিসেফ সাহায্যপুষ্ট ইউডিসি'র স্কেলভুক্ত ২৮ জন কো-অর্ডিনেটর ও নো-ওয়ার্ক-নো-পে হিসেবে কর্মরত ২৫ জনসহ মোট (২৮+২৫)=৫৩ জনের বিষয় আদালতের রায় সম্পর্কে" কথাটি সংশোধন হবে। উক্ত কার্যবিবরণী সম্পর্কে উপস্থিত আর কারো কোন বক্তব্য না থাকায় গত ৩১/১২/২০২৪ খ্রি: তারিখ অনুষ্ঠিত ১ম সভার কার্যবিবরণীর ৬নং আলোচ্যসূচির বিপরীতে উল্লিখিত আলোচনা অংশে এবং সিদ্ধান্তে সংশোধন পূর্বক ১ম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত/দৃঢ়ীকরণ করা যেতে পারে।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে গত ৩১/১২/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত ১ম সভার কার্যবিবরণীর ৬নং আলোচ্যসূচির বিপরীতে আলোচনা অংশে (১১ পৃষ্ঠায়) প্রশাসনিক কর্মকর্তার বক্তব্যে 'ইউএনডিপি'র ৭৫ জন' স্থলে "জিওবি ইউনিসেফ সাহায্যপুষ্ট ইউডিসি'র ২৮ জন কো-অর্ডিনেটরদের আত্মীকরণ করার পরেও পরবর্তীতে তাদের বেতন-ভাতা কেসিসি থেকে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং উক্ত প্রকল্পের নো-ওয়ার্ক-নো-পে ভিত্তিতে ২৫ জন কর্মচারীসহ মোট (২৮+২৫)=৫৩জন কর্মচারী মহামান্য হাইকোর্ট রীট মামলা দায়ের করে রায় প্রাপ্ত হয়, যা বর্তমানে মহামান্য আপিল বিভাগে শুনানীর অপেক্ষায় আছে" কথাটি সংশোধন এবং সিদ্ধান্তে "ইউএনডিপির ৭৫ জনের বিষয়ে আদালতের রায় সম্পর্কে" কথাটির স্থলে "জিওবি ইউনিসেফ সাহায্যপুষ্ট ইউডিসি'র স্কেলভুক্ত ২৮ জন কো-অর্ডিনেটর ও নো-ওয়ার্ক-নো-পে হিসেবে কর্মরত ২৫ জনসহ মোট (২৮+২৫)=৫৩ জনের বিষয় আদালতের রায় সম্পর্কে" কথাটি সংশোধন পূর্বক আলোচ্য কার্যবিবরণী নিশ্চিত/ দৃঢ়ীকরণ করা হলো।
২৫/০৩/২৫	৩।কেসিসি উন্নয়ন প্রকল্পের DPP প্রস্তুত কল্পে Feasibility study, EIA, GIS mapping ইত্যাদি প্রণয়নের জন্য খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ ডিসিপ্লিনকে সম্পৃক্ত করার বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব), কেসিসি** উন্নয়ন প্রকল্পের DPP প্রস্তুত কল্পে Feasibility study, EIA, GIS mapping ইত্যাদি প্রণয়নের জন্য খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ডিসিপ্লিন-কে সম্পৃক্ত করার বিষয়টি উপস্থাপন করেন। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জনাব আবির উল জব্বার, চীফ প্লানিং অফিসার, কেসিসি কে ব্যাখ্যা করার অনুরোধ জানান। **জনাব আবির উল জব্বার, চিফ প্লানিং অফিসার, কেসিসি** বলেন, যখন প্রকল্প প্রস্তাব করা হয় তখন DPP প্রস্তুত করার সময় Feasibility study, EIA, GIS mapping এবং প্রজেক্ট যখন ইমপ্লিমেন্ট করা হয় তখন Survey mapping ও EIA প্রয়োজন হয়। এই টেকনিক্যাল বিষয়গুলো কেসিসিতে নাই। এখানে Expert ও Equipment না থাকার কারণে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, কুয়েট ও খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এর বিভিন্ন ডিসিপ্লিন-কে জড়িত করে এই কাজগুলো করা হয়। বাইরে থেকে করতে গেলে কনসালট্যান্সি ফার্ম-কে বেশি টাকা দিতে হয়ে, তার থেকে সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে DPM-এ এই কাজগুলো করা যায়। এইগুলো DPP প্রণয়নের সময় এখানে দরকার, তা না হলে পূর্ণাঙ্গ DPP হয় না। যেহেতু পরিকল্পনা কমিশনের পরিপত্র ২০২২ অনুযায়ী এ কার্যক্রম নিতে হবে, সেহেতু এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া প্রয়োজন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে কেসিসি উন্নয়ন প্রকল্পের DPP প্রস্তুত কল্পে Feasibility study, EIA, GIS mapping ইত্যাদি প্রণয়নের জন্য খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ ডিসিপ্লিনকে সম্পৃক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

তারিখ	আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
২৫/০৩/২৫	৪। আলুতলা স্লুইচগেট ও লবনচরা স্লুইচগেট, পাম্প হাউজ নির্মাণে খুলনা সিটি কর্পোরেশন ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মধ্যে MOU বিষয়ে আলোচনা সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব আবির উল জব্বার, চিফ প্লানিং অফিসার, কেসিসি** আলুতলা স্লুইচগেট ও লবণচরা স্লুইচ গেট নির্মাণ এবং লবণচরাতে জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য নতুন একটা পাম্প হাউজ স্থাপন করতে হবে। ঐ স্লুইচ গেট দুইটি বাংলাদেশ ওয়াটার ডেভলপমেন্ট বোর্ডের তৈরি করা। তারা বলেছে স্লুইচ গেট দুইটি ভাঙ্গা যাবে না, তবে মেরামত করা যাবে। ঐ প্রজেক্টে পাম্প হাউজও ধরা আছে। ঢাকা হেড অফিসে তাদের সাথে বৈঠক হয়েছে। দাতা সংস্থা জার্মান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এবং কেসিসি ও ওয়াটার বোর্ডের সাথে যৌথ বৈঠক হয়েছে। তারা প্রাথমিকভাবে MOU সাবমিট করেছে, অনুমোদন নিতে হবে। তাদের স্ট্রাকচার ঠিক রাখতে হবে। প্রয়োজনে বড় করতে হলে ঐ স্লুইচ গেটের পাশে নতুন স্ট্রাকচার করা যাবে। জায়গাটি পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিধায় তাদের সাথে একটা MOU করা প্রয়োজন। MOU ছাড়া উক্ত প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না। **জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী কেসিসি** বলেন, স্লুইচ গেট দুইটির জায়গা ওয়াটার ডেভলপমেন্ট বোর্ডের বিধায় তাদের সাথে কেসিসি'র MOU ছাড়া জার্মান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করবে না। এজন্য MOU না করলে হবে না। **প্রশাসক** বলেন, কেসিসি'র স্বার্থে উল্লিখিত প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য MOU স্বাক্ষর করা যেতে পারে।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে আলুতলা স্লুইচগেট এবং লবনচরা স্লুইচগেট ও পাম্প হাউজ নির্মাণে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য খুলনা সিটি কর্পোরেশন ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের মধ্যে সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
২৫/০৩/২৫	৫। Water as leverage Natural drainage system for Khulna City শীর্ষক প্রকল্পের DPP প্রণয়নের ক্ষেত্রে Loan নেয়ার বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব আবির উল জব্বার, চিফ প্লানিং অফিসার, কেসিসি** Water as leverage Natural drainage system for Khulna City শীর্ষক প্রকল্পের DPP প্রণয়নের ক্ষেত্রে Loan নেয়ার বিষয়টি উপস্থাপন করেন এবং বলেন, Water as leverage Natural drainage system for Khulna City'র ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি কমপ্লিট এবং এটি ১৩০১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকার প্রজেক্ট। এই প্রজেক্টের ৫০% অনুদান হিসাবে ৬৫০ কোটি টাকা দিবে নেদার ল্যান্ডস সরকার। এর ভিতরে জিওবি ফায়ন্যান্স বাংলাদেশ সরকার ট্যাক্স, ভ্যাট ও ল্যান্ড এ্যাকুইজেশন এবং রি-সেটেলমেন্ট বাবদ ২১৮ কোটি ২০ লক্ষ টাকা দিবে। এখন বাকি রয়েছে প্রজেক্ট লোন। প্রজেক্ট লোন নিতে হবে ৪৩২ কোটি টাকা। বিভিন্ন ডোনার এজেন্সির সাথে ৪৩২ কোটি টাকার লোন নেওয়ার জন্য বাই-লেটারাল আলাপ করা হয়েছে। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এই লোন দিতে রাজি হয়েছে। এছাড়া ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (IDB) এর সাথে কেসিসি'র ক্রসপনডেস করা রয়েছে। আগামী ০৬ই এপ্রিল এই লোনের বিষয়ে মিটিং করা হবে। উক্ত লোন দুই রকমের হতে পারে, প্রথমতঃ বাংলাদেশ সরকার সরাসরি লোন নিতে পারে অথবা কেসিসি লোন নিবে। যদি বাংলাদেশ সরকার লোন নেয়, তবে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু সরকার যদি লোন না নেয় অথবা কেসিসিকে বলা হয় যে, তাদেরকে লোনের অর্থ পরিশোধ করতে হবে, তবে সেক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য তিনি অনুরোধ জানান। **জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)** বলেন, কেসিসি লোন নিতে পারবে, তবে এত অর্থ পরিশোধ করার সামর্থ নেই। **প্রশাসক** বলেন, ৪৩২ কোটি টাকা বাংলাদেশ সরকার লোন নিবে, আর কেসিসি এই অধিক টাকার লোন নেয়ার ঝুঁকি নিবে না, যা উপস্থিত সকলেও একমত পোষণ করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে "Water as leverage Natural drainage system for Khulna City" শীর্ষক প্রকল্পের DPP প্রণয়নের ক্ষেত্রে ৪৩২ (চারশত বত্রিশ কোটি) টাকা লোন নেয়ার ঝুঁকি কেসিসি গ্রহণ করবে না মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
২৫/০৩/২৫	১৯। খুলনা সিটি কর্পোরেশনের গুরুত্বপূর্ণ ও ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তা উন্নয়ন ও পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় শহর সৌন্দর্য্য বর্ধনের লক্ষ্যে ২২টি মোড় উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে। ট্রাফিক বিভাগ খুলনা এবং কনসালটেন্সি প্রতিষ্ঠান খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের RDCU বিভাগের পরামর্শে ও বাস্তবতার নিরিখে মোড়সমূহে ডিজাইন অনুসারে কাজের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি হচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের স্বার্থে পরবর্তীতে এস্টিমেট মূল্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে প্রকল্পটি সংশোধনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব শেখ মোহাম্মাদ মাসুদ করিম, নির্বাহী প্রকৌশলী (চ: দা:),** খুলনা সিটি কর্পোরেশনের গুরুত্বপূর্ণ ও ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তা উন্নয়ন ও পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় শহর সৌন্দর্য্য বর্ধনের লক্ষ্যে ২২টি মোড় উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে। ট্রাফিক বিভাগ খুলনা এবং কনসালটেন্সি প্রতিষ্ঠান খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের RDCU বিভাগের পরামর্শে ও বাস্তবতার নিরিখে মোড়সমূহে ডিজাইন অনুসারে কাজের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি হচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের স্বার্থে পরবর্তীতে এস্টিমেট মূল্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে প্রকল্পটি সংশোধনের বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন এবং তা অনুমোদনের অনুরোধ জানান। **জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী,** খুলনা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ২২টি মোড়ের উন্নয়ন ডিজাইন অনুসারে কাজের পরিমান হ্রাস বৃদ্ধি হচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের স্বার্থে এস্টিমেট মূল্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে প্রকল্পটি সংশোধনের বিষয়ে তিনি একমত পোষণ করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের গুরুত্বপূর্ণ ও ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তা উন্নয়ন ও পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় শহর সৌন্দর্য্য বর্ধনের লক্ষ্যে ২২টি মোড় উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে। ট্রাফিক বিভাগ খুলনা এবং কনসালটেন্সি প্রতিষ্ঠান খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের RDCU বিভাগের পরামর্শে ও বাস্তবতার নিরিখে মোড়সমূহে ডিজাইন অনুসারে কাজের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি হচ্ছে বিধায় প্রকল্পটি বাস্তবায়নের স্বার্থে পরবর্তীতে এস্টিমেট মূল্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে প্রকল্পটি সংশোধনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

তারিখ	আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
২৮/০৫/২৫	১।গত ২৫/০৩/২০২৫ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ৪র্থ সভার কার্যবিবরণী পঠন ও নিশ্চিতকরণ। (উক্ত কার্যবিবরণীর ১০নং আলোচ্যসূচির বিপরীতে আলোচনা অংশে জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান রহিম, সিনিয়র লাইসেন্স অফিসার, কেসিসি'র আলোচনায় ১১তম লাইনের শেষাংশে ৩,৪০,০০০/-(তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকার পরিবর্তে ২,৪০,০০০/-(দুইলক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকা সংশোধন হবে)।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব),** কেসিসি উপস্থিত সকলকে সালাম ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন পূর্বক বলেন, গত ২৫/০৩/২০২৫খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ৪র্থ সভার কার্যবিবরণী বোর্ডে সকলের সামনে দেয়া হয়েছে। উক্ত কার্যবিবরণীর ১৪ পৃষ্ঠায় ১০নং আলোচ্যসূচির বিপরীতে আলোচনা অংশে জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান রহিম, সিনিয়র লাইসেন্স অফিসার এর বক্তব্যে ১৬০০০ বর্গফুটের পরিবর্তে ১৬০০ বর্গফুট হবে এবং তার বক্তব্যের শেষাংশে ৩,৪০,০০০/-(তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকার পরিবর্তে ২,৪০,০০০/-(দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকা সংশোধন হবে এবং উক্ত কার্যবিবরণীর ১৭ পৃষ্ঠায় ১৩নং আলোচ্যসূচিতে এবং আলোচনা অংশে জনাব শেখ মোহাম্মাদ মাসুদ করিম, নির্বাহী প্রকৌশলী (চ:দা:) ও প্রধান প্রকৌশলী জনাব মশিউজ্জামান খান এর বক্তব্যে এবং সিদ্ধান্তে টাকার অংক কথায় লেখার স্থলে ''কুড়ি লক্ষ পঁচিশ হাজার'' এর পরিবর্তে ''দুইলক্ষ পঁচিশ হাজার'' হবে মর্মে সংশোধন পূর্বক অত্র কার্যবিবরণীর ১নং আলোচ্যসূচির বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত/দৃঢ়ীকরণ করা যেতে পারে। **প্রশাসক** বিগত ৪র্থ সভার কার্যবিবরণীর বর্ণিতাংশে ভুল সংশোধন পূর্বক উপস্থিত সকলের মতামতের ভিত্তিতে উক্ত কার্যবিবরণী নিশ্চিত/দৃঢ়ীকরণে একমত পোষণ করেন।	বিস্তারিত আলোচনামতে সর্বসম্মতিক্রমে গত ২৫/০৩/২০২৫ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ৪র্থ সভার কার্যবিবরণীর ১৪ পৃষ্ঠায় ১০নং আলোচ্যসূচির বিপরীতে আলোচনা অংশে জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান রহিম, সিনিয়র লাইসেন্স অফিসার এর বক্তব্যে ১৬০০০ বর্গফুটের পরিবর্তে ১৬০০ বর্গফুট হবে এবং তার বক্তব্যের শেষাংশে ৩,৪০,০০০/-(তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকার পরিবর্তে ২,৪০,০০০/-(দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকা সংশোধন হবে এবং উক্ত কার্যবিবরণীর ১৭ পৃষ্ঠায় ১৩নং আলোচ্যসূচিতে এবং আলোচনা অংশে জনাব শেখ মোহাম্মাদ মাসুদ করিম, নির্বাহী প্রকৌশলী (চ:দা:) ও প্রধান প্রকৌশলী জনাব মশিউজ্জামান খান এর বক্তব্যে এবং সিদ্ধান্তে টাকার অংক কথায় লেখার স্থলে ''কুড়ি লক্ষ পঁচিশ হাজার'' এর পরিবর্তে ''দুইলক্ষ পঁচিশ হাজার'' হবে মর্মে সংশোধন পূর্বক অত্র কার্যবিবরণী নিশ্চিত/দৃঢ়ীকরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
২৮/০৫/২৫	২।''Water as Leverage Natural Drainage solution for Khulna City" প্রকল্পটির নাম পরিবর্তন প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ (প্রসঙ্গাবিত নাম: Leveraging Flood Protection for Resilience Khulna City).	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব),** কেসিসি ''Water as Leverage Natural Drainage solution for Khulna City" প্রকল্পটির নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি এ বিষয়ে চিফ প্লানিং অফিসারকে বিস্তারিত উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। **জনাব আবির উল জববার, চিফ প্লানিং অফিসার**, কেসিসি বলেন, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে অনুসন্ধান কমিটিতে গত ১৩ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে এ প্রকল্পটি উপথাপন হয়। মূল প্রকল্পের নাম ছিল '' Water as Leverage Natural Drainage solution for Khulna City." নেদারল্যান্ড সরকার, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এবং বাংলাদেশ অর্থায়নে এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে। উক্ত অনুসন্ধান কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছিল প্রকল্পের শিরোনামে পূণর্বিন্যাস করে বৈদেশিক অনুসন্ধান কমিটির পরবর্তী সভায় প্রকল্পটি উপস্থাপন করা হবে। তারা কেসিসি থেকে প্রকল্পের নাম পরিবর্তন করে দাখিল করার প্রস্তাব করেছে। ইতোমধ্যে সেখানে তিনি প্রকল্পের একটি নাম প্রস্তাব করেছেন, সেটা হলো ''Leveraging Flood Protection for Resilience Khulna City)'' **লেঃ কঃ এস এম আফজানুল ইসলাম, সদস্য, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ**, খুলনা বলেন, প্রকল্পটির নতুন নাম ''Sustainable Flood Protection for Resilience Khulna City" দেয়া যেতে পারে। **প্রশাসক** বলেন, Resilience I Leverage শব্দদ্বয় একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। Resilience শব্দটি উন্নত বিশেষ প্রকল্প বিষয়ে জুড়ে দেয়। যেকোন পরিস্থিতিতে খাপ খাওয়াতে বাঁধ এ্যাফেক্টেড বা যে কোন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় এ শব্দটি প্রযোজ্য। তাই Resilience শব্দটি বাদ দেয়ার কোন সুযোগ নাই। এ শব্দটি রেখে অন্য কোন শব্দ পরিবর্তন করা যেতে পারে। Leverage শব্দটি বাদ দিয়ে একটা স্ট্যান্ডার্ড শব্দ দেয়া যায়। চীফ সিকিউরিটি অফিসারের প্রস্তাবিত প্রকল্পের নতুন নাম ''Sustainable Flood Protection for Resilience Khulna City" দেয়া যেতে পারে মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে ''Water as Leverage Natural Drainage solution for Khulna City" প্রকল্পটির নাম পরিবর্তন করে প্রকল্পের নতুন নাম ''Sustainable Flood Protection for Resilience Khulna City" নামে নামকরণ পূর্বক অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে অনুসন্ধান কমিটিতে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২৮/০৫/২৫	৬।প্রতি বছরের ন্যায় আসন্ন ''পবিত্র ঈদ উল-আযহা-২০২৫'' এ নির্দিষ্ট স্থানে পশু কোরবানি সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)**, কেসিসি, প্রতি বছরের ন্যায় আসন্ন ''পবিত্র ঈদ উল-আযহা-২০২৫'' এ নির্দিষ্ট স্থানে পশু কোরবানি সংক্রান্ত বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন এবং বলেন, কয়েক বছর যাবৎ খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ৩১ টি ওয়ার্ডে নির্ধারিত স্থানে কোরবানির পশু জবাই করা হয়। গত বছর কোরবানির পশু জবাই এর স্থানে ব্যবহারের জন্য চাটাই, পলিথিন ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য ওয়ার্ড প্রতি ৬/৭ হাজার টাকা এবং ৩১ টি ওয়ার্ডে মাইকে প্রচারনার জন্য ৩০,০০০/-টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। তিনি এবার প্রচার খাতে ১,০০০/- টাকা বাড়িয়ে ৩১,০০০/- টাকা ধার্য্য করার মতামত ব্যক্ত করেন। **জনাব গাজী সালাউদ্দিন, এষ্টেট অফিসার** বলেন, ইতিপূর্বে কেসিসি এলাকায় কোরবানির পশু জবাই এর জন্য ৩১ টি ওয়ার্ডে ৪১ টি স্পট নির্ধারণ করা হয়েছিল এবং উক্ত কাজে ওয়ার্ড প্রতি ৬,০০০-৬,৫০০/- টাকা বরাদ্দ ছিল এবং প্রচার বাবদ ৩১ টি ওয়ার্ডের জন্য ৩০,০০০/- টাকা ধার্য্য ছিল। এবারও ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দায়িত্ব দেয়া হলে প্রচারণা বাবদ ওয়ার্ড প্রতি ১,০০০/- টাকা হারে ৩১ টি ওয়ার্ডের জন্য মোট ৩১,০০০/- টাকা ধার্য্য করার বিষয়ে মতব্যক্ত করেন। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার আলোকে এবার প্রচার পত্র বিলি করতে হবে। **প্রশাসক** বলেন, পশু কোরবানির জন্য স্থান নির্ধারিত থাকবে। ওয়ার্ড প্রতি পূর্বের নির্ধারিত ব্যয় ঠিক থাকবে। কেন্দ্রীয়ভাবে ৩১ টি ওয়ার্ডে মাইকিং বাবদ ৩১,০০০/- টাকা বরাদ্দ থাকবে এবং এর সাথে সমগ্র কর্পোরেশন এলাকায় পুরো শহরে মাইকিং করার জন্য ৫,০০০/- টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ করা হবে। এ ব্যাপারে সকলেই সম্মতি প্রদান করেন। এছাড়াও কোরবানির বর্জ্য অপসারণ নিশ্চিত করার জন্য প্রতি ওয়ার্ডে ১টি করে ৩১টি ওয়ার্ডে ৩১টি ট্রাক বরাদ্দ থাকবে এবং বিকালের মধ্যে কোরবানির বর্জ্য অপসারণ নিশ্চিত করতে হবে। ঈদের পরের দিন যদি খবরের কাগজে হেড লাইন হয় তবে সাংবাদিক সম্মেলন করে প্রতিবাদ জানানো হবে যে, পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা দেয়া সত্বেও নগরবাসী এ সেবা গ্রহণ করে নাই। কোরবানির পশুর হাট সংলগ্ন ভৈরব নদীর ঘাট থেকে গরু হাটে আসবে। তাই নদীর ঘাটসহ রাস্তা-ঘাটের আইন-শৃঙ্খলা এবং ব্যাপারীদের টাকা-পয়সার বিষয়ে নিরাপত্তা জোরদার করতে হবে।	**বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ** **১।** নির্ধারিত স্থানে কোরবানির পশু জবাই নিশ্চিত করার জন্য বালতি, মগ, চাটাই ইত্যাদি ক্রয় ও সামিয়ানা ভাড়া বাবদ ওয়ার্ড প্রতি বিগত বছরের ন্যায় ৬,০০০/-টাকা থেকে ৬,৫০০/- টাকা করে ৩১টি ওয়ার্ডে ভ্যাটসহ মোট ২,২৫,৪০০/- (দুইলক্ষ পঁচিশ হাজার চারশত) টাকা ব্যয় অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২। ওয়ার্ড প্রতি ১,০০০/-(এক হাজার) টাকা ৩১ টি ওয়ার্ডে মাইকিং বাবদ ৩১,০০০/- (একত্রিশ হাজার) টাকা এবং এর সাথে সমগ্র কর্পোরেশন এলাকায় মাইকিং করার জন্য অতিরিক্ত ৫,০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকা বরাদ্দ রাখার সিদ্ধামত্ম গৃহীত হয়। ৩। ঈদের দিন বিকালের মধ্যে কোরবানির বর্জ্য অপসারণ নিশ্চিত করার জন্য প্রতি ওয়ার্ডে ১টি করে ৩১টি ওয়ার্ডে ৩১টি ট্রাক বরাদ্দ রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৪।খুলনা শহরে সর্বত্রে আইন-শৃংখলা বজায় রাখা এবং ব্যাপারীদের টাকা-পয়সার বিষয়ে নিরাপত্তা জোরদার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	৯।বসুপাড়া কবরস্থানে দাফনকৃত জুলাই'২৪ বিপ্লবের শহীদ সাকিব রায়হানের কবর সংরক্ষণ এবং রাস্তা উন্নয়নের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী, কেসিসি** বসুপাড়া কবরস্থানে দাফনকৃত জুলাই'২৪ বিপ্লবের শহীদ সাকিব রায়হানের কবর সংরক্ষণ এবং রাস্তা উন্নয়নের বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন এবং বলেন, গত সপ্তাহে গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা খুলনায় এসে শহীদ সাকিব রায়হানের কবর জিয়ারত করেছেন। তাঁর সাথে প্রশাসক মহোদয়, জিআইজি ছিলেন। প্রশাসক মহোদয়ের নির্দেশনায় কেসিসি'র রাজস্ব ও পূর্ত বিভাগ প্রয়োজন মোতাবেক রাসত্মা ও কবর সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে মর্মে তিনি মতব্যক্ত করেন। **জনাব এস কে এম তাছাদুজ্জামান, রাজস্ব কর্মকর্তা এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মকর্তা,** কেসিসি বলেন, সাকিব রায়হানের কবর জিয়ারতের সময় তিনিও কবরস্থানে গিয়েছিলেন। তাই উল্লিখিত এজেন্ডা দেয়া হয়েছে। তিনি উক্ত কবরখানার সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছিলেন। একটা ডিজাইন অনুযায়ী মাননীয় গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক সাকিব রায়হানের কবর সংরক্ষণ করার এবং রাস্তাটির সংস্কার করার আলোচনা হয়েছিল। **প্রশাসক** বসুপাড়া কবরস্থানে দাফনকৃত জুলাই'২৪ বিপ্লবের শহীদ সাকিব রায়হানের কবর সংরক্ষণের জন্য কবর পাঁকাকরণ এবং রাস্তা উন্নয়নের বিষয়ে একমত পোষণ করেন। গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টাকে এ বিষয়ে ফিডব্যাক প্রদানের জন্য তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন।	বিস্তারিত আলোচনামতে সর্বসম্মতিক্রমে বসুপাড়া কবরস্থানে দাফনকৃত জুলাই'২৪ বিপ্লবের শহীদ সাকিব রায়হানের কবর সংরক্ষণের জন্য কবর পাঁকাকরণ এবং কবরখানার রাস্তা উন্নয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৯.২ স্থায়ী কমিটির সভা

(১) অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ

(২) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটি

(৩) শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থাপনা (শিক্ষা ও স্বাস্থ্য) স্থায়ী কমিটি
শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থা কমিটির সদস্যবৃন্দ

(৪) নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি

(৫) হিসাব নিরীক্ষা ও রক্ষণ স্থায়ী কমিটি

(৬) নগর অবকাঠামো নির্মাণ ও সংরক্ষণ স্থায়ী কমিটি

(৭) পানি ও বিদ্যুৎ স্থায়ী কমিটি

(৮) সমাজকল্যাণ ও কমিউনিটি সেন্টার স্থায়ী কমিটি

(৯) পরিবেশ উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি

(১০) ক্রীড়া ও সংস্কৃতি স্থায়ী কমিটি

(১১) জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন স্থায়ী কমিটি

(১২) যোগাযোগ স্থায়ী কমিটি

(১৩) বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ স্থায়ী কমিটি

(১৪) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটি

অধ্যায় ১০: নাগরিক সম্পৃক্ততা

১০.১ ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটির (ডব্লিউএলসিসি) সভাঃ

১নং ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (WLCC) :

ক্র:	পদবী	নাম	কমিটির পদবী
ক)	ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জনাব মো; আবু সালেহ পাটওয়ারী	সভাপতি
খ)	-	-	সহ-সভাপতি
গ)	নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠী/বস্তি কমিউনিটি থেকে প্রতিনিধি (৩)	১। জনাব সাথী বেগম	সদস্য
		২। জনাব মদিনা হাওলাদার	সদস্য
		৩। জনাব ফারহানা ইয়াসমিন	সদস্য
ঘ)	সুশীল সমাজ/এনজিও থেকে প্রতিনিধি (৫)	১। জনাব কাজী নাসিবুল হাসান সানু	সদস্য
		২। জনাব এস এম আজিজুর রহমান স্বপন	সদস্য
		৩। জনাব সৈয়দ মঈনুল ইসলাম	সদস্য
		৪। জনাব সেলিম রেজা	সদস্য
		৫। জনাব শেখ মো: কবির হোসেন টিটো	সদস্য
ঙ)	পেশাজীবি গ্রুপ থেকে প্রতিনিধি (২)	জনাব মো: বেলায়েত হোসেন	সদস্য
		জনাব মো: আজিজুল ইসলাম শামীম	সদস্য
চ)	সামাজিক/সাংস্কৃতিক/যুবক্রিয়া এবং খেলাধুলা বিষয়ক প্রতিনিধি (২)	জনাব পারভেজ মিজান	সদস্য
		২। জনাব মো: আল মামুন	সদস্য
ছ)	নারী প্রতিনিধি	১। জনাব হামিদা খাতুন	সদস্য
		২। জনাব মাছুমা আক্তার	সদস্য
জ)	মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি	জনাব মো: চানমিয়া হাওলাদার	সদস্য
ঝ)	মিডিয়া প্রতিনিধি	জনাব শেখ বদর উদ্দিন	সদস্য
ঞ)	মেয়র কর্তৃক মনোনীত একজন কর্মকর্তা/ওয়ার্ড সচিব	জনাব পরিমল চন্দ্র বিশ্বাস	সদস্য সচিব

ওয়ার্ড নং-০১ এর ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (WLCC) এর সভা :

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/সুপারিশসমূহ
২০/০৫/২০২৪	পরিবেশ বিপর্যয় রোধে বৃক্ষ রোপনে নাগরিকদের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা ।	পরিবেশ রক্ষার্থে বৃক্ষরোপনে নাগরিকদের উদ্ভুদ্ব করতে হবে এবং প্রত্যেক নাগরিকের হাতে চারা গাছ তুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	ওয়ার্ডে যেখানে যেখানে খালি জায়গা আছে সেখানে ওয়ার্ড অফিসের পক্ষ হতে বৃক্ষ রোপন সম্পর্কে আলোচনা।	খুলনা সিটি কর্পোরেশনের সাথে যোগাযোগ করে ওয়ার্ডের যে সকল রাস্তার পাশে খালি জায়গা আছে, সেই সকল স্থানে গাছ লাগানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	মশক নিধন সম্পর্কে আলোচনা।	মশার উপদ্রব হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিয়মিত ফগার মেশিনদ্বারা এলাকায় স্প্রে-করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
		ওয়ারেশ কায়েমসনদ পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে অধীকতর তদন্ত সাপেক্ষে স্বচ্ছতার সহিত দ্রুত সময়ের মধ্যে সনদ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২নং ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (WLCC) :

ক্র:	পদবী	নাম	কমিটির পদবী
ক)	ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জনাব আজিজুন নাহার বেলা	সভাপতি
খ)	-	-	সহ-সভাপতি
গ)	নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠী/বস্তি কমিউনিটি থেকে প্রতিনিধি (৩)	১। মো: জামাল হোসেন	সদস্য
			সদস্য
			সদস্য
ঘ)	সুশীল সমাজ/এনজিও থেকে প্রতিনিধি (৫)	১। সুমা দাশ	সদস্য
ঙ)	পেশাজীবি গ্রুপ থেকে প্রতিনিধি (২)	১।জাহিদুর রহমান	সদস্য
			সদস্য
চ)	সামাজিক/সাংস্কৃতিক/যুবক্রিয়া এবং খেলাধুলা বিষয়ক প্রতিনিধি (২)		সদস্য
			সদস্য
ছ)	নারী প্রতিনিধি	১। মলি চৌধুরী	সদস্য
			সদস্য
জ)	মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি		সদস্য
ঝ)	মিডিয়া প্রতিনিধি		সদস্য
ঞ)	মেয়র কর্তৃক মনোনীত একজন কর্মকর্তা/ওয়ার্ড সচিব	গোলাম মোস্তফা	সদস্য সচিব

ওয়ার্ড নং-০২ এর ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (WLCC) এর সভা :

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/সুপারিশসমূহ
১৭/০৬/২০২৫	ওয়ার্ডে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে আলোচনা।	২নং ওয়ার্ডের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ দ্রুত গতিতে করতে হবে। যাতে জন সাধারণের কোন প্রকার ক্ষতি না হয় এবং জনগন সঠিক সেবা পায় সেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	বৃক্ষ রোপন সম্পর্কে আলোচনা	২নং ওয়ার্ডে পরিবেশ ভাল রাখার জন্য বিভিন্ন ফাকা জায়গায় বৃক্ষ রোপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৩নং ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (WLCC) :

ক্র:	পদবী	নাম	কমিটির পদবী
ক)	ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জনাব মো: অহিদুজ্জামান খান	সভাপতি
খ)	-	-	সহ-সভাপতি
গ)	নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠী/বস্তি কমিউনিটি থেকে প্রতিনিধি (৩)	১। মো: হুমায়ুন কবির	সদস্য
		২। হেলেনা বেগম	সদস্য
		৩। আফরিন নাহার লিজা	সদস্য
ঘ)	সুশীল সমাজ/এনজিও থেকে প্রতিনিধি (৫)	১।মো: আব্দুর রশিদ	সদস্য
		২। মুসলিমা	সদস্য
		৩। হোসেন শহীদ সালাহউদ্দিন	সদস্য
		৪। জোসনা খাতুন	সদস্য
		৫। শ্যামলী দাস	সদস্য
ঙ)	পেশাজীবি গ্রুপ থেকে প্রতিনিধি (২)	১। শেখ হেদায়েত হোসেন	সদস্য
		২। মো: হাবিবুর রহমান	সদস্য
চ)	সামাজিক/সাংস্কৃতিক/যুবক্রিয়া এবং খেলাধুলা বিষয়ক প্রতিনিধি (২)	১। মো: রাকিবুল ইসলাম	সদস্য
		২। মো: মানিক গাজী	সদস্য
ছ)	নারী প্রতিনিধি	১। মাহমুদা খাতুন	সদস্য
		২। আসমা খাতুন	সদস্য
জ)	মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি	মো: আলতাফ হোসেন	সদস্য
ঝ)	মিডিয়া প্রতিনিধি	রানা	সদস্য
ঞ)	মেয়র কর্তৃক মনোনীত একজন কর্মকর্তা/ওয়ার্ড সচিব	মো: আনোয়ার হোসেন	সদস্য সচিব

ওয়ার্ড নং-০৩ এর ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (WLCC) এর সভা :

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/সুপারিশসমূহ
২৪/০৬/২৫	পরিবেশ বিপর্যয় রোধে বৃক্ষ রোপনে নাগরিকদের ভূমিকা	পরিবেশ বিপর্যয় রোধে সকলকে বৃক্ষ রোপন করার পরামর্শ প্রদান করা হয়।
	ডেঙ্গু মহামারী আকার ধারণ করছে যার প্রতিরোধ ব্যবস্থা করা প্রসঙ্গে	ডেঙ্গু ও চিকনগুনিয়া রোধকল্পে ওয়ার্ডে কর্মকর্তা-কর্মচারী, সরকারি ও বে-সরকারি এনজিওদের সমন্বয়ে মত বিনিময় সভা করা হয় এবং গরীব অসহায়, প্রতিবন্ধীদের মশারী বিতরণ করা হয়।
	পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম	সামনে দূর্গা পূজা উপলক্ষে পূজা মন্ডপগুলা, তার আশে পাশে এবং ওয়ার্ডের অপরিস্কার স্থানগুলো পরিস্কার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

৪নং ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (WLCC):

ক্র:	পদবী	নাম	কমিটির পদবী
ক)	ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	মো: আলমগীর কবির বিশ্বাস	সভাপতি
খ)	-	-	সহ-সভাপতি
গ)	নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠী/বস্তি কমিউনিটি থেকে প্রতিনিধি (৩)	মো: লিয়াকত হোসেন লাবলু	সদস্য
		মো: সোহেল মোল্যা মো: কামরুল মোল্যা	সদস্য
ঘ)	সুশীল সমাজ/এনজিও থেকে প্রতিনিধি (৫)	পপি সুলতানা	সদস্য
		আইরিন সুলতানা	সদস্য
		মনিরা বশির মো: শিবলু শেখ মো: ইসলাম হোসেন	সদস্য
ঙ)	পেশাজীবি গ্রুপ থেকে প্রতিনিধি (২)	মো: মাহাবুর মোড়ল	সদস্য
		মো: আদম শেখ	সদস্য
চ)	সামাজিক/সাংস্কৃতিক/যুবক্রিয়া এবং খেলাধুলা বিষয়ক প্রতিনিধি (২)	শেখ আশরাফ হোসেন	সদস্য
		ডা: মাহাবুবুর রহমান	সদস্য
ছ)	নারী প্রতিনিধি	রুমা পারভীন	সদস্য
		ফিরোজা বেগম	সদস্য
জ)	মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি		সদস্য
ঝ)	মিডিয়া প্রতিনিধি	মো: আশিকুর রহমান	সদস্য
ঞ)	মেয়র কর্তৃক মনোনীত একজন কর্মকর্তা/ওয়ার্ড সচিব	মো: মিরাজুল ইসলাম	সদস্য সচিব

ওয়ার্ড নং-০৪ এর ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (WLCC) এর সভা :

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/সুপারিশসমূহ
৩০/০৩/২০২৫	জনগণকে পৌর কর, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ফিস, ট্রেড লাইসেন্স ফিস, ইত্যাদি প্রদানের জন্য সচেতন করা	জন্ম মৃত্যু নিবন্ধনের জন্য নিধর্ধারিত ফিস প্রদান, সময়মত হোল্ডিং ট্যাক্স প্রদান, সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ করছেন কিনা এ বিষয় পর্যবেক্ষনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	সড়ক বাতি ও নিরাপদ পানি সরবরাহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।	সড়ক বাতি ও নিরাপদ পানি সরবরাহ করার জন্য ওয়ার্ডের বিভিন্ন মহল্লায় দায়িত্বরত ব্যক্তিদের নিয়ে পরিচিতি মূলক সভা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে আলোচনা	উঠান বৈঠক এবং ধর্মীয় উপসানলয়ে চিঠির মাধ্যমে পদক্ষেপ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৫নং ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (WLCC) :

ক্র:	পদবী	নাম	কমিটির পদবী
ক)	ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জনাব গাজী সালাউদ্দীন	সভাপতি
খ)	-	-	সহ-সভাপতি
গ)	নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠী/বস্তি কমিউনিটি থেকে প্রতিনিধি (৩)	রুকাইয়া খলিফা	সদস্য
		মোসা: ইয়াসমিন বেগম রিমা আক্তার	সদস্য
ঘ)	সুশীল সমাজ/এনজিও থেকে প্রতিনিধি (৫)	সরদার আরব আলী মো: খবির উদ্দীন মৃফতি মোা: সাইফুল ইসলাম নুর ইসলাম বাচ্চু জাহিদ হাসান খশবু	সদস্য
ঙ)	পেশাজীবি গ্রুপ থেকে প্রতিনিধি (২)	মো: মিজানুর রহমান	সদস্য
		শাহিন আজাদ মিঠু	
চ)	সামাজিক/সাংস্কৃতিক/যুবক্রিয়া এবং খেলাধুলা বিষয়ক প্রতিনিধি (২)	মেহেদী হাসান রাফাত আহমেদ রিয়াজ	সদস্য
ছ)	নারী প্রতিনিধি	ফাহিমা আহমেদ	সদস্য
		রাবেয়া বেগম	সদস্য
জ)	মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি		
ঝ)	মিডিয়া প্রতিনিধি	মো: আশিকুর রহমান	সদস্য
ঞ)	মেয়র কর্তৃক মনোনীত একজন কর্মকর্তা/ওয়ার্ড সচিব	শেখ মো: জুলফিকার আলী	সদস্য সচিব

ওয়ার্ড নং-০৫ এর ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (WLCC) এর সভা :

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/সুপারিশসমূহ
১৮/৬/২৫	বৃক্ষ রোপন সম্পর্কে আলোচনা	বৃক্ষ রোপন অভিযান সফল করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	ওয়ার্ডের বিভিন্ন ড্রেন, রাস্তা, কালভার্ট , ঈদগাহ ইত্যাদি মেরামত, সংস্থার, এসটিএস নির্মাণ সম্পর্কে আলোচনা।	প্রকল্পগুলি নির্মানে যথাসম্ভব দ্রুত বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

০৬নং ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (WLCC):

ক্র:	পদবী	নাম	কমিটির পদবী
ক)	ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জনাব গাজী সালাউদ্দীন	সভাপতি
খ)	-	-	সহ-সভাপতি
গ)	নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠী/বস্তি কমিউনিটি থেকে প্রতিনিধি (৩)	১। হীরা খাতুন	সদস্য
		২। রেখা রাণী	সদস্য
		৩। তিথি সরকার	সদস্য
ঘ)	সুশীল সমাজ/এনজিও থেকে প্রতিনিধি (৫)	১। সরদার রফিকুল ইসলাম	সদস্য
		২। মো: জয়নাল আবেদীন	সদস্য
		৩। শেখ আনসার আলী	সদস্য
		৪। গালিব মাহমুদ	সদস্য
		৫। মো: জাহিদ হাসান	সদস্য
ঙ)	পেশাজীবি গ্রুপ থেকে প্রতিনিধি (২)	১। মো: গোলাম মোস্তফা	সদস্য
		২। মো: সাইফুজ্জামান	সদস্য
চ)	সামাজিক/সাংস্কৃতিক/যুবক্রিয়া এবং খেলাধুলা বিষয়ক প্রতিনিধি (২)	১। মো: ইব্রাহিম শেখ	সদস্য
		২। মো: আনিছুল হক	সদস্য

ছ)	নারী প্রতিনিধি	১। আয়শা আক্তার	সদস্য
		২। মুন্নি আক্তার	সদস্য
জ)	মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি	শেখ সাত্তারুজ্জামান	সদস্য
ঝ)	মিডিয়া প্রতিনিধি	মো: আশিকুর রহমান	সদস্য
ঞ)	মেয়র কর্তৃক মনোনীত একজন কর্মকর্তা/ওয়ার্ড সচিব	মো: আবু মুসা	সদস্য সচিব

ওয়ার্ড নং-০৬ এর ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (WLCC) এর সভা :

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/সুপারিশসমূহ
২০/০৩/২৫	ওয়ার্ডে উন্নয়ন মূলক কাজের তদারকি প্রসঙ্গে	ওয়ার্ডে উন্নয়ন মূলক কাজের গুনগত মান সঠিক রাখতে পর্যবেক্ষন কমিটি গঠন করার সুপারিশ গৃহীত হয়।
	পৌর কর, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ফিস ট্রেড লাইসেন্স ফিস, ইত্যাদি প্রদানের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি	পৌর কর, জন্ম মৃত্যু নিবন্ধনের জন্য নিধর্ধারিত ফিস প্রদান, সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ করছেন কিনা এ বিষয় পর্যবেক্ষনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	ওয়ার্ডে সড়ক বাতি ও নিরাপদ পানি সরবরাহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।	ওয়ার্ডে সড়ক বাতি ও নিরাপদ পানি সরবরাহ করার জন্য বিভিন্ন মহল্লায় দায়িত্বরত ব্যক্তিদের নিয়ে পরিচিতি মূলক সভা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষ রোপন সম্পর্কে আলোচনা	ওয়ার্ডের ফাকা জায়গায় বৃক্ষ রোপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৭নং ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (WLCC) :

ক্র:	পদবী	নাম	কমিটির পদবী
ক)	ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান	সভাপতি
খ)	-	-	সহ-সভাপতি
গ)	নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠী/বস্তি কমিউনিটি থেকে প্রতিনিধি (৩)	জনাব ঋতু বেগম	সদস্য
		জনাব শারমিন সুলতানা খুকুমনি	সদস্য
		জনাব হোসনেয়ারা (ময়না)	সদস্য
ঘ)	সুশীল সমাজ/এনজিও থেকে প্রতিনিধি (৫)	জনাব মো: লিটন খান	সদস্য
		জনাব শেখ জাকির হোসেন	সদস্য
		জনাব মাহবুব আলম বাদশা	সদস্য
		জনাব মাহিনুর	সদস্য
		জনাব পূর্ণিমা	সদস্য
ঙ)	পেশাজীবি গ্রুপ থেকে প্রতিনিধি (২)	জনাব শেখ রিয়াজ শাহেদ	সদস্য
		জনাব মো: হাফিজুর রহমান তুহিন	সদস্য
চ)	সামাজিক/সাংস্কৃতিক/যুবক্রিয়া এবং খেলাধুলা বিষয়ক প্রতিনিধি (২)	জনাব মো: আসমাত আলী হৃদয়	সদস্য
		জনাব মুসফিকুর রহমান ইলিয়াস	সদস্য
ছ)	নারী প্রতিনিধি	জনাব পারুল আক্তার	সদস্য
		জনাব আফিয়া নাজনীন তারা	সদস্য
জ)	মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি	জনাব বীর মুক্তিযোদ্ধা আতিয়ার রহমান	সদস্য
ঝ)	মিডিয়া প্রতিনিধি	জনাব শেখ আলাউদ্দিন	সদস্য
ঞ)	মেয়র কর্তৃক মনোনীত একজন কর্মকর্তা/ওয়ার্ড সচিব	জনাব এস এম ওয়াহিদুজ্জামান	সদস্য সচিব

ওয়ার্ড নং-০৭ এর ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (WLCC) এর সভা :

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/সুপারিশসমূহ
১৮/৫/২০২৫	পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষ রোপনে নাগরিকদের ভূমিকা	ওয়ার্ডে যে সকল এনজিও কাজ করে থাকে তাদের সাথে যোগাযোগ করে ওয়ার্ডের শ্রমিকদের সমন্বয়ে এই বৃক্ষরোপন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার জন্য সকলে এমত পোষণ করেন।
	ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধে সচেতনতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ	এডিস মশার উৎপত্তি স্থান চিহ্নিত করে উহার প্রতিকারের জন্য অতি সত্বর আলোচনা করে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৮নং ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (WLCC):

ক্র:	পদবী	নাম	কমিটির পদবী
ক)	ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জনাব উজ্জ্বল কুমার সাহা	সভাপতি
খ)		জনাব বিপ্লবুর রহমান কুদ্দুস	সহ-সভাপতি
গ)	নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠী/বস্তি কমিউনিটি থেকে প্রতিনিধি (৩)	১। আব্দুল্লাহ আল ফয়সাল	সদস্য
		২। মো: জাকির হোসেন	সদস্য
		৩। মো: দুখু	সদস্য
ঘ)	সুশীল সমাজ/এনজিও থেকে প্রতিনিধি (৫)	১। মো: সাইফুল আলম	সদস্য
		২। মো: সবুজ হোসেন	সদস্য
		৩। মো: জাহাঙ্গীর কবির	সদস্য
		৪। মো: সাইদুর রহমান	সদস্য
		৫। মো: মোকছেদুল আলম	সদস্য
ঙ)	পেশাজীবি গ্রুপ থেকে প্রতিনিধি (২)	১। মো: আসিফ ইকবাল	সদস্য
		২। আহসান উল্লাহ	সদস্য
চ)	সামাজিক/সাংস্কৃতিক/যুবক্রিয়া এবং খেলাধুলা বিষয়ক প্রতিনিধি (২)	১। মো: সাইদুল ইসলাম	সদস্য
		২। মো: আবু সালেহ জনি	সদস্য
ছ)	নারী প্রতিনিধি	১। আকলিমা বেগম	সদস্য
		২। জোসনা আখতার	সদস্য
জ)	মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি	মো: আ: জলিল তালুকদার	সদস্য
ঝ)	মিডিয়া প্রতিনিধি	আবু দাউদ দ্বীন মোহাম্মদ	সদস্য
ঞ)	মেয়র কর্তৃক মনোনীত একজন কর্মকর্তা/ওয়ার্ড সচিব	মো: মাসুদুল আলম	সদস্য সচিব

ওয়ার্ড নং-০৮ এর ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (WLCC) এর সভা :

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/সুপারিশসমূহ
১২/৫/২০২৫	জনগণকে পৌর ট্যাক্স, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ফি ট্রেড লাইসেন্স ফি ইত্যাদি প্রদানের জন্য সচেতনতার লক্ষ্যে করনীয় সম্পর্কে আলোচনা।	পর্যবেক্ষণ কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	ওয়ার্ডের চলমান উন্নয়ন মূলক কাজ বাস্তবায়ন করা, সেই সাথে ওয়ার্ডের উন্নয়ন মূলক কাজের অগ্রগতি ও গুণগতমান বাস্তবায়ন করা।	বাস্তবায়নে কমিটির সকল সদস্যদে সহযোগীত কামনা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৯নং ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (WLCC):

ক্র:	পদবী	নাম	কমিটির পদবী
ক)	ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জনাব এফ এম ফয়সাল	সভাপতি
খ)		আনজিরা খাতুন	সহ-সভাপতি
গ)	নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠী/বস্তি কমিউনিটি থেকে প্রতিনিধি (৩)	১। হারুন অর রশীদ	সদস্য
		২। ইকতিয়ার উদ্দিন বাবুল	সদস্য
		৩। সিরাজুল ইসলাম	সদস্য
ঘ)	সুশীল সমাজ/এনজিও থেকে প্রতিনিধি (৫)	১। জাহিদুর রশীদ	সদস্য
		২। মো: সোহরাব মল্লিক	সদস্য
		৩। শেখ আব্দুল হালিম	সদস্য
		৪। নিজামুল ইসলাম	সদস্য
		৫। মো: মফিজুর রহমান	সদস্য
ঙ)	পেশাজীবি গ্রুপ থেকে প্রতিনিধি (২)	১। মো: রুবেল হোসেন	সদস্য
		২। মো: মাহবুব হোসেন বাবুল	সদস্য
চ)	সামাজিক/সাংস্কৃতিক/যুবক্রিয়া এবং খেলাধুলা বিষয়ক প্রতিনিধি (২)	১। আব্দুস সালাম	সদস্য
		২। মো: সাজিদুল ইসলাম	সদস্য
ছ)	নারী প্রতিনিধি	জুলেখা	সদস্য
			সদস্য
জ)	মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি		
ঝ)	মিডিয়া প্রতিনিধি		সদস্য
ঞ)	মেয়র কর্তৃক মনোনীত একজন কর্মকর্তা/ওয়ার্ড সচিব	সিরাজুল ইসলাম	সদস্য সচিব

ওয়ার্ড নং-০৯ এর ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (WLCC) এর সভা :

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/সুপারিশসমূহ
৩০/০৩/২০২৫	ওয়ার্ডের চলমান বাস্তবায়িতব্য উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি ও গুণগতমান পর্যবেক্ষন করা তাছাড়া জনগণকে কর, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ফিস, ট্রেড লাইসেন্স ফিস, ইত্যাদি প্রদানের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সজাগ দৃষ্টি রাখার আহবান করা হয়।	পর্যবেক্ষণ কমিটি গঠন পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	সড়ক বাতি, নিরাপদ্ পানি ও অন্যান্য জনকল্যাণমূলক পরামর্শ প্রদান, বর্জ্য ব্যবস্থানপা, স্যানিটেশন, পরিবেশ সঙরক্ষণ ও ওয়ার্ডের বিভিন্ন শ্রেণি, পেশার নাগরিকদের সাথে ঐক্য ও সুসম্পর্ক সৃষ্টি করার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।	সড়ক বাতি ও নিরাপদ পানি সরবরাহ করার কাজে দায়িত্বরত ব্যক্তিদেরকে নিয়ে ওয়ার্ডের বিভিন্ন মহল্লায় পরিচিতিমূলক সভা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাছাড়া উঠান বৈঠক এবং ধর্মীয় উপাসনালয়ে চিঠির মাধ্যমে পদক্ষেপ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১০নং ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (WLCC):

ক্র:	পদবী	নাম	কমিটির পদবী
ক)	ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান	সভাপতি
খ)			সহ-সভাপতি
গ)	নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠী/বস্তি কমিউনিটি থেকে প্রতিনিধি (৩)	১। জনাব মো: টিপু সুলতান	সদস্য
		২। জনাব মেহেরুন নেছা	সদস্য
		৩। জনাব হোসনেয়ারা	সদস্য
ঘ)	সুশীল সমাজ/এনজিও থেকে প্রতিনিধি (৫)	১। জনাব শেখ সোলাইমান হোসেন	সদস্য
		২। জনাব মো: মেহেদী হাসান	সদস্য
		৩। জনাব হেনা	সদস্য
		৪। জনাব তহমিনা	সদস্য
		৫। জনাব মো: হালিম	সদস্য
ঙ)	পেশাজীবি গ্রুপ থেকে প্রতিনিধি (২)	১। জনাব খন্দকার ফারুক আহম্মেদ	সদস্য
		২। জনাব শেখ ওয়াহিদুজ্জামান	সদস্য
চ)	সামাজিক/সাংস্কৃতিক/যুবক্রিয়া এবং খেলাধুলা বিষয়ক প্রতিনিধি (২)	১। জনাব মো: শহিদুল ইসলাম	সদস্য
		২। জনাব মো: হাসিবুল হাসান স্বপন	সদস্য
ছ)	নারী প্রতিনিধি	১। জনাব ফাতেমা বেগম	সদস্য
		২। জনাব মৌমিতা ইসলাম ঐশী	সদস্য
জ)	মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি	বীর মুক্তিযোদ্ধা কে এম আলম	সদস্য
ঝ)	মিডিয়া প্রতিনিধি	জনাব খলিলুর রহমান সুমন	সদস্য
ঞ)	মেয়র কর্তৃক মনোনীত একজন কর্মকর্তা/ওয়ার্ড সচিব	জনাব এস এম মোয়াখ্যের	সদস্য সচিব

ওয়ার্ড নং-১০ এর ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (WLCC) এর সভা :

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/সুপারিশসমূহ
১২/০৫/২০২৫	বৃক্ষ রোপন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, নাগরিক সেবা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	১০ নং ওয়ার্ডে যে সকল এনজিও কাজ করে থাকে তাদের সাথে যোগাযোগ করে এ সবুজায়ন কর্মচূচী বাস্তবায়ন করার জন্য সকলে এমত পোষন করেন। এছাড়া ড্রেনের বর্জ্য অপসারণের জন্য কেসিসির সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবগতি করানো যেতে পারে, তাছাড়া নাগরিক সেবা সহজ করার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবগত করে আশু পদক্ষেপ গ্রহনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১১নং ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (WLCC) :

ক্র:	পদবী	নাম	কমিটির পদবী
ক)	ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জনাব আসমাউল হুসনা	সভাপতি
খ)		আনোয়ারুল ইসলাম কাজল	সহ-সভাপতি
গ)	নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠী/বস্তি কমিউনিটি থেকে প্রতিনিধি (৩)	মো: রিয়াজুল ইসলাম সোহাগ	সদস্য
		রোকসানা খানম মোসা: বিউটি বেগম	সদস্য
		মো: ইউনুস আলী সরদার মো: আলী আহমেদ	সদস্য
ঘ)	সুশীল সমাজ/এনজিও থেকে প্রতিনিধি (৫)	মো: জাকির হোসেন	সদস্য
		কেয়া সুলতানা	সদস্য
		মোসা: নাসরিন আফরোজ	সদস্য
ঙ)	পেশাজীবি গ্রুপ থেকে প্রতিনিধি (২)	এ্যাড. মো: পলাশ	সদস্য
		মো: মহিউদ্দিন আহমেদ	সদস্য
চ)	সামাজিক/সাংস্কৃতিক/যুবক্রিয়া এবং খেলাধুলা বিষয়ক প্রতিনিধি (২)	সাইদ মহিউদ্দিন বাবু	সদস্য
		মো: আইয়ুব আলী	সদস্য

ছ)	নারী প্রতিনিধি	নাসিমা বেগম	সদস্য
		সোনিয়া	সদস্য
জ)	মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি	বীর মুক্তিযোদ্ধা মোস্তফা কামাল	সদস্য
ঝ)	মিডিয়া প্রতিনিধি	মো: মিজানুর রহমান	সদস্য
ঞ)	মেয়র কর্তৃক মনোনীত একজন কর্মকর্তা/ওয়ার্ড সচিব	মো: আব্দুল জলিল খান	সদস্য সচিব

ওয়ার্ড নং-১১ এর ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (WLCC) এর সভা :

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/সুপারিশসমূহ
১০/০৩/২০২৫	ওয়ার্ডের সড়ক, ড্রেনের উন্নয়ন কাজ দ্রুত সমাপ্ত করণ সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত তাছাড়া মশক নিধন সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	১১ নং ওয়ার্ডের চলমান রাস্তা ও ড্রেনের কাজ দ্রুত শেষ করে জনসাধারণকে স্বস্তি প্রদানের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিত করণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাছাড়া ওয়ার্ডে মশক নিধন ঔষধ আরো বেশী ফগার মেশিনদ্বারা পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১২নং ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (WLCC) :

ক্র:	পদবী	নাম	কমিটির পদবী
ক)	ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জনাব মো: জিয়াউর রহমান	সভাপতি
খ)			সহ-সভাপতি
গ)	নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠী/বস্তি কমিউনিটি থেকে প্রতিনিধি (৩)	জনাব মোহাম্মাদ আলী	সদস্য
		জনাব মো: শাহাবুদ্দীন	সদস্য
		জনাব জাহিদ হোসেন পাপ্পু	সদস্য
ঘ)	সুশীল সমাজ/এনজিও থেকে প্রতিনিধি (৫)	জনাব মো: শফিকুল আলম	সদস্য
		জনাব মো: জাহিদুল হোসেন	সদস্য
		জনাব মো: হুমায়ুন কবির	সদস্য
		জনাব এ্যাড. আবুজাফর সিদ্দিক রানা	সদস্য
		জনাব এজাজ আহমেদ জনাব জহুরুল হক	সদস্য
ঙ)	পেশাজীবি গ্রুপ থেকে প্রতিনিধি (২)	জনাব মাও: মাসুম বিল্লাহ	সদস্য
		জনাব ডা: ইকবাল হোসেন	সদস্য
চ)	সামাজিক/সাংস্কৃতিক/যুবক্রিয়া এবং খেলাধুলা বিষয়ক প্রতিনিধি (২)	জনাব মো: হেমায়েত হোসেন	সদস্য
		জনাব নিয়াজ মোর্শেদ পল্টু	সদস্য
ছ)	নারী প্রতিনিধি	জনাব ফাতেমা খাতুন	সদস্য
		জনাব মুর্শিদা জামান	সদস্য
জ)	মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি	জনাব বীর মুক্তিযোদ্ধা রুহুল আমিন	সদস্য
ঝ)	মিডিয়া প্রতিনিধি	জনাব মামুনুর রশীদ রাজু	সদস্য
ঞ)	মেয়র কর্তৃক মনোনীত একজন কর্মকর্তা/ওয়ার্ড সচিব	জনাব আবু তৈয়ব মু: বেলাল উদ্দিন	সদস্য সচিব

ওয়ার্ড নং-১২ এর ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (WLCC) এর সভা :

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/সুপারিশসমূহ
০৭/৬/২০২৫	উন্নয়নমূলক কাজ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, মশক নিধন, স্যানিটেশন ব্যবস্থা ও পরিবেশ সংরক্ষন এবং গৃহস্থলী আবর্জনা সংগ্রহ করা।	ওয়ার্ডে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও নাগরিক সেবার মান বৃদ্ধির জন্য তদারকীর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাছাড়া নির্দৃষ্ট স্থানে ময়লা আবর্জনা ফেলা, মশক নিধন, স্যনিটেশন ব্যবস্থা ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে সকলের সহযোগিতা কামনা করা হয়।
	জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রম, সনদ প্রদান, সড়ক বাতি, নিরাপদ পানি এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষ রোপন	জন্মমৃত্যু সনদ সহজীকরণ করা, পর্যবেক্ষণ করে সড়ক বাতির সেবার মান বৃদ্ধি করা, এলাকাবাসীকে নতুন নতুন বৃক্ষ রোপনে উৎসাহিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৩নং ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (WLCC) :

ক্র:	পদবী	নাম	কমিটির পদবী
ক)	ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জনাব কাজল রানী দাস	সভাপতি
খ)			সহ-সভাপতি
গ)	নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠী/বস্তি কমিউনিটি থেকে প্রতিনিধি (৩)	মোসা: নাসরিন আফরোজ	সদস্য
		সাথী আক্তার	সদস্য
		সীমা শারমিন	সদস্য
ঘ)	সুশীল সমাজ/এনজিও থেকে প্রতিনিধি (৫)	শেখ শাহিনুল ইসলাম পাখি	সদস্য
		মো: আবুল কালাম	সদস্য
		শেখ জাকির হোসেন	সদস্য
		কাজী শফিকুল ইসলাম	সদস্য
		মো: রফিকুল ইসলাম	সদস্য
ঙ)	পেশাজীবি গ্রুপ থেকে প্রতিনিধি (২)	মো: তসলিম উদ্দিন মিয়া	সদস্য
		ইবাদত আলী সরদার	সদস্য

চ)	সামাজিক/সাংস্কৃতিক/যুবক্রিয়া এবং খেলাধুলা বিষয়ক প্রতিনিধি (২)	শেখ আবুল কালাম	সদস্য
		মো: নাসিম মোল্লা	সদস্য
ছ)	নারী প্রতিনিধি	আফরোজা জামান	সদস্য
		রেহানা পারভীন	সদস্য
জ)	মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি	বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব আবু জাফর	সদস্য
ঝ)	মিডিয়া প্রতিনিধি	এস এম জসিম উদ্দিন	সদস্য
ঞ)	মেয়র কর্তৃক মনোনীত একজন কর্মকর্তা/ওয়ার্ড সচিব	মো: রফিকুল ইসলাম	সদস্য সচিব

ওয়ার্ড নং-১৩ এর ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (WLCC) এর সভা :

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/সুপারিশসমূহ
২০/০৫/২৫	ওয়ার্ডে উন্নয়ন মূলক কাজের তদারকি প্রসঙ্গে	ওয়ার্ডে উন্নয়ন মূলক কাজের গুনগত মান তদারকীর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	ওয়ার্ডের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, মশক নিধন কার্যক্রম।	নিদৃষ্ট স্থানে ময়লা ফেলার জন্য ওয়ার্ড বাসিকে নিয়ে পর্যবেক্ষন ও সেবার মান বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমের সেবার মনোন্নয়ন ও ওয়ার্ডে নাগরিক সেবা বৃদ্ধি সংক্রান্ত	জন্ম মৃত্যু সনদ প্রদান আরো গতিশীল করা ও নাগরিক সেবার মান বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৪নং ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (WLCC) :

ক্র:	পদবী	নাম	কমিটির পদবী
ক)	ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	মো: মনিরুজ্জামান রহিম	সভাপতি
খ)			সহ-সভাপতি
গ)	নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠী/বস্তি কমিউনিটি থেকে প্রতিনিধি (৩)	শেখ নূরুল ইসলাম নূরু	সদস্য
		আল মুকিত অন্তর	সদস্য
			সদস্য
ঘ)	সুশীল সমাজ/এনজিও থেকে প্রতিনিধি (৫)	সৈয়দ হুমায়ুন কবির	সদস্য
		সাকিরুল্লাহ তুহিন	সদস্য
		আবুল কালাম সিনহা শান্ত	সদস্য
		শেখ হেমায়েত উদ্দিন	সদস্য
			সদস্য
ঙ)	পেশাজীবি গ্রুপ থেকে প্রতিনিধি (২)	আইনুল আবেদীন মারুফ	সদস্য
			সদস্য
চ)	সামাজিক/সাংস্কৃতিক/যুবক্রিয়া এবং খেলাধুলা বিষয়ক প্রতিনিধি (২)	খন্দকার আলমগীর হোসেন	সদস্য
			সদস্য
ছ)	নারী প্রতিনিধি	লিপু রানী বিশ্বাস	সদস্য
			সদস্য
জ)	মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি		সদস্য
ঝ)	মিডিয়া প্রতিনিধি	মো: নাছির উদ্দিন	সদস্য
ঞ)	মেয়র কর্তৃক মনোনীত একজন কর্মকর্তা/ওয়ার্ড সচিব	মো: রেজাউল আলম	সদস্য সচিব

ওয়ার্ড নং-১৪ এর ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (WLCC) এর সভা :

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/সুপারিশসমূহ
২৬/০৬/২৫	পেড়ী মাটি উত্তোলন, মশক নিধন ও ডেঙ্গু প্রতিরোধ সম্পর্কে আলোচনা	বর্তমান বর্ষা মৌসুমে ড্রেনেজ ব্যবস্থা, ডেঙ্গু প্রতিরোধ, মশক নিধন কার্যক্রম ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । তাছাড়া বড় বড় ড্রেনের পেড়ীমাটি উত্তোলন করা হবে। মশক নিধন টিম ওয়ার্কের মাধ্যমে ঔষধ ছিটানো হবে। স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে প্রচারণা স্বরূপ যত্র-তত্র ময়লা আবর্জনা না ফেলার উপর গুরুত্ব দেয়া হবে।

১৫নং ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (WLCC) :

ক্র:	পদবী	নাম	কমিটির পদবী
ক)	ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জনাব মো: আব্দুল মাজেদ মোল্লা	সভাপতি
খ)		কাজী ইকরাম মিন্টু	সহ-সভাপতি
গ)	নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠী/বস্তি কমিউনিটি থেকে প্রতিনিধি (৩)	রুহুল আমিন হাওলাদার	সদস্য
		আ: রাজ্জাক	সদস্য
		রেজা হাসান টিটু	সদস্য

ঘ)	সুশীল সমাজ/এনজিও থেকে প্রতিনিধি (৫)	গাজী সালাউদ্দীন	সদস্য
		আসাদুজ্জামান মনির	সদস্য
		কাজী ইকবাল হোসেন	সদস্য
		বাবুল মুন্সী	সদস্য
		মো: শওকাত হোসেন	সদস্য
ঙ)	পেশাজীবি গ্রুপ থেকে প্রতিনিধি (২)	সামছুর গাজী	সদস্য
		অহিদুর রশীদ	সদস্য
চ)	সামাজিক/সাংস্কৃতিক/যুবক্রিয়া এবং খেলাধুলা বিষয়ক প্রতিনিধি (২)	লিটন হোসেন মিন্টু	সদস্য
		শহিদুল ইসলাম	সদস্য
ছ)	নারী প্রতিনিধি	ফাতেমা বেগম	সদস্য
		লিমা আক্তার	সদস্য
জ)	মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি	সেলিম চৌধুরী	সদস্য
ঝ)	মিডিয়া প্রতিনিধি	মো: জাকির হোসেন	সদস্য
ঞ)	মেয়র কর্তৃক মনোনীত একজন কর্মকর্তা/ওয়ার্ড সচিব	মো: রমজান আলী	সদস্য সচিব

ওয়ার্ড নং-১৫ এর ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (WLCC) এর সভা :

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/সুপারিশসমূহ
০৭/০৬/২৫	ওয়ার্ডের উন্নয়ন সংক্রান্ত	জলাবদ্ধতা দূরীকরণের জন্য উক্ত কাজের তদারকী করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, স্যানিটেশন ও পরিবেশ সংরক্ষণ এবং গৃহস্থলী আবর্জনা সংগ্রহ করা।	বর্জ্য নির্দৃষ্ট স্থানে ফেলা, পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ওয়ার্ডের সকল নাগরিকদের নিয়ে প্রচারণা ও উঠান বৈঠক করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	জন্ম নিবন্ধন, সড়ক বাতি, নিরাপদ পানি ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষরোপন।	সড়ক বাতি ও পরিবেশ উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ওয়ার্ডের বিভিন্ন মহল্লায় পরিচিতি মূলক সভা ও সঠিক সময়ে কার্য সম্পাদন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এবং এনজিও কর্মিদের উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

১৬নং ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (WLCC) :

ক্র:	পদবী	নাম	কমিটির পদবী
ক)	ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জনাব আবির উল জব্বার	সভাপতি
খ)			সহ-সভাপতি
গ)	নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠী/বস্তি কমিউনিটি থেকে প্রতিনিধি (৩)	সুরাইয়া জামান	সদস্য
		ওনজিয়ারা বেগম	সদস্য
		মো: ফেরদৌস হাওলাদার	সদস্য
ঘ)	সুশীল সমাজ/এনজিও থেকে প্রতিনিধি (৫)	মো: আনিসুর রহমান	সদস্য
		শেখ জাকারিয়া নাহিদ	সদস্য
		কামরুন নাহার ঝর্ণা	সদস্য
		লাকী আজমির	সদস্য
			সদস্য
ঙ)	পেশাজীবি গ্রুপ থেকে প্রতিনিধি (২)	মাও: কামাল হুসাইন জাফরী	সদস্য
		শেখ ইশতিয়াক হোসেন	সদস্য
চ)	সামাজিক/সাংস্কৃতিক/যুবক্রিয়া এবং খেলাধুলা বিষয়ক প্রতিনিধি (২)	মো: কামাল হোসেন	সদস্য
		মো: হাফিজুর রহমান	সদস্য
ছ)	নারী প্রতিনিধি	শামীমা সুলতানা শিলু	সদস্য
		নুরুন্নাহার রুপা	সদস্য
জ)	মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি	শেখ আসাদ উল্লাহ	সদস্য
ঝ)	মিডিয়া প্রতিনিধি	মো: সোহরাব হোসেন	সদস্য
ঞ)	মেয়র কর্তৃক মনোনীত একজন কর্মকর্তা/ওয়ার্ড সচিব	শেখ শহিদুল ইসলাম (পলাশ)	সদস্য সচিব

ওয়ার্ড নং-১৬ এর ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (WLCC) এর সভা :

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/সুপারিশসমূহ
২৭/০৬/২৫	পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষ রোপন	সকল সদস্য পরিবেশ রক্ষায় তার এলাকায় ও বাড়ির আশে পাশে বৃক্ষ রোপনের জন্য উৎসাহিত করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৭নং ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (WLCC):

ক্র:	পদবী	নাম	কমিটির পদবী
ক)	ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	ডা: শরীফ শাম্মীউল ইসলাম	সভাপতি
খ)			সহ-সভাপতি

গ)	নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠী/বস্তি কমিউনিটি থেকে প্রতিনিধি (৩)	আলী হোসেন	সদস্য
		রফিক ড্রাইভার	সদস্য
		সুভাস দাস	সদস্য
ঘ)	সুশীল সমাজ/এনজিও থেকে প্রতিনিধি (৫)	আব্দুল কাদের বেগ	সদস্য
		মাফতুম হোসেন রাজা	সদস্য
		কামাল হোসেন চান্দু	সদস্য
		মাহামুদা হ্যাপি	সদস্য
		মোমেনা খাতুন পান্না	সদস্য
ঙ)	পেশাজীবি গ্রুপ থেকে প্রতিনিধি (২)	মোল্লা মুজিবর রহমান	সদস্য
		শেখ আজিজুর রহমান	সদস্য
চ)	সামাজিক/সাংস্কৃতিক/যুবক্রিয়া এবং খেলাধুলা বিষয়ক প্রতিনিধি (২)	মো: ফরহাদ বকসী	সদস্য
		মো: আব্দুল ওয়াদুদ	সদস্য
ছ)	নারী প্রতিনিধি	লাইলী বেগম	সদস্য
		নাদিরা আক্তার	সদস্য
জ)	মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি	শাহজাহান শরীফ (অব: ওসি)	সদস্য
ঝ)	মিডিয়া প্রতিনিধি	এইচ এম আলাউদ্দিন	সদস্য
ঞ)	মেয়র কর্তৃক মনোনীত একজন কর্মকর্তা/ওয়ার্ড সচিব	মো: আব্দুল হামিদ খান	সদস্য সচিব

ওয়ার্ড নং-১৭ এর ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (WLCC) এর সভা :

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/সুপারিশসমূহ
২৪/০৬/২৫	পরিবেশ বিপর্যয় রোধে বৃক্ষ রোপনে নাগরিকদের ভূমিকা	পরিবেশ বিপর্যয় রোধে সকলকে বৃক্ষ রোপন করার পরামর্শ প্রদান করা হয়।
	ডেঙ্গু মহামারী আকার ধারণ করছে যার প্রতিরোধ ব্যবস্থা করা প্রসঙ্গে	ডেঙ্গু ও চিকনগুনিয়া রোধ কল্পে ওয়ার্ডে কর্মকর্তা-কর্মচারী, সরকারি ও বে-সরকারি এনজিওদের সমন্বয়ে মত বিনিময় সভা করা হয় এবং গরীব অসহায়, প্রতিবন্ধীদের মশারী বিতরণ করা হয়।
	পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম	সামনে দূর্গা পূজা উপলক্ষে পূজা মন্ডপগুলা, তার আশে পাশে এবং ওয়ার্ডের অপরিস্কার স্থানগুলো পরিস্কার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

১৮নং ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (WLCC) :

ক্র:	পদবী	নাম	কমিটির পদবী
ক)	ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জনাব রেজবিনা খানম	সভাপতি
খ)			সহ-সভাপতি
গ)	নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠী/বস্তি কমিউনিটি থেকে প্রতিনিধি (৩)	মাহমুদা আক্তার মায়া	সদস্য
		নাজমা আক্তার	সদস্য
		মাকসুদা আক্তার (মাকসু)	সদস্য
ঘ)	সুশীল সমাজ/এনজিও থেকে প্রতিনিধি (৫)	মো: মাজেদ মল্লিক	সদস্য
		বেনজীর আহমেদ	সদস্য
		মিজানুর রহমান	সদস্য
		শওকত হোসেন	সদস্য
		নূর মোহাম্মদ মোড়ল	সদস্য
ঙ)	পেশাজীবি গ্রুপ থেকে প্রতিনিধি (২)	অহিদুজ্জামান মিথুন	সদস্য
		বাদশা মিয়া কুটি	সদস্য
চ)	সামাজিক/সাংস্কৃতিক/যুবক্রিয়া এবং খেলাধুলা বিষয়ক প্রতিনিধি (২)	ওয়াছিউদ্দিন তাপস	সদস্য
		গাজী আজমল হোসেন (বাবলু)	সদস্য
ছ)	নারী প্রতিনিধি	আফসানা আক্তার সকাল	সদস্য
			সদস্য
জ)	মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি	বীর মুক্তিযোদ্ধা আ: গনি	সদস্য
ঝ)	মিডিয়া প্রতিনিধি	সাংবাদিক বাহারুল আলম	সদস্য
ঞ)	মেয়র কর্তৃক মনোনীত একজন কর্মকর্তা/ওয়ার্ড সচিব	সাইদুল ইসলাম সাইদ	সদস্য

ওয়ার্ড নং-১৮ এর ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (WLCC) এর সভা :

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/সুপারিশসমূহ
০৪/০৬/২৫	ওয়ার্ডের চলমান উন্নয়নমূরক কাজের অগ্রগতি ও গুণগতমান পর্যবেক্ষন করা	পর্যবেক্ষণ কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়

	জনগণকে কর, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ফিস, ট্রেড লাইসেন্স ফিস ইত্যাদি প্রদানের ক্ষেত্রে সজাগ দৃষ্টি রাখা প্রসঙ্গে	এ ব্যাপারি জরুরী পর্যবেক্ষণ কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়
	সড়কবাতি, নিরাপদ পানি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, স্যানিটেশন, পরিবেশ সংরক্ষণ, ডেঙ্গু প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্থানের সড়ক বাতি মেরামত, নিরাপদ পানি সরবরাহ, ডেঙ্গু প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রতি নিয়ত পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, এছাড়া উঠান বৈঠক এবং ধর্মীয় উপসানালয়-কে চিঠি দিয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৯নং ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (WLCC) :

ক্র:	পদবী	নাম	কমিটির পদবী
ক)	ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	মো: নাজমুল হক	সভাপতি
খ)			সহ-সভাপতি
গ)	নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠী/বস্তি কমিউনিটি থেকে প্রতিনিধি (৩)	১। হাসনা আক্তার	সদস্য
		২। হোসেলী আক্তার সাথী	সদস্য
		৩। ইসরাত জাহান বৃষ্টি	সদস্য
ঘ)	সুশীল সমাজ/এনজিও থেকে প্রতিনিধি (৫)	১। রবিউল ইসলাম রবি	সদস্য
		২। মো: মিজানুর রহমান	সদস্য
		৩। মনিরুল ইসলাম মনির	সদস্য
		৪। কাজী আব্দুর রহমান	সদস্য
		৫। রায়হানুর ইসলাম	সদস্য
ঙ)	পেশাজীবি গ্রুপ থেকে প্রতিনিধি (২)	১। মনিরুল ইসলাম পান্না	সদস্য
		২। শাহ মামুনুর রহমান তুহিন	সদস্য
চ)	সামাজিক/সাংস্কৃতিক/যুবক্রিয়া এবং খেলাধুলা বিষয়ক প্রতিনিধি (২)	১। আসাদুজ্জামান মুরাদ	সদস্য
		২। শাহ জিয়াউর রহমান	সদস্য
ছ)	নারী প্রতিনিধি	১। কানিজ ফাতেমা	সদস্য
		২। ইসরাত আরা	সদস্য
জ)	মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি	১। মো: ফারুকুজ্জামান	সদস্য
ঝ)	মিডিয়া প্রতিনিধি	২। আব্দুস সামাদ	সদস্য
ঞ)	মেয়র কর্তৃক মনোনীত একজন কর্মকর্তা/ওয়ার্ড সচিব	মো: বশীর হোসেন	সদস্য সচিব

ওয়ার্ড নং-১৯ এর ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (WLCC) এর সভা :

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/সুপারিশসমূহ
২৬/০৬/২৫	বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচী	বৃক্ষ রোপন কর্মসূচি সফল করার জন্য পর্যবেক্ষন কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	সড়ক বাতি ও নিরাপদ পানি সরবরাহ	সড়ক বাতি ও নিরাপদ পানি সরবরাহ করার কাজে দায়িত্বরত ব্যক্তিদেরকে নিয়ে ওয়ার্ডের বিভিন্ন মহল্লায় পরিচিতি মূলক সভা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়

২০নং ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (WLCC) :

ক্র:	পদবী	নাম	কমিটির পদবী
ক)	ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	মো: সেলিমুল আজাদ	সভাপতি
খ)			সহ-সভাপতি
গ)	নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠী/বস্তি কমিউনিটি থেকে প্রতিনিধি (৩)	মো: আসাদুজ্জামান	সদস্য
		প্রফেসর আবুল বাসার	সদস্য
			সদস্য
ঘ)	সুশীল সমাজ/এনজিও থেকে প্রতিনিধি (৫)	আবুল ওয়ারা	সদস্য
		জেসমিন নাহার	সদস্য
		আসলাম চৌধুরী	সদস্য
			সদস্য
ঙ)	পেশাজীবি গ্রুপ থেকে প্রতিনিধি (২)	মাসুমা আক্তার	সদস্য
			সদস্য
চ)	সামাজিক/সাংস্কৃতিক/যুবক্রিয়া এবং খেলাধুলা বিষয়ক প্রতিনিধি (২)	মো: জাবেদ শেখ	সদস্য
			সদস্য
ছ)	নারী প্রতিনিধি	সালমা খাতুন	সদস্য
			সদস্য
জ)	মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি		সদস্য
ঝ)	মিডিয়া প্রতিনিধি	রিজাউর রহমান বাবুল	সদস্য
ঞ)	মেয়র কর্তৃক মনোনীত একজন কর্মকর্তা/ওয়ার্ড সচিব	মো: বশির	সদস্য সচিব

ওয়ার্ড নং-২০ এর ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (WLCC) এর সভা :

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/সুপারিশসমূহ
২৫/০৬/২৫	চলমান উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি সংক্রান্ত	শহরের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও নাগরিক সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষে নতুন উন্নয়ন কাজের তদারকীর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	বর্জ ব্যবস্থাপনা, মশক নিধন, স্যানিটেশন ব্যবস্থা ও পরিবেশ সংরক্ষন সংক্রান্ত।	ওয়ার্ড বাসীকে নির্দিষ্ট স্থানে বর্জ্য ফেলায় উৎসাহিত করা, পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে বহুল প্রচার এবং এর অংশ হিসেবে ধর্মীয় উপাসানালয়, সকল মসজিদের ইমাম, স্কুলের শিক্ষকদের বহুল প্রচারের জন্য অনুরোধ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, গর্ভবতী ভাতা সংক্রান্ত	প্রতি বছর যখনই কোন ভাতার আবেদন গ্রহণ করা হবে। তখনই বিষয়টি ওয়ার্ডের সকলকে ঘোষণা করে জানিয়ে দেয়া হবে।
	জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন	জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন সহজীকরণ ও দ্রুত প্রক্রিয়ায় নাগরিককে দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	টিসিবির স্মার্ট কার্ড বিতরণ সংক্রান্ত	এ বিষয়ে টিসিবির কার্ড আসা মাত্রই ওয়ার্ড সচিব ফোন করে কার্ড বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

২১নং ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (WLCC):

ক্র:	পদবী	নাম	কমিটির পদবী
ক)	ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জনাব মুহ: ইমরান হোসেন	সভাপতি
খ)			সহ-সভাপতি
গ)	নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠী/বস্তি কমিউনিটি থেকে প্রতিনিধি (৩)	শাহানা পারভীন	সদস্য
		মো: রুম্মান	সদস্য
		ছালমা আক্তার	সদস্য
ঘ)	সুশীল সমাজ/এনজিও থেকে প্রতিনিধি (৫)	মো: শাহীন	সদস্য
		তাসলিমা খাতুন	সদস্য
		লাভলী বিশ্বাস	সদস্য
		হাফসা খাতুন	সদস্য
ঙ)	পেশাজীবি গ্রুপ থেকে প্রতিনিধি (২)	গোলাম মোস্তফা	সদস্য
		আমিনুল ইসলাম	সদস্য
চ)	সামাজিক/সাংস্কৃতিক/যুবক্রিয়া এবং খেলাধুলা বিষয়ক প্রতিনিধি (২)	মাহাবুবুর রহমান	সদস্য
		দিব্য সাহা	সদস্য
ছ)	নারী প্রতিনিধি	আয়শা খাতুন	সদস্য
		ইসমা খাতুন	সদস্য
জ)	মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি	বীর মুক্তিযোদ্ধা মোরশেদ উদ্দিন	সদস্য
ঝ)	মিডিয়া প্রতিনিধি	মো: শাকিব	সদস্য
ঞ)	মেয়র কর্তৃক মনোনীত একজন কর্মকর্তা/ওয়ার্ড সচিব	এস, এম আল মামুন	সদস্য সচিব

ওয়ার্ড নং-২১ এর ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (WLCC) এর সভা :

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/সুপারিশসমূহ
১৪/০৫/২৫	ওয়ার্ডের উন্নয়ন মূলক কাজ	ওয়ার্ডের জলাবদ্ধতা দূরীকরণে চলমান উন্নয়ন কাজ তদারকী করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	বর্জ ব্যবস্থাপনা, মশক নিধন, স্যানিটেশন ব্যবস্থা ও পরিবেশ সংরক্ষন সংক্রান্ত।	ওয়ার্ড বাসীকে নির্দিষ্ট স্থানে বর্জ্য ফেলায় উৎসাহিত করা, পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে বহুল প্রচার এবং এর অংশ হিসেবে ধর্মীয় উপাসানালয়, সকল মসজিদের ইমাম, স্কুলের শিক্ষকদের বহুল প্রচারের জন্য অনুরোধ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২২নং ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (WLCC):

ক্র:	পদবী	নাম	কমিটির পদবী
ক)	ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জনাব প্রনব কুমার ঘোষ	সভাপতি
খ)			সহ-সভাপতি
গ)	নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠী/বস্তি কমিউনিটি থেকে প্রতিনিধি (৩)	মো: আলী আকবর	সদস্য
		মো: আলী হোসেন সানা	সদস্য
		মো: শহিদুল ইসলাম	সদস্য
ঘ)	সুশীল সমাজ/এনজিও থেকে প্রতিনিধি (৫)	এস এম নুরুল আলম দিপু	সদস্য
		জহিরুল ইসলাম খান জুয়েল	সদস্য
		সিরাজুল ইসলাম লিটন	সদস্য
		মো: মামুন শেখ	সদস্য
		মেরী আক্তার	সদস্য
ঙ)	পেশাজীবি গ্রুপ থেকে প্রতিনিধি (২)	আজিজা খানম এলিজা	সদস্য
		মো: শহিদুল ইসলাম	সদস্য
চ)	সামাজিক/সাংস্কৃতিক/যুবক্রিয়া এবং খেলাধুলা বিষয়ক প্রতিনিধি (২)	মো: গোলাম রব্বানী	সদস্য
		জহির উদ্দিন লিটন	সদস্য

ছ)	নারী প্রতিনিধি	জিন্নাত আরা	সদস্য
		লাবনী	সদস্য
জ)	মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি	শিখ জিয়াউর রহমান জিয়া	সদস্য
ঝ)	মিডিয়া প্রতিনিধি	সৈয়দ মোহাম্মদ রাফাত	সদস্য
ঞ)	মেয়র কর্তৃক মনোনীত একজন কর্মকর্তা/ওয়ার্ড সচিব	মো: আব্দুল করিম মোল্লা	সদস্য

ওয়ার্ড নং-২২ এর ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (WLCC) এর সভা :

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/সুপারিশসমূহ
২৮/০৬/২৫	জুলাই-আগস্ট ২৪ সকল শহীদদের রূহের মাগফিরাত এবং আহত সকল যোদ্ধাদের দ্রুত আরোগ্য কামনায় দোয়া	জুলাই-আগস্ট ২৪ সকল শহীদদের রূহের মাগফিরাত এবং আহত সকল যোদ্ধাদের দ্রুত আরোগ্য কামনায় দোয়ার আয়োজন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়
	ডেঙ্গু সচেতনতা বৃদ্ধিতে উদ্যোগ গ্রহণ করা।	বর্ষা মৌসুমে ডেঙ্গুর প্রকোপ বৃদ্ধি পায় সেজন্য সকলকে সচেতন থাকার আহবান করা, পাড়া বা মহল্লায় স্প্রে মেশিনের মাধ্যমে ঔষধ প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়

২৩নং ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (WLCC):

ক্র:	পদবী	নাম	কমিটির পদবী
ক)	ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	ড. পেরু গোপাল বিশ্বাস	সভাপতি
খ)			সহ-সভাপতি
গ)	নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠী/বস্তি কমিউনিটি থেকে প্রতিনিধি (৩)	১। দ্বীন মোহাম্মদ মোড়ল	সদস্য
		প্রবীর দাস	সদস্য
		কাজী মোশারফ হোসেন লিটন	সদস্য
ঘ)	সুশীল সমাজ/এনজিও থেকে প্রতিনিধি (৫)	মো: জাহাঙ্গীর হোসেন	সদস্য
		জামাল মোড়ল	সদস্য
		ইস্তিয়াক হোসেন	সদস্য
		নিয়ামুল করিম ফিনিক্স	সদস্য
		সোনালী বৈরাগী	সদস্য
ঙ)	পেশাজীবি গ্রুপ থেকে প্রতিনিধি (২)	ডা: এস কে সাহা	সদস্য
		শ্যামল সাহা	সদস্য
চ)	সামাজিক/সাংস্কৃতিক/যুবক্রিয়া এবং খেলাধুলা বিষয়ক প্রতিনিধি (২)	মনিউল আল মাসুদ	সদস্য
		এম এ গণি	সদস্য
ছ)	নারী প্রতিনিধি	সুমা আক্তার	সদস্য
		লাভলী ইয়াসমিন	সদস্য
জ)	মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি	---	সদস্য
ঝ)	মিডিয়া প্রতিনিধি	মুকুল রায়	সদস্য
ঞ)	মেয়র কর্তৃক মনোনীত একজন কর্মকর্তা/ওয়ার্ড সচিব	মো: আজম আলী খান	সদস্য সচিব

ওয়ার্ড নং-২৩ এর ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (WLCC) এর সভা :

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/সুপারিশসমূহ
১০/০৬/২৫	ডেঙ্গু জ্বর, জলাবদ্ধতা নিরসনে আমাদের করনীয়	নিয়মিত ড্রেনে স্প্রে-করা, ক্রাশ প্রোগ্রামের মাধ্যমে ফগারিং করা, মাইকিং করা, লিফলেট বিতরণ ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাছাড়া জলাবদ্ধতা নিরসনে রাস্তা উচু করণ করা হবে, ময়লা আবর্জনা অপসারণে এনজি কর্মীদের নিয়ে সভা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	হোল্ডিং ট্যাক্স, ট্রেড লাইসেন্স ফি, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন ফি ইত্যাদি প্রদানে সচেতনতা	ওয়ার্ডের সকল নাগরিককে সচেতন করা এবং আমাদের কাজের গতি আরো বৃদ্ধি করা এবং ডিসি সাহেবকে আবেদনের বিষয়ে আরো দ্রুত পদক্ষেপের অনুরোধ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২৪নং ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (WLCC):

ক্র:	পদবী	নাম	কমিটির পদবী
ক)	ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	মো: আনিসুর রহমান	সভাপতি
খ)			সহ-সভাপতি
গ)	নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠী/বস্তি কমিউনিটি থেকে প্রতিনিধি (৩)	নাদিরা সেলিম	সদস্য
		মো: সোহেল	সদস্য
		মো: মঞ্জুরুল আলম	সদস্য

ঘ)	সুশীল সমাজ/এনজিও থেকে প্রতিনিধি (৫)	শেখ মনিরুজ্জামান	সদস্য
		এস এম ইকবাল হাসান তুহিন	সদস্য
		মো: আব্দুল আলীম	সদস্য
		শেখ নাসির উদ্দীন	সদস্য
		আব্দুল্লাহ আল মামুন	সদস্য
ঙ)	পেশাজীবি গ্রুপ থেকে প্রতিনিধি (২)	এ্যাড. মোহাম্মদ শামীম	সদস্য
		কৃষ্ণপদ সাহা	সদস্য
চ)	সামাজিক/সাংস্কৃতিক/যুবক্রিয়া এবং খেলাধুলা বিষয়ক প্রতিনিধি (২)	জাহিদ হাসান সোহাগ	সদস্য
		শেখ হাবিবুল বাসার	সদস্য
ছ)	নারী প্রতিনিধি	কাকলী খান	সদস্য
		লায়লা পারভীন	সদস্য
জ)	মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি	এস এম কামরুজ্জামান	সদস্য
ঝ)	মিডিয়া প্রতিনিধি	এম এ জলিল	সদস্য
ঞ)	মেয়র কর্তৃক মনোনীত একজন কর্মকর্তা/ওয়ার্ড সচিব	এম এ বাকী	সদস্য সচিব

ওয়ার্ড নং-২৪ এর ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (WLCC) এর সভা :

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/সুপারিশসমূহ
০২/০৪/২৫	ওয়ার্ডের উন্নয়ন মূলক কাজের অগ্রগতি ও গুণগতমান	কেসিসি'র পূর্ত বিভাগের কাজের গুনগত মান নিশ্চিত কল্পে সরেজমিনে পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষন করার সুপারিশ গৃহীত হয়।
	জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ফিস, ট্রেড লাইসেন্স ফিস,	জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ফিস, ট্রেড লাইসেন্স তদারকি করার জন্য পর্যবেক্ষন কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২৫নং ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (WLCC):

ক্র:	পদবী	নাম	কমিটির পদবী
ক)	ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	এস কে এম তাছাদুজ্জামান	সভাপতি
খ)			সহ-সভাপতি
গ)	নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠী/বস্তি কমিউনিটি থেকে প্রতিনিধি (৩)	১। রীনা ইসলাম	সদস্য
		২। ত্রানি আক্তার শান্তা	
		৩। লিলি বেগম	সদস্য
ঘ)	সুশীল সমাজ/এনজিও থেকে প্রতিনিধি (৫)	১। শেখ শওকত হোসেন	
		২। মো: শফি উদ্দিন	
		৩। মো: আব্দুর রাজ্জাক	সদস্য
		৪।মো: কামরুজ্জামান রুনু	সদস্য
		৫। মো: মাহবুবুর রহমান	সদস্য
ঙ)	পেশাজীবি গ্রুপ থেকে প্রতিনিধি (২)	১। লস্কর সাইফুল ইসলাম	সদস্য
		২। স ম আজহারুল ইসলাম	সদস্য
চ)	সামাজিক/সাংস্কৃতিক/যুবক্রিয়া এবং খেলাধুলা বিষয়ক প্রতিনিধি (২)	১। শেখ নাসিরুল ইসলাম	সদস্য
		২। মো: নাজমুল ইসলাম	সদস্য
ছ)	নারী প্রতিনিধি	১। নাসরিন হক শ্রাবণী	সদস্য
		২। শামসুন নাহার লিপি	সদস্য
জ)	মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি	এম মোর্শেদ আলম লিটন মো: আসাদুজ্জামান, শ্রী কৃষ্ণ রায়	সদস্য
ঝ)	মিডিয়া প্রতিনিধি	একরামুল কবির	সদস্য
ঞ)	মেয়র কর্তৃক মনোনীত একজন কর্মকর্তা/ওয়ার্ড সচিব	মো: কবির উদ্দিন	সদস্য সচিব

ওয়ার্ড নং-২৫ এর ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (WLCC) এর সভা :

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/সুপারিশসমূহ
২১/০৫/২৫	পরিবেশ বিপর্যয় রোধে জনগনের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।	পরিবেশ বিপর্যয় রোধে বৃক্ষের বিকল্প যেহেতু নাই তাই শহরে বৃক্ষ রোপনের জন্য নির্ধারিত স্থান রেখে উন্নয়ন করা এবং জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করে কর্মসূচী সফল করতে হবে। এক্ষেত্রে নারীরা তাদের নিজ বাড়িতে, টবে, ছাদে, বারান্দায়, আধুনিক পদ্ধতিতে গাছ লাগিয়ে পরিবেশের বিপর্যয় রোধে ভূমিকা রাখতে পারবে।

২৬নং ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (WLCC):

ক্র:	পদবী	নাম	কমিটির পদবী
ক)	ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	মো: মিজানুর রহমান	সভাপতি
খ)			সহ-সভাপতি

গ)	নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠী/বস্তি কমিউনিটি থেকে প্রতিনিধি (৩)	মাহমুদ আলম বাবু মোড়ল	সদস্য
		মো: আরিফুল ইসলাম বিপ্লব	সদস্য
			সদস্য
ঘ)	সুশীল সমাজ/এনজিও থেকে প্রতিনিধি (৫)	মো: ফজলুর রহমান	সদস্য
			সদস্য
			সদস্য
			সদস্য
			সদস্য
ঙ)	পেশাজীবি গ্রুপ থেকে প্রতিনিধি (২)	কামরুল ইসলাম ভুট্টো	সদস্য
			সদস্য
চ)	সামাজিক/সাংস্কৃতিক/যুবক্রিয়া এবং খেলাধুলা বিষয়ক প্রতিনিধি (২)	এস এম মশিউর রহমান	সদস্য
			সদস্য
ছ)	নারী প্রতিনিধি	লিজা আক্তার মুন্নি	সদস্য
			সদস্য
জ)	মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি		সদস্য
ঝ)	মিডিয়া প্রতিনিধি	মানছুরা খাতুন	সদস্য
ঞ)	মেয়র কর্তৃক মনোনীত একজন কর্মকর্তা/ওয়ার্ড সচিব	এন.এম সোহেল ইসলাম	সদস্য

ওয়ার্ড নং-২৬ এর ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (WLCC) এর সভা :

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/সুপারিশসমূহ
২২/০৫/২৫	ওয়ার্ডের উন্নয়নমূলক কাজের সঠিক গুনগত মান বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে মতবিনিময়	উন্নয়নমূলক কাজের সঠিক গুনগত মান নিশ্চিতকল্পে সরেজমিনে পরদর্শন ও মনিটরিং করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর অধিকতর গুরুত্ব দিতে হবে।	সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কর্মরত সকল নর্দমা পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ডেঙ্গু প্রতিরোধে সকলকে সচেতনতা বৃদ্ধির আহবান করা হয়।

২৭নং ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (WLCC) :

ক্র:	পদবী	নাম	কমিটির পদবী
ক)	ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	অমিত কান্তি ঘোষ	সভাপতি
খ)			সহ-সভাপতি
গ)	নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠী/বস্তি কমিউনিটি থেকে প্রতিনিধি (৩)		সদস্য
			সদস্য
ঘ)	সুশীল সমাজ/এনজিও থেকে প্রতিনিধি (৫)	মো: নাওয়ীদ এহতেশাম মোহাম্মদ খালিদ	সদস্য
		মাহমুদুল হাসান হৃদয়	সদস্য
		মো: নাজমুল	সদস্য
ঙ)	পেশাজীবি গ্রুপ থেকে প্রতিনিধি (২)		সদস্য
			সদস্য
চ)	সামাজিক/সাংস্কৃতিক/যুবক্রিয়া এবং খেলাধুলা বিষয়ক প্রতিনিধি (২)		সদস্য
			সদস্য
ছ)	নারী প্রতিনিধি	মাজেদা খাতুন	সদস্য
			সদস্য
জ)	মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি		সদস্য
ঝ)	মিডিয়া প্রতিনিধি		সদস্য
ঞ)	মেয়র কর্তৃক মনোনীত একজন কর্মকর্তা/ওয়ার্ড সচিব	মো: বাহাদুর হোসেন	সদস্য সচিব

ওয়ার্ড নং-২৭ এর ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (WLCC) এর সভা :

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/সুপারিশসমূহ
৩১/০৩/২৫	ওয়ার্ডের চলমান উন্নয়নমূরক কাজের অগ্রগতি ও গুনগতমান, জনগণকে কর, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ফিস, ট্রেডলাইসেন্স ফিস ইত্যাদি প্রদানের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি সম্পর্কে আলোচনা	পর্যবেক্ষণ কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	সড়ক বাতি, নিরাপদ পানি ও অন্যান্য জনকল্যানমূলক পরামর্শ প্রদান	এলাকায় সড়ক বাতি, নিরাপদ পানির সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, স্যানিটেশন, পরিবেশ সংরক্ষণ ও ওয়ার্ডের বিভিন্ন শ্রেণি পেশার নাগরিকদের সাথ ঐক্য ও সুসম্পর্ক স্থাপন, সচেতনতা বৃদ্ধি	উঠান বৈক এবং ধর্মীয় উপসানালয় চিঠির মাধ্যমে পদক্ষেপ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২৮নং ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (WLCC) :

ক্র:	পদবী	নাম	কমিটির পদবী
ক)	ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জনাব শাহীনুর জামান	সভাপতি
খ)			সহ-সভাপতি
গ)	নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠী/বস্তি কমিউনিটি থেকে প্রতিনিধি (৩)	নাজনীন নাহার	সদস্য
		ডালিয়া আক্তার ডলি	সদস্য
		জেসমিন রহমান	সদস্য
ঘ)	সুশীল সমাজ/এনজিও থেকে প্রতিনিধি (৫)	বীর মুক্তিযোদ্ধা নিখিল কুমার বিশ্বাস	সদস্য
		এ্যাড. মিশউর রহমান নান্নু	সদস্য
		এ্যাড. তাপস কুমার রাহা	সদস্য
		মুজিবর রহমান	সদস্য
		মো: মঞ্জুরুল আলম	সদস্য
ঙ)	পেশাজীবি গ্রুপ থেকে প্রতিনিধি (২)	এ্যাড. শাহেদ হোসেন	সদস্য
		মো: আশিকুজ্জামান লনি হাসনাত রহমান দিপ্ত	সদস্য
চ)	সামাজিক/সাংস্কৃতিক/যুবক্রিয়া এবং খেলাধুলা বিষয়ক প্রতিনিধি (২)	মো: আসাদুজ্জামান আসাদ	সদস্য
		এস এম সেলিম	সদস্য
ছ)	নারী প্রতিনিধি	লুবনা আক্তার	সদস্য
		তৌহফাতুন নেছা	সদস্য
জ)	মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি	বীর মুক্তিযোদ্ধা মো: আ: রহিম	সদস্য
ঝ)	মিডিয়া প্রতিনিধি	এম এম মিন্টু	সদস্য
ঞ)	মেয়র কর্তৃক মনোনীত একজন কর্মকর্তা/ওয়ার্ড সচিব	মোল্লা মোহাম্মদ আলী	সদস্য সচিব

ওয়ার্ড নং-২৮ এর ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (WLCC) এর সভা :

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/সুপারিশসমূহ
৩০/০৬/২৫	বৃক্ষ রোপন অভিযান।	২৫০টি গাছ ওয়ার্ডের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং রাস্তার পাশে লাগানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়
	কোরবানীর পশুর বর্জ্য অপসারণ সম্পর্কে আলোচনা	নির্দিষ্ট স্থানে পশুর বর্জ্য অপসারণ করার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করার জন্য কমিটির সভার ভূমিকা রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২৯নং ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (WLCC):

ক্র:	পদবী	নাম	কমিটির পদবী
ক)	ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	এ্যাড. শেখ হাফিজুর রহমান	সভাপতি
খ)			সহ-সভাপতি
গ)	নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠী/বস্তি কমিউনিটি থেকে প্রতিনিধি (৩)	মোহাম্মদ আলী	সদস্য
		নাজমুন্নাহার শিখা	সদস্য
		মো: ইব্রাহীম	সদস্য
ঘ)	সুশীল সমাজ/এনজিও থেকে প্রতিনিধি (৫)	সেকেন্দার জাফরউল্লাহ খান সাচ্চু	সদস্য
		সৈয়দ আমজাদ হোসেন	সদস্য
		মো: আবু তাহের	সদস্য
		মো: বরকত হোসেন বাবলু	সদস্য
		মো: সিলিম হোসেন	সদস্য
ঙ)	পেশাজীবি গ্রুপ থেকে প্রতিনিধি (২)	সৈয়দ রেহেনা ঈসা	সদস্য
		এ্যাড. শরিফুল ইসলাম জোয়ারদার	সদস্য
চ)	সামাজিক/সাংস্কৃতিক/যুবক্রিয়া এবং খেলাধুলা বিষয়ক প্রতিনিধি (২)	শেখ আশিকুর রহমান অনি	সদস্য
		জিএম কামরুজ্জামান টুকু	সদস্য
ছ)	নারী প্রতিনিধি	জেসমিন আক্তার	সদস্য
		তুরজাউন তানহার	সদস্য
জ)	মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি	বীর মুক্তিযোদ্ধা মো: আবু জাফর	সদস্য
ঝ)	মিডিয়া প্রতিনিধি	সৈয়দ আজাদ হোসেন	সদস্য
ঞ)	মেয়র কর্তৃক মনোনীত একজন কর্মকর্তা/ওয়ার্ড সচিব	মো: মাহাবুব হোসেন	সদস্য সচিব

ওয়ার্ড নং-২৯ এর ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (WLCC) এর সভা :

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/সুপারিশসমূহ
২৯/০৬/২৫	জুলাই-আগস্ট ২৪ সকল শহীদদের রূহের মাগফিরাত এবং আহত সকল যোদ্ধাদের দ্রুত আরোগ্য কামনায় দোয়া	জুলাই-আগস্ট ২৪ সকল শহীদদের রূহের মাগফিরাত এবং আহত সকল যোদ্ধাদের দ্রুত আরোগ্য কামনায় দোয়ার আয়োজন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়
	ডেঙ্গু সচেতনতা বৃদ্ধিতে উদ্যোগ গ্রহণ করা।	বর্ষা মৌসুমে ডেঙ্গুর প্রকোপ বৃদ্ধি পায় সেজন্য সকলকে সচেতন থাকার আহবান করা, পাড়া বা মহল্লায় স্প্রে মেশিনের মাধ্যমে ঔষধ প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়

৩০নং ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (WLCC) :

ক্র:	পদবী	নাম	কমিটির পদবী
ক)	ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জনাব মোল্লা মারুফ রশীদ	সভাপতি
খ)		হাসিনা আকরাম	সহ-সভাপতি
গ)	নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠী/বস্তি কমিউনিটি থেকে প্রতিনিধি (৩)	১। শায়েলা পারভীন রিক্তা	সদস্য
		২। মো: আলম হাওলাদার	সদস্য
		৩। মো: ফিরোজ হোসেন	সদস্য
ঘ)	সুশীল সমাজ/এনজিও থেকে প্রতিনিধি (৫)	১। মো: সওগাতুল আলম ছগির	সদস্য
		২। মাহিম ইসলাম	সদস্য
		৩। প্রিন্স হোসেন	সদস্য
ঙ)	পেশাজীবি গ্রুপ থেকে প্রতিনিধি (২)	১। মো: ইয়াকুব মোল্লা	সদস্য
		২। মো: আব্দুল্লাহ আল মামুন	সদস্য
চ)	সামাজিক/সাংস্কৃতিক/যুবক্রিয়া এবং খেলাধুলা বিষয়ক প্রতিনিধি (২)	১। মো: ফিরোজ আহমেদ	সদস্য
		২। মো: নজরুল ইসলাম	সদস্য
ছ)	নারী প্রতিনিধি	১। বিউটি আক্তার	সদস্য
		২। মোসা: রত্না আক্তার	সদস্য
জ)	মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি	১। কাজী মাহমুদ আলম	সদস্য
ঝ)	মিডিয়া প্রতিনিধি	১। মো: আলমগীর হান্নান	সদস্য
ঞ)	মেয়র কর্তৃক মনোনীত একজন কর্মকর্তা/ওয়ার্ড সচিব	এস কে এম রবিউল আলম	সদস্য

ওয়ার্ড নং-৩০ এর ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (WLCC) এর সভা :

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/সুপারিশসমূহ
২৪/০৬/২৫	ওয়ার্ড হোল্ডিং মালিকদের বকেয়া ট্যাক্স পরিশোধ সংক্রান্ত	বকেয়া হোল্ডিং ট্যাক্স মালিকদের ট্যাক্স পরিশোধে উৎসাহিত করার জন্য সকল সদস্য-কে অনুরোধ করা হয়।
	ওয়ার্ডের রাস্তা, কালভার্ট, ড্রেন এর উন্নয়ন এবং নাগরিক সেবা সংক্রান্ত	ওয়ার্ডের যে সকল রাস্তা কালভার্ট ও ড্রেন জরুরী ভিত্তিতে সংস্কার/উন্নয়ণ করা দরকার সেগুলো পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে কেসিসি কর্তৃপক্ষকে অবগত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের কাজ সহজী করণ করা, এলাকার বর্জ্য ব্যবস্থার উন্নতী করা তাছাড়া উঠান বৈঠক করে সমাধান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৩১নং ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (WLCC) :

ক্র:	পদবী	নাম	কমিটির পদবী
ক)	ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জনাব মো: শফিকুল হাসান	সভাপতি
খ)			সহ-সভাপতি
গ)	নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠী/বস্তি কমিউনিটি থেকে প্রতিনিধি (৩)	১। জি এম আফসার উদ্দীন	সদস্য
		২। মো: নুরহসাইন বাবুল	সদস্য
		৩। মো: আমিন আহম্মেদ	সদস্য
ঘ)	সুশীল সমাজ/এনজিও থেকে প্রতিনিধি (৫)	১। স্বপন মন্ডল	সদস্য
		২। শহিদুল ইসলাম	সদস্য
		৩। শুভ বিশ্বাস	সদস্য
		৪। মুক্তা বেগম	সদস্য
		৫। মো: রায়হান	সদস্য
ঙ)	পেশাজীবি গ্রুপ থেকে প্রতিনিধি (২)	১। মো: শহিদুল ইসলাম উজ্জল	সদস্য
		২। নুরুল বাশার	সদস্য
চ)	সামাজিক/সাংস্কৃতিক/যুবক্রিয়া এবং খেলাধুলা বিষয়ক প্রতিনিধি (২)	১। মো: সামিন	সদস্য
		২। মো: সোহেব	সদস্য
ছ)	নারী প্রতিনিধি	১। নছিমা আক্তার	সদস্য
		২। জায়েদা আক্তার যুথী	সদস্য
জ)	মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি	জনাব হানীফ বালী	সদস্য
ঝ)	মিডিয়া প্রতিনিধি	আসাফুর রহমান কাজল	সদস্য
ঞ)	মেয়র কর্তৃক মনোনীত একজন কর্মকর্তা/ওয়ার্ড সচিব	মো: হাফিজুর রহমান	সদস্য

ওয়ার্ড নং-৩১ এর ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (WLCC) এর সভা :

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/সুপারিশসমূহ
২০/০৫/২৫	ওয়ার্ড উন্নয়নমূলক কাজ, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সহজী করণ প্রসঙ্গে।	ওয়ার্ড উন্নয়নমূলক কাজের গুনগত মান তদারকী, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনে জটিলতা নিরসনে পদক্ষেপ গ্রহণ। মশক নিধনে নিয়মিত ফগার মেশিন দ্বারা স্প্রে-করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বি:দ্র: ০১ থেকে ৩১টি ওয়ার্ডে (প্রতিটি ওয়ার্ডে) ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (WLCC) এর সভা মোট ৩টি করে অনুষ্ঠিত হয়েছে, যার বিস্তারিত (পূর্ণাঙ্গ : রেজুলেশন, হাজিরা ইত্যাদি) বিবরণ খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ওয়েব সাইটে (পাওয়া যাবে। উল্লেখ্য ১০.২ এ শুধুমাত্র নমুনা হিসেবে ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (WLCC) এর কিছু সভার কার্য্যবিবরনী দেয়া হয়েছে।

১০.২ সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি'র (সিএলসিসি) সভাঃ

তারিখ	বিষয়	প্রধান প্রধান আলোচনা/সুপারিশসমূহ
২৫/০৩/২৫	১। সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (CLCC) র গত ২৭/০৬/২০২৪ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ সভার কার্যবিবরণী পঠন ও নিশ্চিতকরণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব),** কেসিসি বলেন, CLCC'র সভা দীর্ঘদিন পর অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নতুন সরকার গঠনের পর CLCC কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে। CLCC'র কাজ হলো খুলনা শহরে কেসিসির যে সকল কার্যক্রম চলছে সে ব্যাপারে নাগরিকদের সম্পৃক্তকরণ ও তাদের মতামত গ্রহণ করা। বর্তমানে নগরীতে বিভিন্ন কাজ চলমান রয়েছে। যে সকল কাজ জনগুরুত্বপূর্ণ কেসিসি তা সাথে সাথে এড্রেস করবে। বর্তমানে খুলনা শহরে মশা একটি অন্যতম সমস্যা। মশক নিধনে কেসিসি হতে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এ বিষয়ে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে কেসিসি'র জনবল ব্যবস্থাপনা, যন্ত্রপাতির ঘাটতি পূরণ এবং টেকনিক্যাল সমাধানের দিকে নজর দেয়া হচ্ছে। স্লাবযুক্ত ড্রেন পরিষ্কারের কার্যকর পদ্ধতি অনুসন্ধান করা হচ্ছে। বিগত সভার সিদ্ধামত্ম অনুযায়ী কেসিসি'র পক্ষ থেকে খুলনা সিটিতে ৫,০০০(পাঁচ হাজার) বৃক্ষ রোপন করা হয়েছে, কেসিসি এলাকার রাস্তা বা ড্রেনের উন্নয়ন/সংস্কার করা হয়েছে এবং কিছু কিছু উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে। সার্বিক বিষয়ে জনবান্ধব বাজেট তৈরি করা হয়েছে। ৩১ জন আদায়কারীর মাধ্যমে প্রতি ওয়ার্ডে নতুন/বর্ধিত ভবন এর তালিকা তৈরি করা হয়েছে এবং কেসিসির আয় বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। বর্জ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন ও মশার উপদ্রব দূরীকরণে সংশ্লিষ্ট নিয়ে আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালনে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। কেসিসিতে চালুকৃত অনলাইন ট্রেড লাইসেন্স কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং লোকাল গভর্নমেন্ট কোভিড-১৯ রেসপন্স এন্ড রিকভারি প্রজেক্ট এর আওতায় প্রায় সকল প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়েছে বা কাজ চলমান রয়েছে। সুতরাং গত ২৭/০৬/২০২৪ খ্রি: তারিখ অনুষ্ঠিত সিএলসিসি সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রায় সবই বাস্তবায়ন হয়েছে বিধায় উক্ত সভায় কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা যেতে পারে। উপস্থিত সকলেই বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণে একমত পোষণ করেন। **সুপারিশ** : গত ২৭/০৬/২০২৪ খ্রি: তারিখ অনুষ্ঠিত CLCC'র ৬ষ্ঠ সভার প্রায় সকল সিদ্ধান্তই বাস্তবায়ন হওয়ায় উক্ত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত/দৃঢ়ীকরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	বিবিধ-১	**জনাব আল জামাল ভূঁইয়া, সমাজ সেবক ও সাবেক অভিভাবক সদস্য, খুলনা কলেজিয়েট গালর্স স্কুল**, খুলনা বলেন, খুলনা শহরে কেসিসির বর্জ্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নের কাজ সাধারণত দিনের বেলায় করা হয়। সেজন্য অফিস ও স্কুলে যাতায়াতে জনসাধারণের সমস্যা হয়। কেসিসি'র এই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নের কাজ দিনের বেলার পরিবর্তে রাতে করার জন্য তিনি প্রস্তাব জানান। প্রতি ওয়ার্ডে কত জন পরিচ্ছন্নকর্মী রয়েছে তার তা জানা নেই। রিপোর্ট আছে যে, লেবারদের দিয়ে ওয়ার্ডের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নের কাজ না করিয়ে সিটি কর্পোরেশনে কাজ করানো হয়। এ জন্য কেসিসিতে পরিচ্ছন্নকর্মী ঘাটতি রয়েছে। এই বিষয়টি যাচাই-বাছাই করা প্রয়োজন। এছাড়া শহরের বিভিন্ন স্থানে যেমন: নিরালার সামনে, বাদশাহ মিয়ার ক্লিনিকের সামনে মেইন রাস্তার উপরে ময়লা-আবর্জনা স্তুপ আকারে রাখা আছে। সেগুলো পরিষ্কার করার জন্য তিনি অনুরোধ জানান। তিনি আরো বলেন, স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার বিষয়ে ক্যাম্পেইন করা দরকার। **জনাব আবির উল জববার, চিফ প্লানিং অফিসার**, কেসিসি বলেন, হেলদি সিটি প্রকল্পের আওতায় একটা ক্যাম্পেইন হয়েছে এবং আগামী মাসে আরো একটা ক্যাম্পেইন হবে। সুতরাং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বিষয়ে ক্যাম্পেইন চলছে। **জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী,** কেসিসি বলেন, প্রজেক্টে খুলনা শহরের বিভিন্ন স্থানে এসটিএস নির্মাণ বিষয়ে ধরা আছে এবং তার ওয়ার্ক অর্ডার হয়েছে। তবে নানাবিধ জটিলতায় এসটিএসগুলো চালু করা যায় নি। এ বিষয়ে কেসিসি শতভাগ আন্তরিক। কেডিএ এভিনিউতে দুইটি জায়গায় এসটিএস করা খুবই দরকার, সেখানে পরিবেশের খুব খারাপ অবস্থা। কেডিএ কমার্সিয়াল প্লট বরাদ্দ দিয়েছে, কিন্তু কোথাও কোন এসটিএস করার বা ময়লা রাখার জায়গা রাখে নাই। বাদশাহ মিয়ার ক্লিনিকের সামনে ময়লা নিয়ে সমস্যা হচ্ছে। সেখানে জায়গা ডেভেলপারকে দেয়া হয়েছে কিন্তু এসটিএস করার কোথাও কোন জায়গা নাই। জায়গা দিলে এসটিএস তৈরি করে দেয়া যাবে। **জনাব কোহিনুর জাহান, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ও প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা**, কেসিসি বলেন, কমিউনিটি লেভেলে ও বাজারের সভাপতিসহ প্রত্যেক দায়িত্বশীলদের নিয়ে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে গার্বেজ কমিটি গঠন করতে হবে এবং সেখানে সবগুলো লেভেলের স্টেক হোল্ডার থাকবে। বাজারগুলোতে কন্টেইনার দেয়া হচ্ছে এবং তাতে ময়লা ফেলার কথা। গার্বেজ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম রাতে চলছে, তবে পাশাপাশি দিনের বেলায়ও এ কার্যক্রম চালাতে হবে, কারণ দিনেও অনেক ময়লা কালেকশন হয়। তাই শিফটিং সিস্টেমে রাতে ও দিনে ময়লা কালেকশন করলে এ শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখা সম্ভব। **জনাব রেহানা ইসলাম, আজীবন সদস্য, উইমেন চেম্বার অব কমার্স, খুলনা ও সদস্য, সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (CLCC)** বলেন, খুলনা সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত। খুলনা সিটি কর্পোরেশন একটা অপরিচ্ছন্ন নগরী হিসেবে প্রথম পুরস্কার পাবার নগর। কারণ সারা রাস্তা টহল দিলে দেখা যাবে খুলনা শহরের অধিকাংশ ডাস্টবিন উন্মুক্ত থাকে, নোংড়া পরিবেশ এবং এর আশপাশ ময়লা ফেলে অপরিষ্কার করে। বাসাবাড়ীর ময়লা-আবর্জনা তারা তাদের বাসার সামনে বা ডাস্টবিন থাকলে তার পাশে ফেলে রাখে, কেউ আবার রাসত্মার মোড়ে ময়লা ফেলে রাখে। নাগরিকরা সচেতন না হলে এ সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে না। তাই ওয়ার্ডের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নিয়ে সচেতনামূলক কমিটি গঠন করতে হবে। তারা ওয়ার্ডের সমস্যাগুলো সমাধানে সহযোগিতা করবে। প্রতি একমাস বা দুই মাস পরপর পরিচ্ছন্ন সপ্তাহ আয়োজন করে পুরস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে। ড্রেনেজ সিস্টেম ও রাস্তা উঁচু করার কারণে নগরীর নিম্ন অঞ্চলের বাসাবাড়ীতে বর্ষাকালে পানি আটকে থাকে, যা নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য তিনি অনুরোধ জানান। খুলনা শহরে পার্কের মধ্যে অস্থায়ী ছোট ছোট দোকানপাটগুলোর কারণে পার্কে জনসাধারণের হাঁটাচলা, বসা ও বাচ্চাদের খেলাধুলার পরিবেশ থাকছে না। **জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব),** কেসিসি বলেন, স্কুলের শিক্ষার্থীদের মাঝে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বিষয়ে ক্যাম্পেইন করা হয়েছে এবং উক্ত কার্যক্রম চলছে। কেসিসি'র সকল ওয়ার্ডে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রধান করে সুশীল সমাজের প্রতিনিধির সমন্বয়ে ওয়ার্ড কমিটি গঠন করে ময়লা-আবর্জনা, ঝোপ-ঝাড় পরিষ্কার, ড্রেনেজ ব্যবস্থা ও পানি নিষ্কাশন ইত্যাদি কাজে তিনি সহযোগিতা করার অনুরোধ জানান। **সুপারিশ :** বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে ওয়ার্ডের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রধান করে সুশীল সমাজের প্রতিনিধির সমন্বয়ে ওয়ার্ড কমিটি গঠন পূর্বক ময়লা-আর্বজনা, ঝোপ-ঝাড় পরিষ্কার, ড্রেনেজ ব্যবস্থা ও পানি নিষ্কাশন ইত্যাদি কাজে সহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২৫/০৩/২৫	বিবিধ-২	**জনাব কোহিনুর জাহান, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ও প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা**, কেসিসি বলেন, মশক নিধন কার্যক্রম প্রতিদিন দুইবেলা চলছে। সকালে লার্ভিসাইড ধ্বংসের জন্য স্প্রে করা হচ্ছে এবং বিকালে এ্যাডাল্টিসাইড মশা মারার জন্য ফগার কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। মশক নিধনের সাথে বুস্টার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মশক নিধনে কাভার যুক্ত ড্রেন এবং ওয়াসার ম্যানহোল প্রধান সমস্যা। শহরের কাভারযুক্ত ড্রেনগুলো পরিষ্কার করা না গেলে মশার অভয়ারণ্য নষ্ট করা যাবে না। তাছাড়া ব্যক্তি পর্যায়ে সচেতনতাও প্রয়োজন। ওয়ার্ডে মশক নিধন কমিটি করা হয়েছে। তিনি বাজারের সভাপতি এবং পার্শ্ববর্তী বাড়িওয়ালা ও অন্যান্য বিশেষ লোকদেরকে নিজ দায়িত্বে ঝোপ-জঙ্গল পরিষ্কার করার জন্য নোটিশ করার প্রস্তাব করেন। ঝোপ-ঝাড় পরিষ্কার ও নর্দমার মশক নিধনের জন্য ক্রাশ প্রোগ্রাম চালানো দরকার বিধায় অতিরিক্ত শ্রমিক প্রয়োজন। ওষুধ স্প্রে করা এবং ফগিং চালানোর জন্য মশক নিধনে ভাল ফল পাওয়া যাবে বলে তিনি মনে করেন। সকালে শহরের বিভিন্ন ড্রেনে লার্ভিসাইড মশা নিধনে স্প্রে করা হয়। ১০ লিটার পানির সাথে ১০০ মি.লি ক্লোরোপাইরফস ২০ মিশিয়ে একদিন পর একদিন দিনে চারবার করে একজন স্প্রেম্যান স্প্রে করছে। পাশাপাশি পরের দিন সকালে লাইট ডিজেল ওয়েল (৮০ শতাংশ ডিজেল এবং ২০ শতাংশ মিশ্রিত ভাইরাস) স্প্রে করা হচ্ছে। তিনি সরেজমিনে থেকে সকল ওষুধ তৈরি পর্যবেক্ষণ করেন। সকালে এবং বিকালে উভয় সময়ে এন্ডাটিসাইড ও লার্ভিসাইড মশা নিধনের কার্যক্রম চলমান থাকে বলে তিনি সভা-কে অবহিত করেন। **ডাঃ শরীফ শাম্মীউল ইসলাম, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা**, কেসিসি বলেন, ২০২৪ সালে খুলনা শহরের যে সকল ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয় তার তথ্য কেসিসির স্বাস্থ্য বিভাগ সংগ্রহ করে। সেখানে দেখা যায় কেসিসির ৩১টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১১টি ওয়ার্ডে সব থেকে বেশি ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী ছিল অর্থাৎ সব ওয়ার্ডে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী ছিল না। স্থানীয় লোকেরা সাধারণত: মশা তাড়াতে রুমের মধ্যে কয়েল ব্যবহার করে এবং সন্ধ্যার আগে জানালা বন্ধ করে দেয়। নগরীর আশে পাশের ব্রিডিং গ্রাউন্ড, ড্রেন ও স্টকওয়াটারে মশা নিধক স্প্রে বা ফগিং করা হয় কিন্তু সেখানকার মশা বাসা-বাড়িতে চলে আসে। তাই প্রথমে শহরের ব্রিডিং গ্রাউন্ড চিহ্নিত করতে হবে এবং সেখানের মশা নিধনের ব্যবস্থা নিতে হবে। গত বছরের মত এ বছরও বর্ষাকালে ডেঙ্গু ছড়ানোর আশাঙ্কা রয়েছে। ২০২৪ সালে যে ১১টি ওয়ার্ডে ডেঙ্গু রোগ বেশি ছড়িয়েছিল, এ বছর ঐ ওয়ার্ডগুলোতে ডেঙ্গু রোগ কম হবে এবং অন্যান্য ওয়ার্ডে ডেঙ্গু রোগ বেশি দেখা যাবে। ড. পেরু গোপাল মশার জীবনকাল নিয়ে গবেষণা করেছেন এবং তার সাথে তিনি একমত পোষণ করে বলেন, পুরুষ মশা ১ সপ্তাহ বাঁচে এবং ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে বসবাস করে। আর মহিলা মশাগুলো ১ মাস বাঁচে। ফগারম্যানরা ঝোপ-ঝাড়ে ফগিং করে না, তারা শুধু ড্রেনে ফগিং করে। তাই ফগারম্যান বা এর সাথে জড়িতদের অতিদ্রুত প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। পরিমানমত ওষুধ খরচ করা হচ্ছে কিন্তু সঠিক স্থানে প্রয়োগ করতে না পারার কারণে সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। তাই তিনি মশক নিধন কাজে একটা পরিকল্পনা প্রণয়ন করে নিয়ে এসেছেন। **জনাব মিনা আজিজুর রহমান, সভাপতি, প্রবীন বান্ধব সমিতি, খুলনা ও সদস্য সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (CLCC)** বলেন, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যমন্ত সকল কাজই সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্ব। সিটি কর্পোরেশন নানাবিধ কাজ করে থাকে। ইদানিং নগরীতে মশা প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শহরে মশা নিয়ে হৈচৈ দেখা দিয়েছে। হৈচৈ হওয়ার পরে দেখা যায় ৩/৪ দিন মশার উৎপাত কিছুটা কম। আবার কিছুদিন পর মশার উৎপাত বেড়ে গেছে। মশার উৎপাত হতে বাচার জন্য তিনি কেসিসি'র মশার ক্রাশ প্রোগ্রাম সর্বক্ষণ চালু রাখার পরামর্শ দেন। এছাড়া কেসিসিতে মশা নিধন কর্মী কম হওয়ার কারণে ক্রাশ প্রোগ্রাম সফল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম বলে তিনি মনে করেন। তাই তিনি জনগণকে সাথে নিয়ে ক্রাশ প্রোগ্রাম চালিয়ে মশক নিধন করার পরামর্শ প্রদান করেন। প্রতি ওয়ার্ডে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে হেড-এ রেখে সচেতন নাগরিকদের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করলে মশক নিধন কাজ সহজে হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। **এ্যাড. মাসুম বিল্লাহ, চেয়ারপারসন, সিয়াম, খুলনা ও সদস্য, সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (CLCC)** বলেন, ইতোপূর্বেও ওয়ার্ড পর্যায়ে মশক নিধন কমিটি গঠিত হয়েছিল। ওয়ার্ডে শুধু মশক নিধন কমিটি না করে এই কমিটিকে বর্ধিত করে সেখানে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা থেকে শুরু করে কেসিসির সকল কার্যক্রম সংযুক্ত করে ওয়ার্ড কমিটি গঠন করতে হবে এবং এই কমিটি CLCC'র আওতায় করার জন্য তিনি অনুরোধ জানান। এছাড়া ওয়ার্ডে বিভিন্ন বাড়ীর বা বাড়ীর আশ-পাশে ঝোপ-ঝাড়ে প্রচুর মশা জন্ম নেয়। ওয়ার্ড কমিটি এই ঝোপ-ঝাড় চিহ্নিত করবে এবং চিঠি দিয়ে ঝোপ-ঝাড় পরিষ্কার করার জন্য বাড়িওয়ালাকে নির্দেশনা দিবে। নির্দেশনা না মানলে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে তিনি প্রস্তাব করেন। যাতে জনসাধারণের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বিস্তর আলোচনা করা যায় সে জন্য উক্ত কমিটিতে কেডিএ, ওয়াসা ও পানি উন্নয়ন বোর্ডেকেও সংযুক্ত করার প্রস্তাব দেন। **জনাব খন্দকার হাসিবুল ইসলাম নিক, আহবায়ক, বাংলাদেশ ক্রিকেট আম্পায়ার্স এন্ড স্কোরার্স এসোসিয়েশন, খুলনা ও সদস্য, সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (CLCC)** বলেন, মশা উৎপাদন হয় দুইভাবে। (১) এডাল্টিসাইড (২) লার্ভিসাইড। কেসিসি'র ফগার মেশিনের ধোঁয়ায় এডাল্টিসাইড অর্থাৎ উড়ন্ত মশা মরে কিন্তু লার্ভিসাইডের মশা মরে না। মূলত ড্রেন থেকে মশার লার্ভিসাইড জন্ম নেয়। তাই মশার জন্মের মূল জায়গাটি অর্থাৎ লার্ভিসাইড ধ্বংসের জন্য তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার অনুরোধ জানান। **জনাব রেহানা ইসলাম, আজীবন সদস্য, উইমেন চেম্বার অব কমার্স, খুলনা ও সদস্য, সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (CLCC)** বলেন, কেসিসি'র স্প্রে/ফগারম্যানরা শুধু ড্রেনে মশা নিধক স্প্রে/ফগিং করে, বাসাবাড়ীতে বা আশে পাশের ঝোপ-ঝাড়ে ফগিং/স্প্রে করে না। ফলে সেখানকার মশা পরে বাসাবাড়ীতে চলে আসে। তাই মশা নিধকদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

২৫/০৩/২৫		**জনাব এহতেশামুল হক শাওন, দৈনিক ''আমার দেশ'' খুলনা ও সদস্য, সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি** (CLCC) বলেন, ৩০ নং ওয়ার্ড এলাকায় যে ড্রেন তৈরি করা হয়েছে তা হতে তার বাড়ির মেঝে আড়াই ফুট নিচে। ফলে বর্ষা মৌসুমে বাড়িতে পানি উঠার সম্ভাবনা রয়েছে। ২০২৩ সালে ৩০ নং ওয়ার্ডে ডেঙ্গু মহামারী আকার ধারণ করেছিল, কিন্তু সেখানে ২০২৪ সালে ডেঙ্গু তুলনামূলক কম। উক্ত এলাকায় কাভার ড্রেন, ম্যানহোল তৈরি করা হয়েছে এবং বাসার ভেতরে সুয়ারেজ লাইন দেয়া হচ্ছে। ওয়াসার সাথে এ ব্যাপারে কথা বলার অনুরোধ করেন। গত শনিবার মাননীয় প্রশাসক মহোদয়ের সভাপতিত্বে এ বিষয়ে মিটিং হয়েছিল এবং তিনি উক্ত সভায় এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ওয়াসার সাথে এ বিষয়ে আলোচনা বা তাদের ডিজাইনে রিভাইস করার সম্ভাবনা আছে কিনা তা নজর দেয়ার অনুরোধ করেন। **জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)**, কেসিসি প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তাকে তার মশক নিধনের পরিকল্পনা প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তার নিকট লিখিতভাবে দেয়ার নির্দেশনা দেন। মশক নিধনে ক্রাশ প্রোগ্রাম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে এবং নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে, ক্রাশ প্রোগ্রাম পরিচালনায় তিনি তার সুবিধানুযায়ী ওয়ার্ডে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সুপারিশে ডেইলী বেসিসে অর্থাৎ যে কয়দিন কাজ করবে সেই কয়দিনের পারিশ্রমিক পাবে এই শর্তে ৫/১০ জন লোকবল নিতে পারবেন। **সুপারিশ :** বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: (১) খুলনা শহরের হোল্ডিং মালিকদের বাড়ির আশে-পাশের ঝোপ-ঝাড় পরিষ্কার করণের জন্য হোল্ডিং মালিকদের নোটিশ প্রদান এবং মশার জন্মস্থান (স্টক ওয়াটার, ব্রিডিং গ্রাউন্ড) ইত্যাদি ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (২) মশার উপদ্রব থেকে নগরবাসীকে রক্ষার জন্য সকালে ও বিকালে মশার লার্ভি সাইড ধ্বংস করার জন্য ড্রেনে, ঝোপ-ঝাড়ে ও বাড়ির আশে-পাশে স্প্রে করা এবং এডাল্টি সাইড (উড়ন্ত মশা) মারার জন্য ফগার কার্যক্রম চালানোসহ ক্রাশ প্রোগ্রাম পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (৩) মশক নিধনে ওয়ার্ডের ক্রাশ প্রোগ্রাম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সুপারিশে প্রতি ওয়ার্ডে ৫/১০ জন শ্রমিক কাজে লাগানোর জন্য প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে উক্ত শ্রমিক যে কয় দিন কাজ করবে সেই কয় দিনের পারিশ্রমিক পাবে।

২৫/০৩/২৫	বিবিধ-৩	**জনাব শেখ হাফিজুর রহমান হাফিজ, চিফ এ্যাসেসর,** কেসিসি বলেন, বর্তমান শহরে যানজট, ধুলা বালি ও ফুটপাত দখলের কারণে সাধারণ মানুষ হাটতে পারে না, এরপর মশার উপদ্রবও আছে। এ সমস্যাগুলোর সমাধানে তিনি দৃষ্টি আর্কষণ করার অনুরোধ জানান। সিটি কর্পোরেশনের ম্যাজিস্ট্রেসি পাওয়ার আছে, এ গুলো উচ্ছেদ করা যেতে পারে। **জনাব আবির উল জববার, চিফ প্লানিং অফিসার**, কেসিসি বলেন, ফুটপথ দখল করে মানুষ চায়ের বা অন্য দোকান বসাচ্ছে। যিনি সুন্দর টাইলস লাগানো ফুটপথ দখল করে দোকান বসাচ্ছে তারও এ বিষয়ে সচেতন হওয়া দরকার আছে। এজন্য সিটি কর্পোরেশন দায়ী নয়। **এ্যাড. মাসুম বিল্লাহ, চেয়ারপারসন, সিয়াম, খুলনা ও সদস্য, সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (CLCC)** বলেন, ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে বিএমডিসি কোড অনুযায়ী প্লান দেয়া হয়, প্লানে গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গাও থাকে কিন্তু বাস্তবে গাড়ি পার্কিংয়ের কোন ব্যবস্থা থাকে না, গাড়ীগুলো রাস্তায় পার্কিং করা হয়, সে জন্য যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। **জনাব খন্দকার হাসিবুল ইসলাম নিক, আহবায়ক, বাংলাদেশ ক্রিকেট আম্পায়ার্স এন্ড স্কোরার্স এসোসিয়েশন, খুলনা ও সদস্য, সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (CLCC)** বলেন, খুলনা শহরে রিক্সা বা ইজিবাইক কতগুলো রাখা দরকার তা নির্ধারণ করতে হবে, কারণ এই রিক্সা/ইজিবাইক যানজটের মূল কারণ। সাথে সাথে সিএনজি, ইজিবাইকের সঠিক লাইসেন্স প্রদান করতে হবে। পরিশেষে সিটি কর্পোরেশনের রাস্তা, ড্রেন সংস্কার/মেরামত ও কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে চলমান থাকায় তিনি কেসিসিকে ধন্যবাদ জানান। **জনাব আশীষ দে, সাবেক প্রেসিডেন্ট, রোটারী ক্লাব অব ভৈরব, খুলনা ও সমাজকর্মী, খুলনা ও সদস্য, সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (CLCC)** বলেন, খুলনা বড় বাজার এলাকায় রাস্তার উপর যত্রতত্র দোকানপাট তৈরি হওয়ার ফলে দোকানগুলোর নিচের ড্রেন পরিষ্কার করার কোন উপায় নেই। এখন দেশের প্রেক্ষাপট পরিবর্তন হয়েছে। ওয়ার্ডের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নিয়ে নাগরিক সমাজের বিভিন্ন পেশার মানুষ ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে সমন্বয় করে কেসিসির উদ্যোগে বর্তমানে যত্রতত্র গড়ে ওঠা দোকানগুলো উচ্ছেদ করা যেতে পারে। তাতে একদিকে ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার হবে এবং অন্য দিকে যানজট নিরসন হবে। ০১ নং কাস্টমঘাট থেকে সদর হাসপাতাল পর্যন্ত রাস্তাটিতে বালি বহনকারী ট্রলি বেশি চলাচল করে। এ ট্রলিগুলো এত বেপরোয়াভাবে চলে যে তাতে ধাক্কা লাগলে বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। **জনাব জাহিদ সরওয়ার, আর্কিটেক্ট, টুটপাড়া, খুলনা ও সদস্য, সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (CLCC)** বলেন, নগরীর বিভিন্ন দোকানের সামনে ব্যবসার উদ্দেশ্যে ড্রেনের স্লাবের উপর জিনিসপত্র রেখে বিক্রি করা হয়, যা কেসিসি চাইলে অপসারণ করতে পারে। এছাড়া ফুটপাত বা ড্রেন দখল করে ব্যবসা করলে তাদেরকে জরিমানা করার প্রস্তাব দেন। নগরীতে যেখানে সেখানে মটর সাইকেল, গাড়ী পার্কিং করা হয় যা যানজট সৃষ্টির অন্যতম কারণ। যখন খুলনায় ট্রাফিক সিগন্যাল প্রয়োজন ছিল না তখন থেকেই ট্রাফিক সিগন্যাল ছিল। এখন ট্রাফিক সিগন্যাল প্রয়োজন কিন্তু তা নষ্ট অবস্থায় রয়েছে। ট্রাফিক আইনের মাধ্যমে যানজট সমস্যার সমাধান ও ট্রাফিক সিগন্যাল ঠিক করার জন্য তিনি অনুরোধ জানান। **জনাব সুদর্শন কুমার রায়, ডিসি (ট্রাফিক),** খুলনা বলেন, খুলনা শহরে বেশ কয়েকটি কারণে যানজট সৃষ্টি হয় যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। যানজট নিয়ন্ত্রণে জনপ্রতিনিধি ও সুশীল সমাজের লোকজনের পার্টিসিপেশন দরকার। ইজিবাইক, সিএনজি, ব্যাটারিচালিত রিক্সা শহরের ধারণক্ষমতার বাইরে মাত্রা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ইজিবাইকের লাইসেন্স দেয়া ১০,০০০টি অথচ বর্তমানে ৩০,০০০ থেকে ৩৫,০০০ এর মতো ইজিবাইক এই শহরে চলে। যানজটের মূল কারণ জানার জন্য তিনি বিভিন্ন মোড়ে অবস্থান করেছেন এবং অবজারবেশন করে দেখেছেন যে, যানজটের জন্য দায়ী হচ্ছে ইজিবাইকের সহজলভ্যতা, অর্থাৎ ১,২০,০০০ বা ১,৩০,০০০ টাকায় ইজিবাইক কিনে হঠাৎ চালানো শুরু করে, তারা বেশির ভাগই অদক্ষ ইজিবাইক চালক। ইজিবাইক চালকরা ট্রাফিক নিয়ম সম্পর্কে অজ্ঞাত। তাদের প্রশিক্ষণ বিষয়ে কেসিসি'র প্রশাসক মহোদয়, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও পুলিশ কমিশনার মহোদয়ের সাথে আলোচনা হয়েছে। তারা ঈদের পরে ইজিবাইক চালকদের প্রশিক্ষণ দেয়ার বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন। ইজিবাইক চালকদের প্রশিক্ষণ দেয়ার ক্যাপাসিটি ট্রাফিক বিভাগের না থাকায় তিনি প্রশিক্ষণ আয়োজন করার জন্য কেসিসি'র নিকট অনুরোধ জানান। এই প্রশিক্ষণ ইজিবাইক চালকদের ট্রাফিক আইন সর্ম্পকে জ্ঞান বাড়াবে এবং যানজট নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি মনে করেন। লাইসেন্স বিহীন ইজিবাইকগুলো ধরে ভেঙে ফেলতে হবে এবং ড্যাম্পিং পয়েন্টে পাঠাতে হবে। তাহলে ইজিবাইক নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। তিনি আরোও অবজারবেশন করেছেন যে, বড় বাজার, নিউমার্কেট এলাকায় ফুটপাত দখল করে ভ্যানে ব্যবসা করে। তাদেরকে ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ প্রশাসন অভিযানের মাধ্যমে সরিয়ে দেয় কিন্তু কিছু সময় পর আবার রাসত্মা দখল করে নেয়। পুলিশ প্রশাসন, কেসিসি ও সুশীল সমাজের নাগরিকদের একটিভ পার্টিসিপেশনের মাধ্যমে এ সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব। এছাড়া শহরের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে ড্রেনের সংস্কার কাজ করার পূর্বে ট্রাফিক বিভাগকে জানানোর জন্য কেসিসি'র প্রধান প্রকৌশলীর নিকট অনুরোধ জানান। তিনি কেসিসি'র প্রশাসক মহোদয় ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট যানজট নিরসনে সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন। নিরালা মোড় থেকে ময়লাপোতা মোড় আসার পথে রাস্তার বাম পাশে মুক্ত স্থানে ময়লা আর্বজনা পড়ে থাকে। এখান থেকে দুর্গন্ধ ছড়ায়। এ বিষয়টি সুশীল সমাজের নাগরিকরাও উত্থাপন করেন। তিনি কেসিসি'র বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকা কর্মীদের এগুলো সরানোর অনুরোধ করেন। এছাড়া গল্লামারী ব্রীজ পার হয়ে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় যাওয়ার পথে ময়লা ফেলার জন্য কেসিসি'র বড় একটা কন্টেইনার রয়েছে। এই কন্টেইনারটি মাঝে মাঝে রাস্তা ঘেঁষে রাখা হয়। তাছাড়া গল্লামারী রাস্তার পাশ ঘেঁষে উক্ত জায়গা দখল করে কাঁচা বাজার স্থাপন করেছে। ফলে গল্লামারী রাস্তাটি প্রচন্ড সংকোচিত হয়ে গেছে। তাই কন্টেইনারটি উক্ত স্থান হতে দূরে নিয়মিতভাবে রাখার জন্য তিনি কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন। খুলনা শহরে হাইলাইটস বিল্ডিং, শপিংমল রয়েছে কিন্তু কোন ভবনের আন্ডার গ্রাউন্ড পার্কিং প্লেস নেই। এ সমস্যা সমাধানে বড় বড় ভবনের আন্ডার গ্রাউন্ড/ প্রথম ফ্লোর উন্মুক্ত করে পাকিং প্লেস করার বিষয়ে তিনি কেডিএ বা যারা ভবন নির্মাণে অনুমোদন প্রদান করেন। তাদের সাথে আলোচনা করার জন্য প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মহোদয়ের দৃষ্টি আর্কষণ করেন। তিনি আরো বলেন, বালি বহনকারী ট্রলি সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত শহরের মধ্যে চলাচলের অনুমতি নেই। এ সময়ে ট্রলি চলাচল করলে তা আটক করা হয় বা মামলা দেয়া হয়। **জনাব আবির উল জববার, চিফ প্লানিং অফিসার**, কেসিসি বলেন, কেডিএ এভিনিউ ও মজিদ সরণির প্রতিটি শো-রুম/ভবনের এক তলা/বেজমেন্ট পার্কিং প্লানিং করা হবে, যা অনুমোদিত প্লানে ডিক্লিয়ার করা রয়েছে। নিউ মার্কেটের চার পাশে যতগুলো কমার্শিয়াল বিল্ডিং আছে, সেগুলোর বেজমেন্ট/গ্রাউন্ডফ্লোর হচ্ছে পার্কিং প্লেস। এসব ভবনের পার্কিং প্লেস ওপেন করার জন্য কেসিসি হতে অফিসিয়ালি চিঠি দেয়া হয়েছে। সেইফ এন সেইভ এর গ্রাউন্ড ফ্লোর পার্কিং হিসেবে ডিক্লিয়ার করা রয়েছে, কিন্তু সেখানে দোকান বসানো হয়েছে। এছাড়া ইসলামিক ব্যাংক হসপিটাল, সিটি মেডিকেল কলেজেও পার্কিং প্লেস প্রাতিষ্ঠানিক কাজে

		ব্যবহার করা হয়। কেডিএ'র সেইফ এন সেইভসহ অন্যান্য কমার্শিয়াল ভবনগুলোতে পার্কিং প্লেস উন্মুক্ত করার জন্য কেসিসি থেকে চিঠি দেয়া হয়েছে। তাতে কোন ফল পাওয়া যায়নি। কেসিসি তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছে। তিনি সুশীল সমাজের নিকট এ বিষয়ে ভয়েজ রেইজ করার অনুরোধ করেন। **জনাব মোল্লা মারুফ রশীদ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা**, কেসিসি বলেন, ডাকবাংলা মোড়ে চেম্বার অব কমার্সের বিল্ডিংয়ের পার্কিংয়ের জায়গা ব্যবসার জন্য দেয়া হয়েছে। হার্ডমেটাল গ্যালারী ভবনের গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গা নেই। এ বিষয়গুলো দেখা দরকার বলে তিনি মতব্যক্ত করেন। **জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)** বলেন, আহসান আহেমদ রোডের উভয় পাশেই গাড়ি পার্কিং করা থাকে। সেখানে সারাদিন কোচিং সেন্টার চলে এবং সেখানে করোনেশন স্কুল ও সেন্ট জোসেফ স্কুলও রয়েছে। উক্ত রাস্তায় গাড়ি নিয়ে যাওয়ার সময় ওয়ান-ওয়ে হয়ে যায়, যা যানজট সৃষ্টি করে। **জনাব এহতেশামুল হক শাওন, দৈনিক ''আমার দেশ'' খুলনা ও সদস্য, সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি** (CLCC) বলেন, লাইসেন্স বিহীন ইজিবাইকের পাশাপাশি বালি বহনকারী ট্রলিও রাস্তায় বেপরোয়াভাবে চলাচল করে যা দ্বারা ব্যাপক শব্দ দূষণ হয় এবং অহরহ দুর্ঘটনা ঘটায়। এই ট্রলি চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্য তিনি অনুরোধ জানান। **জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী**, কেসিসি বলেন, ট্রলির নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব কেসিসি'র নয়, এ বিষয়টি ডিসি (ট্রাফিক) এর দায়িত্ব। **জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)**, কেসিসি হতে ইজিবাইকের জন্য ছজ কোডযুক্ত স্মার্ট লাইসেন্স বিতরণ শুরু হয়েছে, যা দিয়ে আসল/নকল ইজিবাইকের লাইসেন্স সহজে সনাক্ত করা যাবে। আগে নকল লাইসেন্স তৈরি করে চালাত, যা কেসিসিও সেটা ধরতে পারতো না। এখন ছজ কোডযুক্ত স্মার্ট লাইসেন্স দ্বারা ট্রাফিক পুলিশ আসল-নকল লাইসেন্স সনাক্ত করতে পারবে। ইজিবাইক চালকদের প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ফুটপাত সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করা কষ্টসাধ্য কাজ। ম্যাজিস্ট্রেট উচ্ছেদ অভিযানে থাকাকালীন ফুটপাত ফাঁকা থাকে, কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট চলে যাওয়ার কিছু সময় পর পুনরায় ফুটপাত দখল হয়ে যায়। তাই ফুটপাত দখলমুক্ত করতে সকলের কমিটমেন্ট দরকার। গল্লামারী ব্রীজের পশ্চিম পাশের এলাকা কেসিসির আওতায় নেই। তবুও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষার্থীদের অনুরোধে উক্ত স্থানের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নের কাজ বিনা মূল্যে ভলেনটিয়ার হিসেবে কাজ করা হয়। **সুপারিশ :** বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: (১) খুলনা শহরে যানজট মুক্ত করতে কেসিসি হতে ইজিবাইকের ছজ কোডযুক্ত স্মার্ট লাইসেন্স প্রদান করার এবং ইজিবাইক চালকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (২) খুলনা শহরের ভবন নির্মাণে প্লান অনুমোদনের ক্ষেত্রে পার্কিং স্পেস রাখার জন্য কেডিএ-কে পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (৩) কেসিসি এলাকার সকল ফুটপাত দখলমুক্ত করতে সকলের কমিটমেন্টসহ উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	বিবিধ-৪	**জনাব কাজল ইসলাম, সভাপতি, আবৃত্তি উন্নয়ন পরিবার, খুলনা ও সদস্য, সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি** (CLCC) বলেন, খুলনা শহরে আরেকটি সমস্যা হলো এখানে বড় অনুষ্ঠান আয়োজন করার মতো কোন হল বা নির্দিষ্ট জায়গা নেই। পূর্বে জিয়া হল ছিল যা ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। তাই সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে খুলনা শহরে বড় অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য নির্দিষ্ট স্থান ব্যবস্থা করে দেয়ার জন্য তিনি অনুরোধ জানান। **জনাব মোল্লা মারুফ রশীদ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা**, কেসিসি বলেন, সব জায়গায় বাণিজ্যিক চিন্তা করা ঠিক নয়। শিববাড়িতে আগের প্রজেক্টে জনসাধারণের বসার কোন জায়গা ছিল না। ভবন এমনভাবে নির্মাণ করতে হবে যেন জনসাধারণ আসতে পারে, বসতে পারে, সেখানে পানির ফোয়ারা থাকবে। এছাড়া সাংস্কৃতিক কর্মীরা যেন সেখানে অনুষ্ঠান আয়োজন করতে পারে। তাই পূর্বের জিয়া হলের আদলে নান্দনিকভাবে নতুন ভবন নির্মাণ করার জন্য তিনি প্রস্তাব করেন। **জনাব আবির উল জববার, চিফ প্লানিং অফিসার**, কেসিসি বলেন, শিববাড়িতে জিয়া হল নির্মাণে ১০ তলা ভবনের প্লান অনুমোদন ছিল। সেখানে ভবনের সামনে ল্যান্ডস্কেপ রয়েছে, পার্কিংয়ের যথেষ্ট জায়গাও আছে। নিচ তলা থেকে তিন তলা পর্যন্ত বড় ক্যাপাসিটি হল রয়েছে। তিন তলার উপরে গিয়ে ফ্লোর কমার্শিয়ালি করা হয়েছে। **জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী** শুধুমাত্র 'জিয়া হল' নামে নতুন আলাদা একটা প্রকল্প ডিপিপি করে অর্থ মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের জন্য পাঠানোর প্রস্তাব করেন। **জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)**, কেসিসি বলেন, শিববাড়ী মোড়ে জিয়া হলের স্থানে কনফারেন্স রুম ও বাণিজ্যিক অনেক স্পেসসহ বহুতলা ভবন নির্মাণের জন্য প্রকল্প একনেকে পাশ করানোর জন্য পাঠানো হয়েছে। সেটা অনুমোদন হলে প্রকল্পের কাজ করানো হবে। **সুপারিশ :** বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে শিববাড়ী মোড়ে জিয়া হলের স্থানে কনফারেন্স রুম ও বাণিজ্যিক স্পেসসহ বহুতল ভবন নির্মাণের জন্য প্রকল্প একনেকে অনুমোদন হওয়ার পর নির্মাণ কাজ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২৮/০৫/২৫	১। সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (CLCC) র গত ২৫/০৩/২০২৫ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ৭ম সভার কার্যবিবরণী পঠন ও নিশ্চিতকরণ।	**জনাব কোহিনুর জাহান, প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা (অতি: দা:)** বলেন, বিগত সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খুলনা শহরে হোল্ডিং মালিকদের বাড়ির আশে পাশে ঝোপ-জঙ্গল পরিষ্কার করণের জন্য নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া কেসিসি'র নিজস্ব পরিচ্ছন্নকর্মী দ্বারা ওয়ার্ড এলাকায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নকরাসহ মশার জন্মস্থান (স্টক ওয়াটার, ব্রিডিং গ্রান্ড ইত্যাদি) ধ্বংস করা হয়েছে। তাছাড়া মশার উপদ্রব থেকে নগরবাসীকে রক্ষার জন্য সকালে ও বিকালে মশার লার্ভি সাইড ধ্বংস করার জন্য ড্রেনে, ঝোপ-ঝাড়ে ও বাড়ির আশে পাশে স্প্রে করা এবং এডাল্টি সাইড উড়ন্ত মশা মারার জন্য ফগার কার্যক্রম চালানো হয়েছে। এসব কাজে ওয়ার্ড কমিটি গঠন ও তদারকি এবং ক্রাশ প্রোগ্রাম পরিচালনা করা হয়েছে। সুতরাং ৭ম সভার সিদ্ধান্ত সবই বাস্তবায়ন করা হয়েছে বিধায় কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা যেতে পারে। সভাপতি উপস্থিত সকলের মতামত গ্রহণ পূর্বক ৭ম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত/দৃঢ়ীকরণ করার অভিমত ব্যক্ত করেন। **সুপারিশ :** বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে গত ২৫/০৩/২০২৫ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (CLCC)র ৭ম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত/দৃঢ়ীকরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	২। কেসিসি'র বাজেট ব্যবস্থাপনা ও বাজেট পরিকল্পনা সংক্রান্তে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান, বাজেট কাম একাউন্টস অফিসার**, কেসিসি বলেন, খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট এবং ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট প্রণয়নের লক্ষে তথ্য সংগ্রহের জন্য সকল বিভাগ/শাখা-কে পত্র প্রদান করা হয়। সে মোতাবেক সকল বিভাগ/শাখা কর্তৃক বাজেটের তথ্য প্রেরণ করে। উক্ত তথ্য সংগ্রহের পর বাজেট প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। খসড়া বাজেট প্রস্তুতের পর জুলাই' ২৫ প্রথম সপ্তাহে খসড়া বাজেট নিয়ে আলোচনা করে চূড়ান্ত বাজেটের রূপরেখা প্রস্তুত করা হবে। আশা করা যায় জুলাই '২৫ মাসের ২য় সপ্তাহের মধ্যে বাজেটের কাজ সম্পন্ন করে অনুমোদনের লক্ষে মাসিক সভায় উপস্থাপন করা হবে। অনুমোদিত হলে দ্রুততম সময়ের মধ্যে জনসম্মুখে কেসিসি'র বাজেট ঘোষণা করা হবে। **জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব),** কেসিসি বলেন, বাজেট ছোট হলেও জনকল্যাণমুখী ও কার্যকরী বাজেট হতে হবে। **সভাপতি** ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট এবং ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট জুলাই '২৫ মাসের ২য় সপ্তাহের মধ্যে খসড়া বাজেট প্রস্তুত এবং তা কেসিসি'র মাসিক সভায় অনুমোদন, অত:পর বাজেট ঘোষণা করার বিষয়ে একমত পোষণ করেন। **সুপারিশ :** বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে জুলাই '২৫ মাসের ২য় সপ্তাহের মধ্যে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট এবং ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত খসড়া বাজেট প্রস্তুত করে আলোচনা এবং মাসিক সভায় অনুমোদন, অত:পর বাজেট ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২৮/৫/২৫	বিবিধ-১	**জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান রহিম, যুগ্ম-মহাসচিব, বৃহত্তর খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি,** বলেন, যানজট নিরসনের লক্ষে কেসিসি প্রদত্ত RFID কার্ডের মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে অবৈধ ইজিবাইক আটক বা ডিস্ট্রয় অথবা তাদেরকে জরিমানার আওতায় আনতে হবে। তাহলে খুলনা শহরে অবৈধ ইজিবাইক চলাচল বন্ধ হবে এবং ইজিবাইকের সংখ্যা কমে গেলে কিছুটা হলেও যানজট নিরসন হবে। **জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী,** কেসিসি বলেন, কেএমপি'র নিজস্ব অর্থায়নে ইজিবাইক চালকদের প্রশিক্ষণ প্রদানে প্রাথমিকভাবে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এ প্রশিক্ষণে ৩,৪৮,০০০/-(তিনলক্ষ আটচল্লিশ হাজার) টাকা খরচ হবে। প্রশিক্ষণ বাবদ অতিরিক্ত খরচের জন্য কেসিসি'র প্রশাসক বরাবর আবেদন করা হয়েছে। উল্লিখিত আবেদন পরিবর্তন করে পূনরায় আরেকটি আবেদন করলে প্রশিক্ষণ বাবদ অতিরিক্ত খরচের টাকা কেসিসি থেকে প্রদান করা হবে মর্মে তিনি মতব্যক্ত করেন। **জনাব ঝুমুর বালা, ডিএমপি, খুলনা ওয়াসা**, খুলনা বলেন, খুলনা শহরে ক্যাপাসিটি অনুযায়ী ইজিবাইক বা রিক্সা চলাচলের সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে, তাহলে অনেকটা যানজট নিরসন হবে। **জনাব সৈয়দা রেহানা ঈসা, পরিচালক, সানফ্লাওয়ার কিন্ডার গার্টেন স্কুল**, খুলনা বলেন, ইজিবাইক বা রিক্সা বড় বড় মোড়ে কিভাবে দাঁড়াবে তারও একটা প্রশিক্ষণ দরকার। সেগুলোর গতি কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে তারা তা জানে না। রাস্তার মাঝখানে বা যেখানে-সেখানে দাঁড়িয়ে প্যাসেঞ্জার নামায় বা উঠায়। ট্রাফিক পুলিশের সংখ্যা বাড়িয়ে শহরের প্রতিটি মোড়ে দায়িত্ব পালন করতে হবে। এ শহরের রাস্তা বেশি চওড়া না, উপরন্ত রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে ফেরিওয়ালারা ফল ও কাপড়-চোপড় বিক্রি করে। এতে গাড়ি ও মানুষ চলাচলে অসুবিধা হয়। এগুলোকে শৃঙ্খলার মধ্যে আনতে হবে এবং সাধারণ মানুষের চলাচলের পথ নির্বিঘ্ন করতে হবে। **জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী,** কেসিসি বলেন, ইজিবাইক নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে তিনি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, সিনিয়র লাইসেন্স অফিসার, ডিসি (ট্রাফিক)-কেএমপি, প্রতিনিধি- ওজোপাডিকো, জনাব সৈয়দা রেহানা ঈসা সমন্বয়ে কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেন। **সভাপতি** RFID কার্ডের মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে খুলনা শহরে অবৈধ ইজিবাইক চলাচল বন্ধকরণ এবং ইজিবাইক সংক্রান্ত বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন করার জন্য প্রধান প্রকৌশলীসহ উল্লিখিত প্রস্তাব মতে ইজিবাইক নিয়ন্ত্রণ কমিটি গঠনে সহমত ব্যক্ত করেন। **সুপারিশ :** বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে কেসিসি প্রদত্ত RFID কার্ডের মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে খুলনা শহরে অবৈধ ইজিবাইক চলাচল বন্ধকরণ এবং ইজিবাইক সংক্রান্ত বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন করার জন্য নিম্নোক্ত ইজিবাইক নিয়ন্ত্রণ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় : **কমিটি :** (১) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, কেসিসি — সভাপতি (২) প্রধান প্রকৌশলী, কেসিসি — সদস্য (৩) প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, কেসিসি — সদস্য (৪) ডিসি (ট্রাফিক), কেএমপি — সদস্য (৫) প্রতিনিধি, ওজোপাডিকো, খুলনা — সদস্য (৬) জনাব সৈয়দা রেহানা ঈসা, পরিচালক, সানফ্লাওয়ার কিন্ডার গার্টেন স্কুল, খুলনা — সদস্য (৭) সিনিয়র লাইসেন্স অফিসার, কেসিসি — সদস্য-সচিব

১০.৩ গণজমায়েত/জনতার মুখোমুখিঃ

তারিখ	প্রধান প্রধান আলোচনা	সিদ্ধান্ত
০১/০৭/২০২৪ হতে ৩০/০৬/২০২৫	২০২৪-২৫ অর্থ বছরে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন ।	২০২৪-২৫ অর্থ বছরে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রতি কোয়ার্টারে একটি করে মোট ৪টি সভা আয়োজন করা হয়েছে।
	নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতি কোয়ার্টারে সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত।	নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কেসিসি'র সংশ্লিষ্ট বিভাগ/শাখা কার্যসম্পাদনান্তে প্রতি কোয়ার্টারের বাস্তবায়ন প্রতিবেদন সাধারণ প্রশাসনিক শাখায় দাখিল করেছেন।
	সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে সভা	সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে অংশীজনের অংশগ্রহণে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে মোট ৪টি সভা (২টি অভ্যন্তরীন ও ২টি অন্যান্য স্টেক হোল্ডারদের নিয়ে) ৪ কোয়ার্টারে আয়োজনের করা হয়েছে।
	শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন	-
	কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন (টিওএন্ডইভুক্ত অকেজো মালামাল নিষ্পত্তিকরণ/নথি বিনষ্টকরণ/পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি/মহিলাদের জন্য পৃথক ওয়াশরুমের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি)	স্বাস্থ্য বিষয়ক ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতাসহ অফিসে মহিলাদের জন্য পৃথক ওয়াশরুমের ব্যবস্থা করা, এ কার্যক্রমকে আরো বেগবান করা, সরকারি সব প্রোগ্রাম যথাযথ ভাবে পালন করা এবং প্রতি কোয়ার্টারে সংশ্লিষ্টগণ নির্ধারিত ছক মোতাবেক প্রতিবেদন প্রস্তুত পূর্বক সাধারণ প্রশাসনিক শাখায় দাখিল করা হয়েছে।
	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাজেটের অনুমোদিত ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েব সাইটে প্রকাশ।	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাজেটের অনুমোদিত ক্রয়-পরিকল্পনা ৩১/০৭/২০২৪ তারিখে ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন	নিয়ম অনুসারে প্রতি কোয়ার্টারে ২৫% করে মোট ১০০% বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি পূর্ণাঙ্গরূপে এবং যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
	প্রকল্পের PIC সভা আয়োজন	২০২৪-২৫ অর্থ বছরে কেসিসি'র প্রধান প্রকৌশলীর দায়িত্বে মোট ৭টি PIC'র সভা আয়োজন করা হয়েছে।
	CLCC সভা আয়োজন	২০২৪-২৫ অর্থ বছরে কেসিসি থেকে মোট ২টি সভার আয়োজন করা হয়েছে।

১০.৪ জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রচার কার্যক্রমঃ

তারিখ	মূল বিষয়বস্তু	লক্ষিত এলাকা /দল	সম্ভাব্য অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
জুলাই-২৪-জুন-২৫	ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া ও করোনা প্রতিরোধ প্রতিরোধ মূলক প্রচার	খুলনা মহানগরী এলাকা	খুলনা সিটি কর্পোরেশন ৫টি গুরুত্বপূর্ন স্থানে ফিক্সড মাইকিং মাধ্যমে ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া ও করোনা প্রতিরোধ মূলক বার্তা প্রচার করা হচ্ছে।

১০.৫ নাগরিক মতামত ও অভিযোগ প্রতিকার

(১) অভিযোগ নিরসন/প্রতিকার

ক্রমিক নং	পরিষেবাসমূহ	অভিযোগ গ্রহণের সংখ্যা ও প্রক্রিয়াকরণ	অভিযোগ নিস্পত্তির সংখ্যা	অভিযোগ নিস্পত্তির শতকরা হার
	কর ও ফি	১১৩৩টি	৫৫৫টি	৫৮%
	অবকাঠামো	১২টি	১০টি	৮৩.৩৩%
	পানি সরবরাহ	খুলনা ওয়াসা এ বিষয়টি দেখভাল করেন। কেসিসির আওতাভূক্ত নয়।		
	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	০৩ টি	০৩টি	১০০%
	গণশৌচাগার	০	০	০%
	পাবলিক মার্কেট	০	০	০%
	ইপিআই	এএফপি (AFP)কেস -৫ টি এইএফআই (AEFI) - ৫টি মিসেলস – ১৬টি এনটি (NT) - ০ সিআরএস(CRS) -০	এএফপি (AFP)কেস -৫ টি এইএফআই (AEFI) - ৫টি মিসেলস – ১৬টি এনটি (NT) - ০ সিআরএস(CRS) -০	১০০%
	সাংস্কৃতিক/খেলাধুলা	০১	০১	১০০%
	অসুস্থ ও পাগলা কুকুর সংক্রান্ত	১১৮টি	১১৮টি	১০০%
	পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত অভিযোগ নিয়ে প্রতিবেশীদের মধ্যে সমস্যা	০৪টি	০৪টি	১০০%
	মাংস ও মাংসজাত পণ্যসহ খাদ্য সংশ্লিস্ট	০৭টি	০৭টি	১০০%
	মোট			

*অভিযোগ গ্রহণকারী কর্মকর্তা (জিআরও) কর্তৃক প্রাপ্ত অভিযোগগুলি সর্বদা প্রক্রিয়াকরণ করা হয় না, তবে প্রবিধানে নির্ধারিত পদ্ধতিতে নাগরিক প্রতিক্রিয়া ও অভিযোগ নিরসনের বিষয়টি যাচাই-বাছাই করা হয়। সুতরাং প্রাপ্ত অভিযোগগুলি কেবল লিপিবদ্ধ করা হয়না, অধিকন্তু সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃক এগুলো নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

বি:দ্র: মৌখিক/টেলিফোনিক নাগরিক অসুবিধা/অভিযোগও গ্রহণ করা হয়েছে।

অধ্যয়-১১ : ফটো গ্যালারী

খুলনা সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়ন কার্যক্রম :

১৮ জুলাই : নগরীর বুসপাড়া কবরস্থানে ছাত্র-জনতার জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নিহত শহিদ শেখ মো: সাকিব রায়হানের কবর জিয়ারত করেন কেসিসি প্রশাসক মো: ফিরোজ সরকার।

চিত্র-২: শহীদ জনাব মোঃ সাকিব রায়হান এর কবর দীর্ঘস্থায়ীভাবে সংরক্ষণের জন্য নির্মিত কবরস্থান।

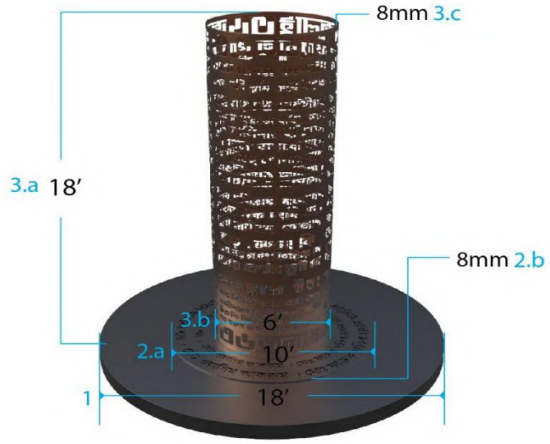

1 : Base: 18′ dia, 1′ high from ground,
2 : 10′ dia, 8mm thikness MS sheet, Laser cutting
3 : 6′ dia, 18′ hight, 8mm solid thikness Ms sheet, Laser cutting

২। খুলনা জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রান কেন্দ্র খুলনা শিববাড়ি মোড় জিয়া হল প্রাঙ্গনে ভাস্কর্য কেসিসি'র জায়গায় নির্মাণ করা হচ্ছে।

খুলনা শহরের জলাবদ্ধতা দূরীকরণে ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন (১ম পর্যায়) প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন জনাব এস.এম. তারিখ, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের পরিচালক (যুগ্মসচিব)

রুপসা বেড়ীবাধ সংলগ্ন ৩নং স্লুইসগেট আউটলেট ড্রেনের ভার্টিক্যাল ওয়াল ঢালাইয়ের কাজ চলিতেছে

এক নম্বর কাস্টম ঘাট স্লুইচগেট

লবনচরা এক নম্বর স্লুইসগেট

খুলনা সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্পের ক্রয়কৃত সরঞ্জামাদি

জনাব কবির আহামদ, প্রধান (অতিরিক্ত সচিব), ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, গুরুত্বপূর্ণ মোড়ের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

জনাব দেবাশীষ চৌধুরী, উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব) আইএমইডি (IMED) *খান জাহান আলী রোড ড্রেন নির্মান কাজ পরিদর্শন করেন।*

গুরুত্বপূর্ণ মোড়ের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন

নতুনরাস্তা মোড় জামন

পশ্চিম বানিয়াখামার মেইন রোড পূর্বের ছবি

পশ্চিম বানিয়াখামার মেইন রোড পরের ছবি

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় খুলনা শহর এলাকার উন্নয়ন (ফেজ-২) শীর্ষক প্রকল্পের নদীর তীর বাঁধাই (দৌলতপুর) সার্ভে ওয়ার্ক

০৬ এপ্রিল : জার্মান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (কেএফডব্লিউ) এর প্রতিনিধি দলের সাথে কেসিসি কর্মকর্তাদের এক প্রারম্ভিক আলোচনা সভা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা লস্কর তাজুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে নগর ভবনের জিআইজেড মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

কেডিএ চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাথে প্রকল্প বিষয়ে পর্যালোচনা

মিস্ত্রীপাড়া খালপাড় ২য় অংশ ড্রেন নির্মান

০২ জুলাই : পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে নগরীর বিভিন্ন ইমাম বাড়ির নেতৃবৃন্দের হাতে আর্থিক অনুদানের নগদ অর্থ তুলে দেন প্রশাসক মো: ফিরোজ সরকার।

২৪ ডিসেম্বর : শুভ বড়দিন উপলক্ষ্যে নগরীর সোনাডাঙ্গা ক্যাথলিক চার্চে খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন কেসিসি প্রশাসক মো: ফিরোজ সরকার। এ সময় তিনি চার্চের পুরোহিত রেভা: ফাদার জুয়েল ম্যাকফিল্ড-এর হাতে শুভেচ্ছা উপহার হিসেবে ফুল, কেক ও চকলেট হস্তান্তর করেন।

১১ সেপ্টেম্বর : খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বাজেট ঘোষণা করেন প্রশাসক মো: ফিরোজ সরকার।

২৪ জুন : নগর স্বাস্থ্য ভবনে ফলক উন্মোচনের মধ্য দিয়ে মানব পাচার হতে উদ্ধারপ্রাপ্ত নারী-পুরুষদের কাউন্সেলিং সেবা প্রদানের লক্ষ্যে স্থাপিত মনোসামাজিক কাউন্সেলিং কর্ণারের উদ্বোধন করেন কেসিসি প্রশাসক মো: ফিরোজ সরকার।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের প্রথম প্রহরে খুলনার গল্লামারী শহিদ স্মৃতিসৌধে পুষ্পমাল্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন কেসিসি'র প্রশাসক মোঃ ফিরোজ সরকার (বুধবার, ২৬ মার্চ-২০২৫) পিআইডি, খুলনা।

৩০ এপ্রিল : কেসিসি পরিচালিত খুলনা কলেজিয়েট গার্লস স্কুল ও কেসিসি উইমেন্স কলেজ পরিচালনা পর্ষদের ৪৭তম সভা বুধবার সকালে প্রশাসক মো: ফিরোজ সরকার-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

১১ ফেব্রুয়ারি : "প্রফেশনালাইজেশন অব সলিড ওয়েস্টে ম্যানেজমেন্ট ইন খুলনা সিটি" শীর্ষক দুই দিনব্যাপী কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন কেসিসি'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা লস্কার তাজুল ইসলাম।

২৩ ডিসেম্বর : কেসিসি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণ ২০২৪ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন প্রশাসক মো: ফিরোজ সরকার।

০৪ সেপ্টেম্বর : সুইচ ও হংকং রেডক্রস সোসাইটির প্রতিনিধিদের সাথে "ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন ও ক্লাইমেট চেঞ্জ এডাপটেশন" শীর্ষক প্রকল্প বিষয়ে এক মতবিনিময় সভা কেসিসি'র প্রধান প্রকৌশলী মো: মশিউজ্জামান-এর সভাপতিত্বে নগর ভবনের জিআইজেড মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

১৬ এপ্রিল : নগরীর গুরুত্বপূর্ণ খালসমূহ থেকে কচুরিপানা অপসারণ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন কেসিসি'র প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোহিনুর জাহান। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

২৭ এপ্রিল : নগর ভবনের জিআইজেড মিলনায়তনে খুলনা সিভিল সোসাইটি আয়োজিত "খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে নাগরিক ভাবনা এবং করণীয়" শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন কেসিসি প্রশাসক মো: ফিরোজ সরকার।

১৪ ডিসেম্বর : নগরীর গল্লামারী স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তাবক অর্পণের মধ্য দিয়ে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মৃতি প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন কেসিসি'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব) লস্কার তাজুল ইসলাম সহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

২৪ মার্চ : নগরীতে মশক নিয়ন্ত্রণ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে চলমান ক্রাশ প্রোগ্রাম কর্মসূচি রাজনৈতিক ও নাগরিক নেতাদের সাথে নিয়ে সরেজমিন পরিদর্শন করেন কেসিসি'র প্রশাসক মো: ফিরোজ সরক

০১ জুলাই : দ্রুত পানি নিষ্কাশনের সুবিধার্থে খুলনা মহানগরীর দক্ষিণ সীমানায় আলুতলা দশগেট এলাকায় ময়ূর (হাতিয়া) নদের নাব্যতা বৃদ্ধিতে পলিমাটি অপসারণ কাজ সরেজমিন পরিদর্শন করেন কেসিসি প্রশাসক মো: ফিরোজ সরকার।

১৬ জুলাই : জুলাই শহিদ দিবস পালন উপলক্ষ্যে কেসিসি আয়োজিত দোয়া অনুষ্ঠানে শহিদদের মাগফেরাত কামনা কর দোয়া করা হয়।

১৮ আগস্ট : ফলক উম্মোচন ও মোনাজাতের মধ্য দিয়ে নগরীর নিরালা আবাসিক এলাকায় কেসিসি'র বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নবনির্মিত সেকেন্ডারী ট্রান্সফার স্টেশন (এসটিএস) এর উদ্বোধন করেন প্রশাসক মো: ফিরোজ সরকার।

৩০ জুলাই : নগরীর জিয়া হল চত্বরে বেলুন ও ফেস্টুন উড়িয়ে ছাত্র-জনতার জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে কেসিসি আয়োজিত বর্ণাঢ্য র‍্যালির উদ্বোধন করেন প্রশাসক মো: ফিরোজ সরকার।

০৯ আগস্ট : খুলনা জেলা স্টেডিয়ামে বেলুন ও ফেস্টুন উড়িয়ে কেসিসি একাদশ বনাম জুলাই যোদ্ধা একাদশের মধ্যে আয়োজিত প্রীতি ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন কেসিসি প্রশাসক মো: ফিরোজ সরকার।

১২ আগস্ট : সামাজিক সংগঠন "বৃহত্তর আমরা খুলনাবাসী"র উদ্যোগে নগরীর লায়ন্স স্কুল এন্ড কলেজ ক্যাম্পাসে বৃক্ষ রোপন করেন কেসিসি প্রশাসক মো: ফিরোজ সরকার। এর আগে তিনি স্কুলের শিক্ষার্থীদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ করেন।

১৩ আগস্ট : নগরীর মজিদ সরণি ও সংলগ্ন উভয় পার্শ্বের ড্রেনের (শিববাড়ি থেকে সোনাডাঙ্গা পর্যন্ত) চলমান উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন করেন কেসিসি প্রশাসক মো: ফিরোজ সরকার।

০৫ আগস্ট : ছাত্র-জনতার জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে কেসিসি আয়োজিত শিশু-কিশোরদের চিত্রাঙ্কন, রচনা ও কুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন প্রশাসক মো: ফিরোজ সরকার।

০৫ আগস্ট : নগরীর জিয়া হল চত্বরে জুলাই শহিদ স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তাবক অর্পণের মাধ্যমে
গণঅভ্যুত্থানে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন কেসিসি প্রশাসক মো: ফিরোজ সরকার

০৫ আগস্ট : জুলাই শহিদ শেখ মো: সাকিব রায়হান-এর কবর জিয়ারত ও রূহের মাগফেরাত ক
করে দোয়া করেন কেসিসি প্রশাসক মো: ফিরোজ সরকার।

০৬ আগস্ট : খুলনা কলেজিয়েট গার্লস স্কুল ও কেসিসি উইমেন্স কলেজ পরিচালনা পর্ষদের ৪৮তম সভা কমিটির সভাপতি প্রশাসক মো: ফিরোজ সরকার-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

০৭ জুলাই : খুলনা সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে গঠিত কমিটির ৬ষ্ঠ সভা প্রশাসক মো: ফিরোজ সরকার-এর সভাপতিত্বে নগর ভবনের শহিদ আলতাফ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

সংযোজনী:

বাজেট বিবরণী

(নতুন অর্থবছরের বাজেটর সারসংক্ষেপ, যেখানে বার্ষিক হিসাব বিবরণীর তথ্য রয়েছে)

খাত	প্রকৃত	প্রাক্কলিত বাজেট	সংশোধিত বাজেট	প্রস্তাবিত বাজেট
প্রাপ্তি	অ:ব: ২০২৪-২৫	অ:ব: ২০২৪-২৫	অ:ব: ২০২৪-২৫	অ:ব: ২০২৫-২৬

ক) প্রাপ্তি: রাজস্ব হিসাব: উপাংশ ১

প্রারম্ভিক স্থিতি		২৫৮৯০.০২	২২৮৭৪.৪২	২৪৪০০.৫৩
রাজস্ব				
করসমূহ	৭৬০৫.৭৭	৭৮৩৭.২১	৮৪৪৩.৬৫	৮০১০.৯০
অনুদান	১৫২.৮০	২০০.০০	১৫২.৮০	২০০.০০
অন্যান্য রাজস্ব	৪১৯১.১৮	১১৩২৭.৬৪	৪৭৬২.৩৭	১২৯৮২.৩০
উপমোট:রাজস্ব	১১৯৪৯.৭৫	১৯৩৬৪.৮৫	১৩৩৫৮.৮২	২১১৯৩.২০
দায়				
উপমোট:ক) প্রারম্ভিক স্থিতি ও রাজস্ব		৪৫২৫৪.৮৭	৩৬২৩৩.২৪	৪৫৫৯৩.৭৩

খ) উপাংশ পানি শাখা-

প্রারম্ভিক স্থিতি				
রাজস্ব				
করসমূহ				
অন্যান্য রাজস্ব		**(কেসিসি নয় কাজটি খুলনা ওয়াসা করে)**		
উপমোট-খ				
উপমোট:ক+খ				

গ) উন্নয়ন হিসাব

প্রারম্ভিক স্থিতি				
উন্নয়ন				
অনুদান				
উপমোট-গ				
উপমোট:ক+খ+গ				

পরিশোধ

ক) পরিশোধ: রাজস্ব হিসাব: উপাংশ ১				
ক) সাধারণ সংস্থাপন	৭৪৪৩.২৩	১৩৬৭৫.৯৫	৭১৯৭.৮১	১৫৪৮৬.৭২
খ) স্বাস্থ্য	৫.৪৪	৬৯১.০০	১০.০৬	৫০৩.৫৫
গ) পরিচ্ছন্নতা	১৯০.৩৩	১৭৬০.০০	৯০৩.৩৪	১৭৭০.০০
চ) বিদ্যুত প্রকৌশল/সড়ক বাতি	৩৩২.৭৯	৭৪৮.৫০	২৭৪.৬৫	৭৪৮.৫১
ছ) সমাজ কল্যাণ ও বস্তি উন্নয়ন	২৬৯.৩৪	৪৯৩.০০	৭২.৪৯	৫২৩.০০
জ) বিবিধ	৩২৬২.৬৫	৩৭৩৭.০০	৩৩৭৪.৩৬	৮৮৫৮.০৮
সমাপনি স্থিতি		২৪১৪৯.৪২	২৪৪০০.৫৩	১৭৭০৩.৮৮
উপমোট: ক	১১৫০৩.৭৮	২১১০৫.৪৫	১১৮৩২.৭১	২৭৮৮৯.৮৫

খাত	প্রকৃত	প্রাক্কলিত বাজেট	সংশোধিত বাজেট	প্রস্তাবিত বাজেট
	অ:ব: ২০২৪-২৫	অ:ব: ২০২৪-২৫	অ:ব: ২০২৪-২৫	অ:ব: ২০২৫-২৬

খ) উপাংশ ২-পানি শাখা

ক) সাধারণ সংস্থাপন				
খ) বিদ্যুৎ বিল				
গ) পাম্প হাউজ, নলকূপ ও পাইপ লাইন		**(কেসিসি নয় কাজটি খুলনা ওয়াসা করে)**		
দায়: সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট				
সমাপনি স্থিতি:				
উপমোট: খ				
উপমোট: ক+খ				

গ) উন্নয়ন হিসাব

ক ১) সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন				
মূলধন ব্যয়				

ক ২) নন-ডিপিপি অর্থায়নে অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন

মূলধন ব্যয়	৩৭০৯.৩৪	৫০০০.০০	৩৭০৯.৩৪	৫৫০০.০০
খ) ডিপিপি অর্থায়িত প্রকল্প				
মূলধন ব্যয়	১৯২২৯.৭৫	২৫৪২৪.৩৫	১৯২২৯.৭৫	৭৫২৮.০০
গ) উন্নয়ন অংশিদার অর্থায়িত প্রকল্প				
মূলধন ব্যয়	২৬৫২.৭৪	২২৫২০.৭৬	২৬৬২.৭৪	১৩৩২৮.৬৩
সমাপনি স্থিতি:				
উপমোট: গ				
উপমোট: ক+খ+গ	২৫৫৯১.৮৩	৫২৯৪৫.১১	২৫৫৯১.৮৩	২৬৩৫৬.৬৩

খাত			**প্রকৃত**	**প্রাক্কলিত বাজেট**	**সংশোধিত বাজেট**	**প্রস্তাবিত বাজেট**
			অ:ব: ২০২৪-২৫	অ:ব: ২০২৪-২৫	অ:ব: ২০২৪-২৫	অ:ব: ২০২৫-২৬
রাজস্ব হিসাব উপাংশ ১						
প্রারম্ভিক স্থিতি						
প্রাপ্তি						
	রাজস্ব					
		কর	৭৬০৫.৭৭	৭৮৩৭.২১	৮৪৪৩.৬৫	৮০১০.৯০
		অনুদান	১৫২.৮০	২০০.০০	১৫২.৮০	২০০.০০
		অন্যান্য রাজস্ব	৪১৯১.১৮	১১৩২৭.৬৪	৪৭৬২.৩৭	১২৯৮২.৩০
	মূলধন প্রাপ্তি					
		অ-আর্থিক সম্পদ বিক্রয়				
	দায় বৃদ্ধি					
		পরিশোধযোগ্য বিল				
		সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট				
	উপাংশ ১ এর উপমোট (প্রাপ্তি)		১১৯৪৯.৭৫	১৯৩৬৪.৮৫	১৩৩৫৮.৮২	২১১৯৩.২০
	উপাংশ ১ এর মোট প্রাপ্তি (প্রারম্ভিক স্থিতি + উপাংশ ১ এর উপমোট (প্রাপ্তি)					
পরিশোধ						
ক. সাধারণ সংস্থাপন						
৩	আবর্তক ব্যয়		১১৫০৩.৭৮	২১১০৫.৪৫	১১৮৩২.৭১	২৭৮৮৯.৮৫
	মূলধন পরিশোধ/ব্যয়					
	দায় হ্রাস					
		ঠিকাদারের সিকিউরিটি ডিপোজিট				
		পরিশোধযোগ্য বিল				
খ. শিক্ষা ব্যয়						
৩	আবর্তক ব্যয়					
গ. স্বাস্থ্য						
	আবর্তক ব্যয়					
	মূলধন পরিশোধ//ব্যয়					
ঘ. হাসপাতাল/ স্বাস্থ্য পরিষেবা/মাতৃত্ব						
	আবর্তক ব্যয়					
	মূলধন পরিশোধ//ব্যয়					
ঙ. পরিচ্ছন্নতা						
	আবর্তক ব্যয়					
চ. বৈদ্যুতিক প্রকৌশল/সড়ক বাতি						
	আবর্তক ব্যয়					
ছ. সমাজকল্যাণ ও বস্তি উন্নয়ন						
	আবর্তক ব্যয়					
	মূলধন পরিশোধ//ব্যয়					

বিবিধ	
	আবর্তক ব্যয়
	মূলধন পরিশোধ//ব্যয়
	দায় হ্রাস
	সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট
পরিশোধ/ব্যয়ের উপমোট (ক+খ+গ+ঘ+ও+চ+ছ+জ)	
রাজস্ব হিসাব উপাংশ-১ থেকে উপাংশ-২ এর স্থানান্তর	
রাজস্ব হিসাবের উপাংশ-১ থেকে উন্নয়নে স্থানান্তর	
সমাপনী স্থিতি	
উপাংশ-১ এর মোট পরিশোধ (ব্যয়ের উপমোট + স্থানান্তর + সমাপনী স্থিতি)	

খাত	প্রকৃত	প্রাক্কলিত বাজেট	সংশোধিত বাজেট	প্রস্তাবিত বাজেট
	অ:ব: ২০২৪-২৫	অ:ব: ২০২৪-২৫	অ:ব: ২০২৪-২৫	অ:ব: ২০২৫-২৬
রাজস্ব হিসাব: উপাংশ-২ (শুধুমাত্র যে সকল সিটি কর্পোরেশনের জন্য প্রযোজ্য)				
প্রারম্ভিক স্থিতি				
প্রাপ্তি				
উপাংশ-১ এর রাজস্ব হিসাব থেকে স্থানান্তর				
রাজস্ব				
কর				
অন্যান্য রাজস্ব				
দায় বৃদ্ধি				
ব্যাংক থেকে ঋণ				
কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ				
উপাংশ ২ এর উপমোট (প্রাপ্তি)				
উপাংশ ১ এর মোট প্রাপ্তি (প্রারম্ভিক স্থিতি + উপাংশ ২ এর উপমোট (প্রাপ্তি)				

খাত	প্রকৃত	প্রাক্কলিত বাজেট	সংশোধিত বাজেট	প্রস্তাবিত বাজেট
	অ:ব: ২০২৪-২৫	অ:ব: ২০২৪-২৫	অ:ব: ২০২৪-২৫	অ:ব: ২০২৫-২৬
পরিশোধ				
ক. সাধারণ সংস্থাপন				
আবর্তক ব্যয়				
দায় হ্রাস				
ঠিকাদারের সিকিউরিটি ডিপোজিট				
খ. বৈদ্যুতিক বিল				
আবর্তক ব্যয়				
গ. পাম্প হাউস, টিউবওয়েল ও পাইপলাইন				
আবর্তক ব্যয়				
মূলধন ব্যয়				
ঘ. অন্যান্য (সেবাসমূহ, সংস্থাপন ও বিবিধ)				
আবর্তক ব্যয়				
মূলধন ব্যয়				
দায় হ্রাস				
উপাংশ-২ এর ব্যয়ের উপ-মোট (ক + খ + গ + ঘ)				
রাজস্ব হিসাব উপাংশ-২ থেকে উন্নয়নে স্থানান্তর				
সমাপনী স্থিতি				
উপাংশ-২ এর মোট পরিশোধ (ব্যয়ের উপমোট + স্থানান্তর + সমাপনী স্থিতি)				

খাত		প্রকৃত	প্রাক্কলিত বাজেট	সংশোধিত বাজেট	প্রস্তাবিত বাজেট
		অ:ব: ২০২৪-২৫	অ:ব: ২০২৪-২৫	অ:ব: ২০২৪-২৫	অ:ব: ২০২৫-২৬
উন্নয়ন হিসাব					
প্রারম্ভিক স্থিতি					
প্রাপ্তি					
	রাজস্ব হিসাব উপাংশ ১ থেকে স্থানান্তর				
	রাজস্ব হিসাব উপাংশ ২ থেকে স্থানান্তর				
	রাজস্ব				
	অনুদান				
	দায় বৃদ্ধি				
	ব্যাংক থেকে ঋণ				
	কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ				
	সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট				
উন্নয়ন প্রাপ্তির উপমোট					
মোট (প্রারম্ভিক স্থিতি + উন্নয়ন প্রাপ্তির উপমোট)					

খাত		প্রকৃত	প্রাক্কলিত বাজেট	সংশোধিত বাজেট	প্রস্তাবিত বাজেট
		অ:ব: ২০২৪-২৫	অ:ব: ২০২৪-২৫	অ:ব: ২০২৪-২৫	অ:ব: ২০২৫-২৬
পরিশোধ					
ক) সিটি কর্পোরেশন ও নন-ডিপিপি সরকারি অর্থায়নে অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন					
ক-১) সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন					
	মূলধন ব্যয়				
ক-২) নন-ডিপিপি অর্থায়নে অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন					
	মূলধন ব্যয়	৩৭০৯.৩৪	৫০০০.০০	৩৭০৯.৩৪	৫৫০০.০০
খ) ডিপিপি অর্থায়িত প্রকল্প					
	মূলধন ব্যয়	১৯২২৯.৭৫	২৫৪২৪.৩৫	১৯২২৯.৭৫	৭৫২৮.০০
	দায় হ্রাস				
গ) উন্নয়ন অংশীদার অর্থায়িত প্রকল্প					
	মূলধন ব্যয়	২৬৫২.৭৪	২২৫২০.৭৬	২৬৫২.৭৪	১৩৩২৮.৬৩
	উন্নয়ন ব্যয়ের উপমোট (ক + খ + গ)	২৫৫৯১.৮৩	৫২৯৪৫.১১	২৫৫৯১.৮৩	২৬৩৫৬.৬৩
ঋণ পরিশোধ					
	আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সুদ				
	দায় হাস				
সমাপনী স্থিতি					
উন্নয়ন ব্যয়ের মোট (উন্নয়ন ব্যয়ের উপমোট + ঋণ পরিশোধ + সমাপনী স্থিতি)					